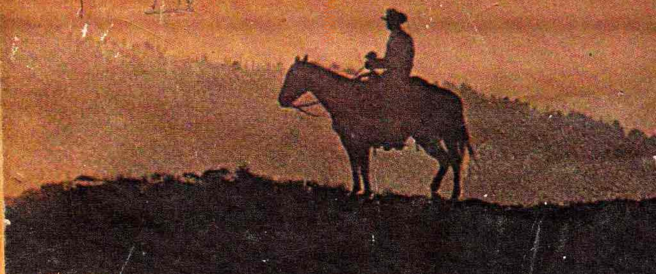
ওয়েস্টার্ন

ছায়া উপত্যকা

রওশন জামিল



সেবা
প্রকাশনী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

CHHAYA UPATYAKA
by : Raoshan Jamil

ওসমান পরিবার

পশ্চিমের একটি অতিপরিচিত সাড়া-জাগানো নাম। নিষ্ঠুর-কোমল সুন্দর অন্তর ওদের। কোথাও অন্যায় অত্যাচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়। ওদের পূর্ব-পুরুষদের ঘামে-রক্তে গড়ে উঠেছে যে-দেশ, ওদের ব্রত ওরা তাকে নষ্ট হতে দেবে না।

আসুন এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে পশ্চিমের সেই রুক্ষ কঠোর জীবনে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যাই।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি যখন আগ্নেয় শিলার পাহাড়টা পেছনে ফেলে আসি তখন নিউ মেক্সিকোর অর্ধেক লোক তাড়া করছিল আমাকে, ফাঁসির দড়ি নিয়ে।

কেউ আমায় দিব্যি দেয়নি স্বেচ্ছায় নিজের গলায় ফাঁস পরতে, তাই যখন দেখলাম ওরা আমাকে ধরতে আসছে হাতের কাছে যে ঘোড়াটা পেলাম সেটায় চেপেই ছুটলাম উলটো দিকে। গোড়ায় মনে হয়েছিল অল্পতেই রণে ভঙ্গ দেবে ওরা, কিন্তু ওদের নাছোড়-বান্দা মনোভাব থেকে বুঝলাম লোকগুলো নিশ্চয় আগে কখনও পাহাড়ি এলাকা দেখেনি।

আমার ঘোড়াটা আধবুনো, তবে বেশ কাজের : প্রাণপণে ছুটে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে আমাকে নিয়ে। এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, আর চলার শক্তি নেই। বুঝতে পারছি এখুনি আরেকটা তাজা ঘোড়া জোগাড় করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার।

ঠিক এই সময় কাছেই সমভূমিতে কটনউডের ঝোপ দেখতে পেলাম আমি। কটনউড থাকার অর্থ পানি আছে ওখানে। আরও একটা অর্থ হয় এর। যেখানে পানি থাকে, সাধারণত সেখানে গরু-বাছুরের পাল আর মানুষজন থাকে। আর এগুলো থাকলে ঘোড়া

থাকাও স্বাভাবিক।

আর দেরি করলাম না, পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটলাম ওই ঝোপের দিকে। যা ভেবেছিলাম, ঘোড়া আছে ওখানে, ভাল জাতের বেশকিছু। ঝট করে ল্যাসো ছুঁড়ে কাল কেশর আর লেজঅলা একটা জেব্রা-ডান ধরলাম।

একটা গাছের সাথে ওকে বেঁধে মাটিতে নামলাম আমি, আমার স্যাডলটা ছুঁড়ে দিলাম ডানের পিঠে। জিনের পেটি শক্ত করে বেঁধে উঠে বসতে যাচ্ছি এমন সময় একটা রাইফেলের হ্যামার টানার ক্লিক শব্দ শুনে জায়গায় জমে গেলাম। রাইফেলটা আমার পেছনে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওই আওয়াজ বলে দিচ্ছে দূরত্ব বড়জোর বিশ ফুট হবে। এত কম ব্যবধানে গুলি ফসকাবে না একটা মূর্খও বোঝে, আর আমার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি। টেনেসির ক্লিঞ্চ মাউন্টিনে আমার জন্ম। বন্দুকের হাতেখড়ি ছেলেবেলায়, এর কদর জানি। অহেতুক কেউ কারো দিকে বন্দুক তাক করে না, গুলি ছুঁড়বে বলেই করে এটুকু বোঝার শক্তি আমার আছে।

'মিস্টার,' হিমশীতল একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'তুমি নিশ্চয় না বুঝে স্যাডল চাপিয়েছ ওর পিঠে।'

'উহুঁ, বুঝেই। এটা যদি সেরা ঘোড়া না হয়, তুমি বলে দাও কোন্‌টা, আমি তার পিঠেই আমার স্যাডল চাপাব।'

শব্দ করে হাসল লোকটা, কিন্তু আমি নিশ্চিত রাইফেলের নল একচুল নড়েনি। সন্দেহ নেই, আমার পেছনে যে লোক আছে সে কঠিন, পোড়খাওয়া মানুষ।

'কোন অধিকারে ওটা নিচ্ছ তুমি?'

'দূরের ওই পাহাড়টার দিকে তাকাও, ওখানে ধুলোর মেঘ দেখলেই বুঝতে পারবে কোন্‌ অধিকারে নিচ্ছি। ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে চায়।'

'তোমার অপরাধ?'

এবার সাহস করে ঘুরে দাঁড়ালাম। একটা শার্পস পয়েন্ট ফাইভ জিরো বাফেলো গান আমার দিকে তাক করে আছে বুড়ো। ওর একটা গুলি লাগলে আর দেখতে হবে না, ফুটোর ভেতর দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যাবে আমার হাতের মুঠি। বন্দুকের মালিককে জরিপ করলাম আমি। কৃশকায়, কিন্তু ওরকম নিষ্কম্প শীতল চোখ কারো হতে পারে আমার জানা ছিল না আগে।

'দ্ভ-তে হারিয়েছিলাম এক লোককে। আমার দোষ আমাকে চেনে না কেউ, আর ও ছিল বড় একটা আউটফিটের মালিক, অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।'

'নাম কি তোমার?'

'নোয়েল ওসমান।'

'নাম শুনেছি। আউট-ল, লোকে তাই বলে।'

'ওই যে, পাহাড়টা দেখ, মিস্টার। ধুলো উড়ছে। নীতিকথার সময় নেই এখন। আমার অতীত বিচার করে কোন লাভ হবে না—যদি ভবিষ্যৎই না পাই।'

পাহাড়টা দেখবে বলে আমার পাশে এসে দাঁড়াল বুড়ো, তারপর বলল, 'এখন তাহলে তুমি কি করতে চাও, ওসমান?'

'দুটো রাস্তা খোলা আছে। দড়ি অথবা ঝুঁকি—যেকোন একটা বেছে নিতে হবে। লোকে বলে পিস্তলে আমার হাত চালু, সুতরাং আমি ঝুঁকি নেব—দেখব চেষ্টা করে তোমাকে মেরে ঘোড়া নিয়ে

পালাতে পারি কিনা।'

'আমাকে তুমি হারাতে পারবে না, ওসমান। তবে তোমার সরলতা আমার ভাল লেগেছে। ঘোড়া নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। ওই ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে যাও, কেউ দেখতে পাবে না তোমাকে। ইয়েলো হাউসের দিকে গেছে ওটা। ওখানে তুমি জোরে ছোটার সুযোগ পাবে। মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম দিয়ো ঘোড়াটাকে, ও তোমাকে পার করে দেবে।'

রওনা হলাম আমি। তবে তার আগে ধন্যবাদ জানাতে ভুললাম না বুড়োকে। 'কখনও যদি দরকার হয় খবর দিয়ো আমাকে না পেলে অন্য কোন ওসমানের কাছে যেয়ো—তোমাকে নিরাশ করবে না ওরা।'

এমনভাবে ছুটল জেব্রা-ডান যেন আগুন লেগেছে ওর লেজের নিচে আর ও সেটা খসাতে চেষ্টা করছে। ঠিকই বলেছিল বুড়ো, দুভাগ হয়ে গেছে ক্যানিয়ন, যে শাখার নাম ইয়েলো হাউস সেটা ধরলাম আমি। এক ঘণ্টা পর, আবার যখন উঠলাম পাহাড়ের মাথায় তখন ধাওয়াকারীদের দেখতে পেলাম না। এবার ছোটার বেগ কমিয়ে প্রথমে মাঝারি, শেষে হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনলাম।

খোলামেলা বিশাল প্রান্তর, এখানে-সেখানে ঝরনা আছে কিছু, আরকান-স নয়ত ক্যানাডিয়ান রিভারে গিয়ে পড়েছে। দুটো নদীই আমি যেখানে আছি তার উত্তরে, আরকান-স একেবারে শেষপ্রান্তে।

মোষ আর ইণ্ডিয়ানদের রাজ্য এটা। সামনের হাজার বর্গমাইলের মধ্যে সামান্যতম বেখেয়ালে মারা পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। ডজ সিটি থেকে মোষ শিকারীরা এসেছে এখানে; আশপাশের কিছু গরু ব্যবসায়ীও আসবার ইচ্ছে রাখে, তবে এখনও তোড়জোর শুরু

করেনি।

প্রথমে এসেছে আউট-লয়েরা। ক্যানাডিয়ান নদীর উত্তরে নো ম্যান-স্ ল্যাণ্ড, আইনের শাসন নেই ওখানে, জোর যার মুল্লুক তার। এর পুবে ইণ্ডিয়ানদের বাস। সুস্থ মাথায় কোন মানুষ যায় না ওদিকে, আর গেলেও তার কবুর তৈরি রাখে সর্বদা। পালো ড্যুরো আর ইয়েলো হাউসের মত আরও ক্যানিয়ন আছে এদিকে, তবে মূলত এটা পাথুরে এলাকা, হদিস জানা না থাকলে পানি পাবার সম্ভাবনা নেই বললে হয়।

মোষেরা চেনে। কেবল ঝরনা আর নালা-নর্দমা নয়, ভারি বৃষ্টিপাত হলে যেসব গর্তে কয়েক হপ্তা পর্যন্ত পানি জমে থাকে, সেগুলোও চেনে ওরা। তবে বেশির ভাগ সময়ে দিন কয়েকের মধ্যে শুকিয়ে যায় ওইসব জলাশয়, ত. মোষের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পানির খোঁজ পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার।

জীবনে কোনদিন কোনকিছু সহজে পাইনি আমি, পাব এ আশাও করি না। দীর্ঘ ধূলিধূসর রাস্তাই আমার ঠিকানা; কখনও সেই রাস্তা আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত, আবার কখনও-বা বরফশীতল। গেল কয়েক বছরে কটা রাত ছাতের নিচে ঘুমিয়েছি আমি তা বোধহয় কর গুনে বলতে পারব।

মাঝে মাঝে হয় এমন, একরকম বিনা চেষ্টাতে আউট-ল হিসেবে নাম কিনে ফেলে মানুষ—আর আমি, বাস্তবিক, কোন চেষ্টাই করিনি। অবশ্য এ নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই কোন। আমরা কিঞ্চ মাউন্টিনের ওসমানরা সবাই ভালমানুষ, আমার বিশ্বাস, তবে কাম্বারল্যাণ্ডস কিংবা সমভূমিতে যেসব ওসমান থাকে তাদের তুলনায়

খানিকটা গরীব এবং রগচটা।

ঊষর মাটিতে আমাদের জন্ম, শস্যের চেয়ে বংশবৃদ্ধিতে বেশি পটু, তবে পাশাপাশি আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল, আর তখনকার দিনে একজন মানুষের মর্যাদা রক্ষিত হত বন্দুকের জোরে। এটা ন্যায়সঙ্গত তা বলছি না, বলছি এরকমই ছিল তখনকার রীতি। অর্থাৎ, টেনেসির ওসমানরাই শুধু দাঙ্গাবাজ মানুষ এমন ভাবলে ভুল হবে; পশ্চিম তো বটেই, সারা আমেরিকা এবং এমনকি ইউরোপেও তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজেদের বিবাদ মেটাত মানুষ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অ্যানড্রু জ্যাকসন। তিনি নিজেও বহু গান ফাইটে অংশ নেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন চার্লস ডিকিনসন নামের এক লোককে। বেন্টন ভাইদের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর কাঁধে চোট লাগে। শোনা যায়, একশ তিনটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কখনও নিজে লড়েছেন, কখনও-বা মধ্যস্থতা করেছেন এ ব্যাপারে।

অ্যানড্রু জনসনের মত আরও আছে এরকম। লোকলজ্জার ভয়ে লড়াই এড়িয়ে গেছে এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম। নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য লড়াই করার প্রয়োজন ছিল অথচ করেনি, এধরনের লোককে ঘৃণার চোখে দেখা হত তখনকার সমাজে।

কিন্তু নিজের বা অন্য কারো সম্মান বাঁচাতে লড়াই করেছি এ দাবি আমি করতে পারব না। যৌবনে পা দিয়েই পশ্চিমে পাড়ি জমাতে হয়েছে আমাকে—বাঁচার তাগিদে। দেশে দারুণ অভাব ছিল, আমি চলে আসায় তবু একজনের খোরাক বেঁচেছে। হিগিন্স-দের সঙ্গে ঘরোয়া বিবাদের কথা বাদ দিলে, আজ অবধি যেসব লড়াই করেছি তার বেশির ভাগ রুক্ষ, কঠিনপ্রকৃতির লোকদের

বিরুদ্ধে—যারা আমার নিয়মে জীবনযাপন করত।

আমার চারপাশে এখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল। কোন গাছ নেই, ঝোপঝাড় নেই, শুধু ধূলিমলিন জংলাঘাস, আর মাথার ওপর সীমাহীন নীল আকাশ।

তোবড়ান টুপিটা নামিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম আমি। জমকাল টুপি ওটা কস্মিনকালেও ছিল না, তার ওপর মারা যাবার আগে এক কিওয়া যোদ্ধা এর চূড়ায় বুলেটের গর্ত খুঁড়ে দফারফা করে দিয়েছে।

টুপিটার দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। প্রতিটা মানুষের জীবনে কিছু না কিছু মূল্যবান জিনিস থাকা দরকার। দরজির দোকানে তৈরি একটা স্যুটের প্রতি আমার লোভ চিরকালের, কিন্তু আজও তা কেনার সামর্থ্য হয়নি, এমনকি একটা ভাল স্যাডল পর্যন্ত নেই আমার। জুয়ায় সৌভাগ্য কিংবা পশ্চিমে কোন সোনার খনি না পেলে মানুষের পক্ষে বড়লোক হওয়া কঠিন। কোন কোন লোকের জন্মই হয়েছে বুঝি টাকা উপায়ের জন্য। আমি বোধহয় সেরকম কপাল করে আসিনি।

তবে এখন যে ঘোড়ায় চেপে রয়েছি সেটা বেশ ভাল জাতের। সম্ভবত আমার জীবনের সেরা। ওই বুড়োর কাছে এজন্য আমি ঋণী। ওর মাঝে এমন কিছু ছিল যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বড় কঠিন লোক বুড়ো, জীবনে বহু ঘাটের পানি খেয়েছে। আমি পিস্তল বের করার চেষ্টা করলে বাফেলো গান দিয়ে আমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারত ও; কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছি বুঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ, ওয়াগনটা চোখে পড়ল আমার।

অনেকক্ষণ ধরে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল একটা আনত সাদা মেঘ চাপ বেঁধে আছে। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম ওটা যেন কোন ঝোড়ো মেঘ না হয়। প্রেইরির বজ্রবৃষ্টি বড় মারাত্মক, চোখ ধাঁধান গতিতে ছুটে আসে। খোলা জায়গায় কোন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে প্রকৃতিগত কারণেই বাজের শিকার হয় সে, আর তার সঙ্গে পিস্তল আর রাইফেল থাকলে আরও সর্বনাশ।

খানিকদূর এগোবার পর বুঝতে পারলাম ওটা মেঘ নয়, ওয়াগনের ছাত, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে।

মাইলখানেক দূরে রয়েছে ও, তবে ওটা যে একটা মেয়ে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার বিচলিত হবার কারণ মেয়েটি একা—আর কারোকে দেখা যাচ্ছে না কাছেপিঠে, মোটবাহী কোন পশু নেই—ঘোড়া, খচ্চর, বা ষাঁড় কিচ্ছু না। এটাই আরও উদ্বিগ্ন করে তুলল আমাকে। ঘেসোজমিতে বিপদে পড়লে একটা ঘোড়ার জন্য যেকোন কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারে মানুষ, আর আমার ঘোড়াটা তেজী। তাই সরাসরি ওয়াগনের দিকে এগোলাম না আমি, অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরে রওনা হলাম।

মেয়েটা হাত নেড়ে ডাকল আমাকে, কিন্তু আমি পালটা হাত নেড়ে পাশ কাটালাম, চোখের কোণে লক্ষ্য করছি ওকে, হাত রাই-ফেলের ওপর। মাঝে মাঝে আড়চোখে মাটির দিকে তাকাচ্ছি, বোঝার চেষ্টা করছি কোত্থেকে এসেছে ওয়াগনটা, যেসব ঘোড়া বা ষাঁড় এখানে টেনে এনেছে ওটা সেগুলোর কি হয়েছে।

ঘোড়া···ওই ওয়াগন টানতে পারে এরকম ছয়টা তাগড়া ঘোড়া আর দুটো স্যাডল হর্স নিয়ে চলে গেছে একজন লোক।

ঘোরাপথে, ওয়াগনের ট্র্যাকগুলোর কাছে চলে এলাম আমি। এখন যেখানে ওয়াগনটা থেমে আছে এ পথে সেখানে গেছে ওটা। দেখেই বুঝলাম মাটিতে গভীরভাবে বসে গেছে চাকার দাগ···এর অর্থ ওয়াগনটা ভারি, ভীষণ ভারি।

ঠিক ওই সময় ভুল করল লোকটা, নড়ে উঠল। প্রেইরিতে মাটির সাথে মিশে নিঃসাড়ে কেউ পড়ে থাকলে ধরা মুশকিল, কিন্তু নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের ঢালে গর্তমত একটা জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ও, আমাকে নাগালের ভেতর পেলে মেরে আমার ঘোড়াটা ছিনিয়ে নেবে।

প্রায় তিনশ গজ দূরে রাশ টেনে উইনচেস্টারখানা বের করলাম আমি। তারপর আবার চক্কর দিতে শুরু করলাম, আর নিশানা স্থির করতে গিয়ে ওকেও সমান তালে ঘুরতে হল আমার সঙ্গে। যখন পুরো একটা চক্কর শেষ করলাম এবং ও বুঝতে পারল ওকে বোকা বানিয়েছি আমি তখন হাল ছেড়ে দিল।

লোকটা বেশ চতুর, নিশ্চিত না হয়ে গুলি করার বান্দা নয়। কিন্তু আমি অনবরত ঘুরছি বলে স্থিরনিশানা করা সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে। এই দূরত্বে আমাকে যদি আহত করতেও পারে, পালিয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে আমার; আর যদি পড়ে যাই, ঘোড়াটা ভয়ে চম্পট দেবে সে সম্ভাবনাই বেশি। ঘুরছি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে-কোন সময় রাইফেল ব্যবহার করতে পারব, আর লোকটাকেও চালাতে পারছি আমার মর্জিমাফিক।

সঙ্গিনীকে কিছু বলল ও, এতদূর থেকে বুঝতে পারলাম না আমি, তারপর উঠে দাঁড়াল, দুটো হাতই খালি। খানিকটা এগিয়ে গেলাম আমি, সতর্ক নজর রেখেছি দুজনের ওপর। পিস্তল আছে লোকটার

কাছে, আর মেয়েটা যেভাবে তার স্কার্টের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে একটা হাত তাতে গতিক সুবিধের মনে হল না আমার। ওদের যে-কেউ কিংবা দুজনেই আমার ওপর চোরাগোপ্তা আঘাত হানবার চেষ্টা করতে পারে। মনে হচ্ছে আমি যেন সাপের গর্তে পা দিয়েছি।

পঞ্চাশ গজ দূরে আরও একবার রাশ টানলাম, ধীরে-সুস্থে জরিপ করলাম দুজনকে। পিস্তলের ঢঙে ডান হাতে ধরে রেখেছি রাইফেল, এভাবে গুলি ছুঁড়ে আমি অভ্যস্ত। 'পিস্তল ফেলে দাও,' বললাম লোকটাকে। 'আর তোমার সঙ্গিনীকেও বল তার-টা ফেলে দিতে, নাহলে তোমাদের দুজনকেই গুলি করব আমি।'

'মেয়েলোককে মারবে ?'

'আমার দিকে পিস্তল তাক করলে নিশ্চয় মারব,' জবাব দিলাম। 'আজকের সূর্যাস্ত যদি দেখার ইচ্ছে থাকে, ওকে ওটা ফেলে দিতে বল, মিস্টার।'

গানবেল্ট খুলে ফেলল লোকটা, ছেড়ে দিল হাত থেকে। ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে কম্বল বিছান ছিল একটা, মেয়েটা সেখানে হেঁটে গিয়ে তার পিস্তলটা ফেলে দিল। এবার ওদের কাছে গেলাম আমি, দৃষ্টি সজাগ, কুগার যেমন র‍্যাটল সাপের ওপর নজর রাখে তেমনি-ভাবে লক্ষ্য করছি ওদের।

লোকটার বয়েস কম, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। একহারা, দড়ির মত পাকান শরীর। পরনে শহুরে কাপড়, তবে এখন ধুলোবালু লেগে আছে। মুখখানা শিশুসুলভ কমনীয়তায় ভরা, কিন্তু খুব কাছে থেকে দেখলে বোঝা যায় ওর চোখ দুটো নিষ্ঠুর।

অনুমান করলাম মেয়েটার বয়েস আঠারর বেশি হবে না, সারা দেহজুড়ে টাট্টু ঘোড়ার মতই চাকচিক্য। যথেষ্ট মিল রয়েছে দুজনের

চেহারায়।

ওরা এখন একদৃষ্টে মাপছে আমাকে। বুঝলাম আমার চেহারা, বেশভূষা দেখে কি ভাবছে দুজন। আমার চোয়াল চৌকো এবং ভোঁতা, নাকের বাঁশি কয়েক জায়গায় ভাঙা। দুশ পনের পাউণ্ড ওজনের বেশিটাই রয়েছে বুক আর কাঁধে। রাইডারদের যেমন হয়, আমার কোমর সরু, বুকের ছাতি পঞ্চাশ ইঞ্চি। হাতের পেশী আর ঘাড়ের ঘের সতের ইঞ্চি করে। হাতের পাঞ্জা চওড়া এবং শক্ত, বড় বড় ষাঁড়, বুনো মাস্ট্যাং আর রুক্ষ লোকজনের সঙ্গে কুস্তি লড়লে যা হয়।

আমার গায়ের পশমি জামাটার রঙ কোন এককালে লাল ছিল, কিন্তু এখন ঘলে গেছে, ভেস্টটা সাদা-কাল গরুর চামড়ার। আমার পরনে বা সঙ্গে এমন কিছু নেই যা নতুন। সাজসরঞ্জাম সবই পুরান, জরাজীর্ণ, আমার চেহারাও অনেকটা তেমনি। রোদেপোড়া তামাটে মুখভর্তি বহুকালের না কামান দাড়ির জঙ্গল, চোখ সবুজ, আদপে যতটা নয়, তামাটে গায়ের রঙের পটভূমিতে তার চাইতে সবুজ দেখায়।

চমৎকার চালু একটা উইনচেস্টার আর হাড়ের বাঁট লাগান এক জোড়া সিক্স-গুটার রয়েছে আমার, তবে এ মুহূর্তে কেবল একটা ঝুলিয়েছি কোমরে। এছাড়া, সেপ্টে গোঁজা আছে বউই আর ঘাড়ের পেছনে একটা থ্রোয়িং নাইফ—দুটোরই নির্মাতা স্বনামখ্যাত টিংকার।

বুঝতে পারছি সামনের লোক দুজন নেহাত আনাড়ি কিংবা গরীব নয়। ওয়াগনটায় দীর্ঘ পথ চলার চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না মাত্র অল্প কদিন আগে একেবারে নতুন ছিল ওটা। যাত্রীদের

পোশাক-আশাকও বেশ দামী।

স্যাডলহর্নের ওপর এক হাঁটু তুলে দিয়ে সিগারেট বানাতে শুরু করলাম আমি, রাইফেলটা নির্দোষভাবে ফেলে রেখেছি কোলের ওপর, তবে নল নিশানা বরাবর স্থির।

'কোথায় যাচ্ছ,' জিজ্ঞেস করলাম ওদের, 'নাকি এ জায়গাই পছন্দ?'

'দুঃখিত,' জবাব দিল লোকটা, 'তোমাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম।'

'এবং ভুল লোকের সাথে চলছিলে। মানে যে লোক তোমাদের ঘোড়া নিয়ে গেছে।'

'তুমি কিভাবে জানলে?'

'কেন, খুব সহজ। নিশ্চয় ওয়াগনটা তোমরা নিজেরা টেনে আননি অ্যাদ্দূর, অথচ এখন তোমাদের কাছে একটা ঘোড়াও নেই।'

'ইণ্ডিয়ানরাও তো লুট করে থাকতে পারে।'

'মনে হয় না। সেক্ষেত্রে ওরা তোমাদেরকেও মেরে ফেলত। উঁহু, এটা তোমাদের দলের কারো কাজ, এমন কেউ যে তোমাদের এই বিরান দেশে অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে চেয়েছে। তাই এখন আমাকে মেরে আমার ঘোড়াটা নিতে চাইছ।'

'আমরা তোমাকে ইণ্ডিয়ান ভেবেছিলাম,' এতক্ষণে মুখ খুলল মেয়েটা।

ডাঁহা মিথ্যা, এক মাইল দূর থেকেও যে-কেউ বুঝতে পারবে আমি ইণ্ডিয়ান নই; তবে আমার উতলা হবার কারণ শুধু মিথ্যাচার নয়, একজন অচেনা লোককে যেভাবে ওরা হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমার কাছে কোনরকম

সাহায্য চায়নি ওরা, স্রেফ খুন করার মতলব এঁটেছিল। পাহাড়ের ঢালে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল ওই লোক। মেয়েটার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে আমি যদি সরাসরি ওয়াগনের কাছে যেতাম, আমাকে মেরে আমার ঘোড়া নিয়ে চলে যেত ওরা।

ক্লান্ত লাগছিল ভীষণ, তবু কৌতূহল বোধ করলাম। কেন এখানে এসেছে ওরা? ওদের পরিচয় কি? কোত্থেকে আসছে? যাচ্ছিল কোথায়? কেন এভাবে ওদের ফেলে গেল সঙ্গের লোকটা?

শেষ প্রশ্নটার জবাব সোজা, সামান্য মাথা ঘামালেই মেলে। হয় ওদের ভয় পায় সে, নয়ত ওয়াগনে যা আছে সেটা চায়। যদি শেষের সম্ভাবনাটা সত্যি হয়, তাহলে তা পাবার সহজতম উপায় হচ্ছে ঘোড়া কেড়ে নিয়ে ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। ভয়ঙ্কর এক জায়গায় এসেছে ওরা এই বাস্তব ঘটনাটা শেষের তত্ত্বটিকে সমর্থন করে। কারণ এই বিপদসংকুল এলাকায় সুস্থ মাথায় কোন মানুষ পারতপক্ষে আসে না, আর এলেও ওয়াগন আনবে না সাথে।

'এস, কিছু খাবে,' আমন্ত্রণ জানাল লোকটা। 'আমাদের কফি তৈরি।'

'মন্দ না,' বলে মাটিতে নামলাম আমি, ঘোড়াটা ওদের আর আমার মাঝখানে রাখলাম। 'একেবারে খরা অঞ্চল এটা।'

আমার মন্তব্যে ওদের কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ফলে আরও দৃঢ় হল আমার সন্দেহ, কি বিপদে পড়েছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন ধারণা নেই ওদের। কাছেপিঠে জলাশয় নেই কোথাও। ওদের ওয়াগনের সাথে ছটা পিপে ঝুলছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ওগুলোতে বেশি হলে অর্ধেক পানি রয়েছে, অথচ সবচেয়ে কাছের জলাশয় যেটা—যদি সত্যি সত্যি পানি থাকে সেখানে—সেটাও কমপক্ষে

চল্লিশ মাইল দূরে হবে।

'আচ্ছা গ্যাঁড়াকলে পড়েছ তোমরা,' বললাম আমি। 'খোদার দয়া না হলে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না এখান থেকে।'

দুজনেই তাকাল আমার দিকে, শূন্য দৃষ্টি, যেন আমাকে বোঝার চেষ্টা করছে। 'মানে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'আমি যদ্দূর জানি চল্লিশ মাইলের মধ্যে কোথাও পানি পাবে না। এরপরও যে পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। বছরের অধিকাংশ সময় শুকন থাকে ওই ওঅটর হোল। ওখানে না পেলে আরও বিশ মাইল যেতে হবে। এত ভারি ওয়াগন টানতে পারবে না তোমরা, আর পারলেও বেশ কয়েকদিন লাগবে পৌঁছাতে। তোমরা ভুল রাস্তায় এসেছ।'

'এটাই সহজ রাস্তা, তাড়াতাড়ি পৌঁছান যাবে।'

'কথাটা যে-ই বলে থাকুক, তোমাদের বন্ধু না সে। এ পথে মাত্র একটা জায়গাতে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়—নরকে।'

চোখ কুঁচকে ওরা তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'হেঁটে রওনা দাও,' পরামর্শ দিলাম আমি। 'কপাল ভাল হলে বাঁচলেও বাঁচতে পার।'

'তোমার ঘোড়া আছে।' ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমাকে মাপল লোকটা। 'আমি আর আমার বোন অনায়াসে চড়তে পারব একসঙ্গে।'

জীবনে অনেক নীচ, স্বার্থপর লোক আমি দেখেছি, কিন্তু এদের মত এত বিবেকহীন আর কখনও দেখিনি। চরম বিপদে পড়েছে, অথচ কোনরকম বিকার নেই। দুটো অর্থ হতে পারে এর। এই বিপদের চেহারা কেমন তা জানে না ওরা, কিংবা ওদের আত্মবিশ্বাস প্রবল।

'আমার ঘোড়াটা তুমি এখনও পাওনি, অ্যামিগো,' বললাম।

'পাবেও না। আর পেলেও লাভ নেই। কোন্ পথে যেতে হবে তুমি জান না। জানলে কখনই আসতে না এখানে।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। আমার কথা বিশ্বাস হয়নি ওদের, আমার ঘোড়াটা বাগাতে চাইছে।

'একটা সুবিধা অবশ্য পেতে পার,' যোগ করলাম আমি। 'আমি গিয়ে ঘোড়াসহ পাঠিয়ে দেব কারোকে। তবে কথা দিচ্ছি না কারণ এখানে কেউ আসতে রাজি হবে কিনা আমার সন্দেহ।

'এটা কোম্যাঞ্চি এলাকা,' বলে চললাম আমি। 'উত্তরে কিওয়াদের বাস, পশ্চিম আর দক্ষিণে অ্যাপাচি। ফলে কেউ আসতে চায় না।'

আচমকা ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। কোনকিছু ঘটবার বা কারো জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, তাই ওদের কোন তাড়া নেই। ওরা জানে একটা কিছু ঘটবে। এতক্ষণ যা বলেছি আমি তার কিছুই প্রভাবিত করতে পারেনি ওদের। ওরা স্রেফ অপেক্ষা করছে।

প্রায় পড়ে এসেছে বেলা, আর কয়েক ঘণ্টা পর আঁধার ঘনাবে। তবে কি ধারেকাছে লুকিয়ে আছে কেউ? এমন কেউ যাকে আমি দেখতে পাইনি বা যার গলা শুনিনি?

সহসা ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত গুটিপায়ে উঠে এল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে কেউ একজন, নজর রাখছে আমার ওপর।

'তোমাদের জন্য সবচেয়ে কাছে হবে বরেগোস প্লায়া,' বললাম আমি। 'অথবা এখান থেকে পশ্চিমে, ফোর্ট ব্যাসকম।' দ্রুতগতিতে কাজ করছে আমার মাথা, বোঝার চেষ্টা করছি কোন্ দিক থেকে

আসবে বিপদ।

ওরা পুবের লোক, তবে একেবারে আনাড়ি নয়। পশ্চিম সম্পর্কে বেশিকিছু না জানলেও ওদের নিজস্ব একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে ···ভাই, বোন দুজনেই বরফের মত শক্ত এবং নির্দয়। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস সামান্যতম সন্দেহে খুন করতে এরা পিছপা হবে না।

এ পর্যন্ত যেসব লোকের সঙ্গে আমি মিশেছি বা চলাফেরা করেছি তারা সবাই ছিল কঠিন মানুষ। কলহপ্রিয়, লড়াকু মানুষ। অক্লান্ত পরিশ্রমী, বেহেড মাতাল এমন লোকদের সাথেও পরিচয় হয়েছে আমার। তবে ওরা লড়াই করেছে ক্রোধের বশে অথবা কারো টাকা খেয়ে; যখন হত্যা করেছে কারোকে সেটাও রাগের মাথায় কিংবা টাকার জন্য নয়ত, অনেকসময়, ভুলবশত। কিন্তু ওদের কেউই এ দুজনের মত নিষ্ঠুর খুনী ছিল না।

মেয়েটা একটা কাপে কফি ঢেলেছে আমার জন্য। একবার ভাব-লাম জিনের পেটি ঢিলে করে দিই, কিন্তু তা করলাম না। কেন যেন মনে হচ্ছে আমাকে আচমকা বিদায় নিতে হবে এখান থেকে, পেটি বাঁধার ফুরসত পাব না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর কাছে হেঁটে গেলাম আমি। যে জায়গায় ওদের একজন লোক লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ করছি, তার আর আমার মাঝখানে দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করছি ঘোড়াটাকে। থমকে দাঁড়ালাম আগুনের কাছাকাছি এসে, গোড়ালির ওপর বসে ঝট করে তাকালাম লোকটা যেদিকে আছে বলে আমার ধারণা সেদিকে। আচমকা চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল, চোরাদৃষ্টিতে দেখলাম মেয়েটা কিছু একটা চালান করল তার স্কার্টের পকেটে।

এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি। জীবনে কারোকে অন্ধের মত

বিশ্বাস করি না আমি। আমার যেখানে জন্ম, টেনেসির পাহাড়ে, সেখানে ছেলেবেলায় আমাদের একটা প্রিয় খেলা ছিল লুকোচুরি। এটা এমন এক খেলা যাতে মানুষ তার আপন ভাইকেও বিশ্বাস পায় না। দিনের শেষে ক্যাম্পফায়ারের আগুন পোয়াতে পোয়াতে আমরা আলোচনা করতাম সেদিনকার খেলায় কে জিতল। একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এই লুকোচুরি খেলার: মানুষকে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে।

তাই মদির চোখের মেয়েটা যখন আমার হাতে কফির কাপ তুলে দিল তখন চুমুক দেয়ার ভীষণ ইচ্ছে জাগলেও একটু দোটানায় পড়-লাম আমি, ভয় হল এটা আমার জীবনের শেষ কফি খাওয়া হতে পারে। ফলে ধরে রইলাম কাপটা, ভাবলাম কোনরকম সন্দেহ না জাগিয়ে কিভাবে বিরত থাকা যায় পান করা থেকে।

ছোটবেলায় এক বুড়োকে চিনতাম আমি, কথার খই ফুটত মুখে। এমনভাবে কথা বলত সে যে তার আশপাশের অন্য কেউ কিছু বলার সুযোগ পেত না; মানুষ যেভাবে রোদে শুকাবার জন্য ভেজা খড় নেড়ে দেয় বাড়ির উঠনে ঠিক তেমনি অনায়াসে শব্দের জাল বুনতে পারত ওই বুড়ো। আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম ক্লিফ মাউন্টিনের সেই বুড়োর মত অনর্গল কথা বলে এই দুভাই-বোনের মনোযোগ অন্য-দিকে সরিয়ে রাখব।

'তোমাদের যখন দেখলাম প্রথম হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম আমি, আমার ওই সঙ্গীর সাথে কথা বলে বলে বিরক্ত ধরে গিয়েছিল। তুমি কখনও কথা বলনি ঘোড়ার সাথে? ম্যাম, তুমি তাহলে একলা পথ চলনি জীবনে। কেন, আমি তো মনে করি এ দেশে কোথায় কি আছে না আছে একজন মানুষের চেয়ে এখানকার একটা ঘোড়া অনেক

বেশি জানে। পশ্চিমে সবাই তার ঘোড়ার সাথে কথা বলে। এরকম সময় আসে যখন হপ্তার পর হপ্তা কেটে যায়, অথচ মানুষ পাওয়া যায় না একজন কথা বলার।

'এ জায়গার কথাই ধর। একনাগাড়ে কয়েক দিন রাস্তায় আছ, কিন্তু মাটিতে একটা ট্র্যাক পর্যন্ত চোখে পড়বে না তোমার, মানুষ বা ঘোড়া কোন ছার মাঝে-সাঝে গোটা দুয়েক অ্যান্টিলোপ বা মোষের পাল দেখতে পাবে, তবে ওদের সংখ্যাও এখন কমে এসেছে। আবার এমন হতে পারে, সারা পথে দূরের মেঘ আর বাজপাখি ছাড়া অন্য-কিছু দেখতেই পেলে না।

'যেমন ভাবছ, এখানে পথ চলা কিন্তু মোটেও ততখানি সহজ না। তোমাদের ব্যাপারটাই ধরা যাক। পশ্চিমে যাবে, কি আছে ওখানে? তিন-চারশ ফুট গভীর ক্যানিয়ন। এখানে একসময় আগ্নেয়গিরি ছিল, লাভা জমে জমে শক্ত হয়ে এ অবস্থায় এসেছে। ফলে যেখানে মাটি ধসে গেছে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে চারশ থেকে পনেরশ ফুট অবধি গভীর একেকটা খাদ, তারপর খাড়া ঢাল নেমে গেছে একে-বারে নিচে। মাইলের পর মাইল চলে যাবে, কিন্তু ক্যানিয়নের নিচে নামা বা ওপরে ওঠার জায়গা পাবে না খুঁজে।

'চূড়ায় না ওঠা পর্যন্ত ওইসব ক্যানিয়নের আসল চেহারা বোঝার উপায় নেই। কোম্যাঞ্চিরা দল বেঁধে অপেক্ষা করে ওখানে, ম্যাস্তা-কে থেকে কোম্যাঞ্চেরোরা আসে ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে। আমি একবার এরকম একটা ইন্ডিয়ান ক্যাম্প দেখেছি, প্রায় সাত-আটশ ঘোড়া ছিল—ভাল জাতের, বেশির ভাগই।'

ভাই-বোন দুজনে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমি কফি কাপ ধরে আছি হাতে, মাঝে মাঝে মুখের কাছে এনেও থেমে

যাচ্ছি কথার তোড়ে।

'এবার ইন্ডিয়ানদের কথা ধর। তোমাদের চারপাশে আছে ওরা, টের পাবার আগেই দেখবে ঘিরে ফেলেছে। আর যদি বুঝতে পারে তোমাদের মধ্যে একজন মেয়ে আছে—নির্ঘাত আক্রমণ করবে।

'এমন জায়গায় আছ তোমরা, ইচ্ছে করলে একটা কোম্যাঞ্চি ছোকরাও গুলি করে মারতে পারবে তোমাদের। মরার সময় তোমরা জানতেও পারবে না কে মারল। সেজন্যই বলছি, বাইরের সাহায্য ছাড়া বাঁচার কোন আশা নেই তোমাদের।

'আমার ঘোড়ার ওপর ভরসা করছ? অর্ধেক পথও তোমাদের দুজনকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ও। তাছাড়া, ওয়াগন ফেলে রেখে যেতে হবে এখানে। যেরকম ভারি, কমপক্ষে ছয়টা ষাঁড় লাগবে টানতে।'

'ওয়াগনটা তোমার ভারি মনে হচ্ছে কেন?'

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসলাম আমি, কাপের মাথা দিয়ে আমার টুপিটা সামান্য পেছনে ঠেলে দিলাম। 'কেন, চাকার দাগ দেখে। যেরকম বসে গেছে মাটিতে, যে-কেউ বুঝতে পারবে। আরেকটা কথা, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমরা কোথায় আছ ইন্ডিয়ানরা জানে, ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে তোমাদের।'

'অসম্ভব,' মেয়েটা বলল। 'ওরা যদি জানত আমরা কোথায় আছি, আর আক্রমণ করতে চাইত—বহু আগেই করতে পারত।'

মুচকি হাসলাম। 'তোমরা তাই ভাবছ, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা না। ইন্ডিয়ানদের কথা যদি বল, ওরা জানে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। জানে, সামনের ওই ক্যানিয়নটা কোথায়, ওখানে গিয়ে কি করতে বাধ্য হবে তোমরা। ফলে না জেনেশুনে তোমরা ওদের

ফাঁদে পা দেবে। আমার বিশ্বাস সামনে কোথাও ক্যাম্প করেছে ওরা, যখন বুঝতে পারবে তোমরা ওদের বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছ, আক্রমণ করতে বেশিদূর যেতে হবে না ওদের, এগিয়ে এসে কেড়ে নেবে তোমাদের সব মালসামান…'

হঠাৎ কথা থামিয়ে আমার কফির দিকে তাকালাম আমি। 'ধেত্তেরি,' বললাম বেজারমুখে, 'বকবক করে কফিটা ঠাণ্ডা করে ফেলেছি।'

মাটিতে ঢেলে ফেললাম ওই কফি, কাপ নামিয়ে রেখে গরম কেতলিটা তুলে নিলাম বাঁ হাত দিয়ে। অন্য হাতে এখনও ধরে আছি উইনচেস্টার। কাপের এক-তৃতীয়াংশ ভরে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম একটু, তারপর ওটাও ফেলে দিলাম। 'কাপ গরম করছি,' বললাম আমি। 'ঠাণ্ডা কাপের কফি আমার একদম সহ্য হয় না।' এরপর গরম কফি ঢেলে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে যোগ করলাম, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন?'

দেখার মত হয়েছে ওদের মুখের অবস্থা। বুঝতে পারছে না আমি ওদের চেয়ে চালাক, নাকি নিরেট বোকা। ভাইটা অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, আর ওর বোন এত খেপে উঠেছে যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। খানিকটা গরম কফি গলায় ঢাললাম আমি, বেশ সুস্বাদু—একধরনের মশলার গন্ধ আছে, নিউ অরলিন্সে যেমন বানায়।

নিরুদ্বিগ্নে আমি কফি খাচ্ছি বসে, পাত্তা দিচ্ছি না সামনের ওই দুই ভাই-বোনকে। পশ্চিমের যে অংশে ক্যানিয়নটা আছে চোখের কোণে দেখতে পাচ্ছি সেটা, যেকোন ধরনের নড়াচড়া বা তৎপরতা দেখার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম রাস্তা আর হয় না। ঘোড়াটাও দৃষ্টি-

সীমার ভেতরে আছে। ওয়াগনের ছাতে ছায়া ঘনাচ্ছে এমন সময় আচমকা কান খাড়া করল আমার মাস্ট্যাং। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে কাপ নামিয়ে রাখলাম আমি।

যেকোন বুনো পশুর মতই ওই মাস্ট্যাংও নড়াচড়ার আভাস পাবে আগেভাগে। অধিকাংশ ঘোড়ার চোখ-কান প্রখর হয়, তবে বিপদের পূর্বাভাস দেবার ব্যাপারে বুনো ঘোড়ার কোন জুড়ি নেই। ওর কান আমাকে হুঁশিয়ার করে দিল, যে লোক এতক্ষণ লুকিয়েছিল ওখানে, এবার সে চলতে শুরু করেছে।

জানি, তাড়াহুড়ো করা চলবে না এখন। লড়াই এড়াতে চাইছি আমি, কিন্তু আমার মাঝে কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলে সেটাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। এই লোকগুলোকে কিছু বুঝতে দিতে চাই না আমি, চাই না ওরা আমাকে খুন করার সুযোগ পাক।

ওপাশের ঘেসোজমিতে বিশেষ আড়াল নেই, ঘাসও খুব কম, তবু আমি পালাবার চেষ্টা করলে অ্যামবুশের শিকার হতে পারি। সবচেয়ে ভাল হয় সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করতে পারলে…যদিও যত বেশি সময় এখানে থাকব ততই বাড়বে আমার ঝুঁকি—আঁধারে নড়াচড়ার স্বাধীনতা পাবে ওরা।

আগুনের একপাশে বসেছিল ভাই-বোন। উইনচেস্টারটা ভালমত বাগিয়ে ধরে ভাইটার দিকে তাকালাম আমি। বললাম, 'তোমরা বাঁচতে চাইলে তোমাদের ওই সঙ্গীকে বল মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসতে।'

আমার কথায় একটু ভড়কে গেল ওরা। চমকে উঠে তাকাল আমার দিকে, আমি উইনচেস্টারের হ্যামার পেছনে টানলাম।

সাদা হয়ে গেল যুবকের মুখ, ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'কি বলছ

তুমি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি শুধু ওকে বেরিয়ে আসতে বল। ত্রিশ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, কথা না শুনলে তোমার লাশ ফেলে দেব।'

আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইল না ও, তারপর যখন বুঝল করাই মঙ্গল তখনও গড়িমসি করল।

'প্রথমে তুমি মরবে,' বললাম আমি, 'তারপর তোমার বোন আর ওই লোক। আর দশ সেকেণ্ড, তারপর কিন্তু…'

ট্রিগারের ওপর চেপে বসল আমার আঙুল।

দুই

'অ্যানড্রু,' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, 'হাত তুলে বেরিয়ে এস তুমি।'

'সিলভি,' প্রতিবাদ করল ওর ভাই, 'ও গুলি করবে না, সাহস পাবে না করতে।'

'করবে!' মুখ ঝামটা মারল সিলভি। 'পয়লা চোটেই ও তোমাকে খুন করবে, র‍্যালফ। তারপর বোধহয় আমাকেও।'

অন্ধকারের ভেতর খসখস শব্দ হল একটা, তারপর নাছসনুছস, বোকাটে চেহারার এক ছোকরা এগিয়ে এল আমাদের পানে। ওর বয়েস বড়জোর ষোল কি সতের হবে, কিন্তু হাতের রাইফেলটা প্রাপ্তবয়স্কদের।

'নামিয়ে রাখ ওটা,' ওকে বললাম আমি, তবে পাছে আচমকা গুলি করার চেষ্টা করে এই আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র ঢিল দিলাম না আমার সতর্কতায়। ছোকরা তাকাল আমার দিকে, তারপর সিলভির দিকে সরে গেল ওর চোখ…মেয়েটার দিকে, ওর ভাইয়ের দিকে নয়।

'ও যা বলছে কর, অ্যানড্রু।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও, রাইফেলটা নামিয়ে রাখল অ্যানড্রু, তারপর ঝট করে বসে পড়ল জোড়াসনে।

'আগেই বলেছি ঝামেলা চাই না আমি, কিন্তু বাধ্য হলে তাও করব। তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ, আস্তে চল। এখানকার রীতি-নীতি আলাদা, এমন লোক আছে যারা গুলি করবে প্রথমে, তারপর যদি কিছু জানবার থাকে জিজ্ঞেস করবে।

'তোমরা আমাকে গুলি করার চেষ্টা কর না, আমি দেখি তোমাদের উদ্ধার করতে পারি কিনা।'

'করে তোমার লাভ?' জানতে চাইল র‍্যালফ।

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলাম না আমি। ঠিকই তো, কেন ওদের ফেলে রেখে চলে যাব না যেখানে ধুঁকে-ধুঁকে কিংবা ইণ্ডিয়ানদের হাতে মৃত্যুই ওদের প্রাপ্য? 'বন্দুক আছে তোমাদের কাছে,' বললাম, 'আমি চাই না ওগুলো ইণ্ডিয়ানরা পাক।'

বিশ্বাস করল না ওরা। বস্তুত স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু ওদের অভিধানে নেই।

'যে দিকেই যাও, একশ মাইলের মধ্যে পাবে না কারোকে। নর্থ প্লাটে ড্রয়োতে একটা বাফেলো ক্যাম্প আছে বলে শুনেছি। আর পশ্চিমের জনবসতিগুলো প্রায় দুশ মাইলের কাছাকাছি হবে।'

অনড় হয়ে বসে আমাকে লক্ষ্য করছে ওরা, হাঁ করে শুনছে প্রতিটি

কথা।

'যে লোকই তোমাদের এনে থাকুক এখানে, ফাঁদে ফেলতেই এনেছে···তবে চেষ্টা করলে আমি হয়ত ওকে ধরে ঘোড়াগুলো পারব ফিরিয়ে আনতে।'

'ওই চোরটাকে মেরে তুমি যদি পার ওগুলো ফিরিয়ে আনতে,' র‍্যালফ বলল, 'আমি তোমাকে পঞ্চাশ ডলার পুরস্কার দেব।'

'ওই টাকার জন্যেই অনেকে হয়ত করতে চাইবে কাজটা,' মন্তব্য করলাম আমি, 'কিন্তু আমি করব না। যাই হোক, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কারোকে পাঠানর চেয়ে তোমাদের ঘোড়া উদ্ধার করা অনেক সহজ হবে।' আচমকা উঠে দাঁড়ালাম। 'লোকটাকে আমি ধরতে যাচ্ছি।'

চমকে উঠল ওরা, একলাফে উঠে দাঁড়াল সকলে, সবগুলো চোখ আমার ওপর, একটু দুর্বলতা পেলেই খুন করবে। 'রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে চেষ্টা করলেই তো হয়,' প্রস্তাব দিল সিলভি। 'অন্ধকারে খুঁজবে কিভাবে?'

এক কদম আগে বেড়ে লাগামটা হাতে নিয়ে স্যাডলের এপাশ থেকে ওদের মুখোমুখি হলাম আমি, তারপর চটজলদি ঘোড়ায় চেপে জবাব দিলাম, 'খুঁজব না। ও পানি খাওয়াতে নিয়ে যাবে ওদের। আমি পিছু নেব।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে, বেশ দূর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ক্যাম্পটাকে পাশ কাটালাম আমি, সারাক্ষণ আমার রাইফেলের আওতার মাঝে রাখলাম ওদের, তারপর গাঢ় অন্ধকারে ঢুকে চকিতে দিক্ বদলে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোলাম বেশ খানিকটা। ক্যাম্পের সঙ্গে আমার ব্যবধান যখন প্রায় মাইলখানেক দাঁড়াল তখন রাশ টেনে টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছলাম। লোকগুলো আমাকে একরকম আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল।

খানিক বিশ্রামের পর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে চললাম আমি, নক্ষত্রের অবস্থান দেখে দিকনির্ণয় করছি। ওই ঘোড়াগুলো কোথায় থাকতে পারে সে ব্যাপারে মোটামুটি একটা ধারণা আছে আমার, যদি সেখানে থাকে, তবে কোনরকম ব্যবস্থা নেবার আগে জায়গাটা একবার সরেজমিনে জরিপ করতে হবে। পেছনের ওই লোকগুলো বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না আমার, কিন্তু এরকম নির্জন প্রেইরিতে একটা মেয়েকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যেতে আমার বিবেকে বাধছে, তাছাড়া ওদের অস্ত্রশস্ত্র ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়ুক তাও চাই না আমি।

হিমেল রাত। ঘোড়াটা ক্লান্ত, তবু ওকে অবিরাম খাটাচ্ছি আমি, আর ও-ও বেশ চালু। মনে হয় আমার মত জেব্রা-ডানও ওদের পছন্দ করেনি।

মাঝে মাঝে নেমে হাঁটছি আমি, একটু দম ফেলার সুযোগ দিচ্ছি ডানকে। আজ সারা দিনে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে ও, সেই সকাল থেকে ওকে খাটিয়ে মারছি, অবশ্য এর পেছনে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই পাহাড়ি এলাকায় একটা জায়গার কথা জানি আমি···স্যান্তা ফে থেকে কোম্যাঞ্চিদের সাথে ব্যবসা করতে এসে যেসব কোম্যাঞ্চেরো ওখানে তাদের ঘোড়া-গরুকে পানি খাইয়েছে তাদেরই একজনের মুখে শুনেছি।

পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল, গজ পঞ্চাশেক চওড়া, লম্বায়ও প্রায় সমান, তলদেশে পানি, সামান্য কিছু ঘাস আর দু-একটা কটনউড আর উইলো আছে। খুব অল্প লোক জানে, তবে আমার

বিশ্বাস আমি যাকে অনুসরণ করছি সে চেনে ওই জায়গা। ওখানে পানি খাওয়াতে পারলে ঘোড়া নিয়ে উত্তরে যেতে পারবে সে, এবং আরও মাইল পনের গেলে পথের ধারে গোটা কয়েক জলাশয় পড়বে, গাছগাছালি আছে। এরপর আর কোন অসুবিধে হবে না ওর, অনায়াসে যেতে পারবে টিউল ক্রীকের দিকে, সারা রাস্তায়ই পানি পাবে কিছুদূর পরপর।

আমি যখন ওআটর হোলটার ধারে পৌছালাম তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল দিগন্তের কাছে নেমে এসেছে। হঠাৎ অদূরে কোথাও চাপাস্বরে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া, ডাল ভাঙার শব্দ হল, তারপর আবার নীরব-নিথর পরিবেশ।

ত্বরিৎ প্রতিক্রিয়া হল আমার। একটা কটনউড যেখানে ছায়া ফেলেছে মাটিতে, ঝটপট নেমে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে পড়লাম আমি, ঘোড়াটা লাগাম ছাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল একাকী।

ধীরলয়ে, পেরিয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। পানির এত কাছে এসে আর তর সইছিল না জেব্রা-ডানের, ফাটল বরাবর এগিয়ে গেল কয়েক কদম, মাথা একপাশে হেলিয়ে রেখেছে যাতে লাগামের ওপর পা না পড়ে। ঠিক এমনটা ঘটবে এটাই আশা করছিলাম আমি, এবং চাইছিলাম ঘটুক। যে লোক ওত পেতে আছে ওখানে সে ভাববে ওটা কোন দলছুট ঘোড়া—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

আমার ঘোড়াটা খাস মাস্ট্যাং, সরাসরি ফাটলের ভেতর ঢোকার বান্দা না। কান খাড়া করে একবার হ্রেষারব করল ও, তারপর ফাটলের ভেতর থেকে যখন একই স্বরে পালটা জবাব ভেসে এল তখন একটু অপেক্ষা করে আরও কয়েক পা এগোল ডান, তারপর আবার থমকে দাঁড়াল। এবার থেমেছে কারণ ও কোন মানুষ

জীবের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

নিঃশব্দে অপেক্ষা করছি আমি। খানিক বাদে নিচু, আদরে একটা গলা শুনতে পেলাম। লাগামটা হাতে পাবার আশায় মাস্টাংকে কাছে ডাকার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু জেব্রা-ডান জানে কাছেপিঠে কোথাও রয়েছি আমি, সুতরাং কোন অচেনা লোককে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। যদি দলছুট, পথভ্রষ্ট ঘোড়া হত তাহলে হয়ত-বা যেচে ধরা দিত···অন্তত যতক্ষণ ওর পিঠে স্যাডলটা আছে।

অকস্মাৎ পিছিয়ে এল ডান···এর অর্থ লোকটা ধরবার চেষ্টা করেছিল ওকে—তার মানে ও অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এক কদম পিছিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডান, আমি চুপ করে বসে রয়েছি ধৈর্যসহকারে। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল, তারপর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে লাগাম ধরার জন্য হাত বাড়াল লোকটা। ভয় পেয়ে আরও ছকদম পিছাল মাস্ট্যাং। এখন হাত বাড়ালেই লোকটাকে ছুঁতে পারি আমি, ঘোড়াটাকে তাড়া করছে ও।

'দাঁড়াও!' আদেশ করে রাইফেল কক করলাম।

লুকাবার আশায় ট্রেইলের একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু আমি আবার ধমকে উঠলাম। 'সাবধান! বাঁচতে পারবে না।'

'কে তুমি?'

'একজন ভবঘুরে। ওই ঘোড়াটা আমার।'

'আমি ভেবেছিলাম দলছুট হবে।' ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, ইংগিতে শুরু করলাম লোকটার উদ্দেশে। 'আশপাশে দেখতে পাইনি কারোকে।'

'সেরকম ইচ্ছে ছিল না। ছটফট কর না এত···আমার ট্রিগার কিন্তু খুব হালকা।'

ঘুরে আমার মুখোমুখি হল ও। চওড়া, পেশীবহুল শরীর, অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে মুখ। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'আরে, তুমি নোয়েল ওসমান!'

'তোমার গানবেল্ট খোল।'

'দেখ এভাবে—'

বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম আমি। বললাম, 'শোন, মিস্টার, তোমার যদি সকালে নাস্তা খাওয়ার ইচ্ছে থাকে, ওই গানবেল্ট খুলে ফেল।'

বেল্টের দিকে হাত বাড়াল ও, গজগজ করছে। 'দেখ, ওসমান। আমি স্টিভ হুকার। যুদ্ধের সময় একবার পরিচয় হয়েছিল আমাদের। আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা কিন্তু তোমার উচিত হচ্ছে না।'

'কি জানি, হবেও-বা, ঠিক বলতে পারছি না।'

লোকটা যখন গানবেল্ট খুলে ফেলে দিল মাটিতে ওকে পিছিয়ে যেতে বললাম আমি, তারপর আগে বেড়ে বেল্টটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার কাঁধের ওপর রাখলাম।

ডানের মাগামহাতে, ফাটলের ভেতর ঢুকলাম বন্দীকে অনুসরণ করে। ঘোড়াগুলো আছে ওখানে, ছয়টা মোটবাহী আর দুটো স্যাডল হর্স। উইলো ঝোপের আড়ালে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে একটা, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কফির গন্ধ পেলাম, চকিতে উপলব্ধি করলাম সারা দিন আমি খাইনি কিছু।

আগুনের আলোয় এসে ঘুরে দাঁড়াতে বললাম লোকটাকে, চিনতে পারলাম। একসময় আমার সহকর্মী ছিল এক ফ্রেইট আউটফিটে, কোম্পানির মাল চুরির দায়ে চাকরি যায়। ফোর্ট ডিফিনে একবার

এক গোবেচারা ইণ্ডিয়ানকে খুন করে। কোন প্রতিকার হয়নি, তবে ওই ঘটনার পর কেউ আর কাজ দেয়নি ওকে।

পিছমোড়া করে ওর হাত বেঁধে, গোড়ালি আর হাঁটু দুটোও বাঁধলাম একই দড়ি দিয়ে। তারপর নজর রাখতে পারব এমন জায়গায় ওকে বসিয়ে জিন খসালাম আমার ডানের পিঠ থেকে, একমুঠো শুকন ঘাস দিয়ে সযত্নে মালিশ করলাম ওর গা। এরপর ঘেসোজমিতে লাগামের খুঁটা পুঁতে লম্বা করে দিলাম দড়ি যেন ওঅটর হোলের কাছে যেতে ওর কোনরকম অসুবিধে না হয়।

আমার পোঁটলা থেকে বেকনের একটা চাকা বের করে কয়েক টুকরো কাটলাম আমি, শহরে কেনা একটা পাউরুটির অর্ধেকটা ভেঙে নিয়ে ওগুলো একসাথে ছেড়ে দিলাম তাওয়ায়। তারপর ওটা ভাজতে ভাজতে নিজের জন্য এক কাপ কফি ঢেলে খোশগল্প জুড়লাম ইণ্ডিয়ান টেরিটরি সম্পর্কে।

'ঘোড়াগুলো পেলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম হঠাৎ।

'আমারই। নিউ মেক্সিকোতে বেচতে পশ্চিমে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

ওর দিকে তাকালাম আমি, দৃষ্টিতে বিরক্তি। 'আনাড়ি লোকের কাছে খাটবে ওই গল্প,' বললাম। 'কিন্তু আমি জানি সুস্থ মাথায় কোন মানুষ একা আসে না এখানে, বিশেষ করে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে।' তারপর যোগ করলাম, 'আমি দক্ষিণ থেকে আসছি।'

এ কথায় কোনরকম উচ্চবাচ্য করল না ও, যদিও আমার সন্দেহ নেই নিশ্চয় ভাবছে ওয়াগনটা আমার চোখে পড়েছে কিনা। 'আমার খোঁজ পেলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল হুকার, খানিক বাদে।

'ট্র্যাক রেখে এসেছ তুমি, আমি অনুসরণ করছি।' তারপর বললাম, 'একটা মেয়েকেও ফেলে রেখে এসেছ, যাতে ইণ্ডিয়ানরা ওকে

ধরে নিয়ে যেতে পারে।'

'ওটা কোন সাধারণ মেয়ে না! ডাইনি! সাক্ষাৎ জাহান্নাম থেকে এসেছে।'

'সুন্দরী। এরকম একটা অবলা মেয়েকে ওভাবে ফেলে আসা উচিত হয়নি তোমার।' একটু থেমে খুস্তির সাহায্যে বেকনটা উলটে দিলাম আমি, তারপর যোগ করলাম, 'তুমি ভাল করেই জান এজন্য তোমার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।'

'ওরা আমাকে খুন করত। ফন্দি আঁটছিল। আমি ওদের কথা-বার্তা শুনতে পেয়েছিলাম।'

'ওদের পেলে কোথায়?'

ইতস্তত করল হুকার। 'ফোর্ট ওঅর্থে প্রথম দেখা। দামী কাপড়-চোপড় গায়ে, মনে হল টাকা আছে। খোঁজ-খবর করে জানলাম ত্রিফিনের পশ্চিমে যেতে চায় ওরা, পথের হদিস নিচ্ছে।'

'তাতে তোমার কি?'

বার দুয়েক চোখ পিটপিট করল হুকার। 'শোন, ওসমান। তুমি বোকা নও। ওদের মত শহুরে লোক কেন ছুট করে আসতে চাইবে এখানে? এটা মোষ আর ইণ্ডিয়ানদের এলাকা। গরুবাছুরও আছে কিছু, কিন্তু ওদের মত লোকদের আকৃষ্ট করতে পারে এরকম বিলাস-বহুল হোটেল বা আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা নেই।'

'তোমার কি ধারণা?'

'সোনা, বুঝেছ। অঢেল সোনা। তুমি মনে করেছ, র‍্যাঞ্চের জায়গা খুঁজতে এসেছে ওরা, ওই ধরনের মানুষ? কক্ষনো না। এমন কিছু ওরা খুঁজছে যেটা বয়ে আনা যায়। আমার বিশ্বাস সেটা কি হতে পারে ওই ওয়াগনটা দেখলেই বোঝা যায়।'

'কি আছে ওতে?'

'এখানেই হয়েছে মুশকিল। চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা ভেতরটা দেখতে দেয়নি কখনও। মনে হয় এজন্যই আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

'ওরা যাচ্ছে কোথায়?'

চুপ করে রইল স্থির হুকার, বোধহয় ভাবছে কতটুকু বলা নিরা-পদ—ওর দৃষ্টিকোণ থেকে। এই ফাঁকে আমি সরাসরি গরম তাওয়া থেকে বেকন আর স্প্যানিশ টোস্ট তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলাম। এত খিদে পেয়েছিল যে তাওয়াসুদ্ধ হজম করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু গোটা বারো বেকনের টুকরা আর বেকনের তেলে ভাজা আধ-খানা পাউরুটি খেয়েই সন্তুষ্ট হতে হল আপাতত। এবং হুকারের কফির বেশিটাই খেয়ে ফেললাম আমি।

'নিজের ভাল চাইলে বল আমাকে,' শেষবারের মত কাপ ভরে নিয়ে খেই ধরলাম। 'এখনও আমি ঠিক করিনি, তোমাকে ধরে নিয়ে যাব ওদের কাছে না এখানে ফেলে রেখে যাব। ঝটপট সত্যি কথাটা বলে ফেল—হয়ত বাঁচার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।'

'এ কেমনতর কথা হল? প্রচুর মাল আছে এখানে···আমাদের দুজনের জন্যই।'

আমাকে লোভ দেখাল হুকার। এখন খানিকটা আরাম বোধ করছিলাম আমি। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে তাকালাম আমার ঘোড়ার দিকে, মুখ ডুবিয়ে রেখেছে কচি ঘাসের মধ্যে, চোয়াল নড়ছে। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। শীতল বাতাস স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে আমার শরীরে। তবু, লোকটাকে বেঁধে রাখলাম আমি, ছেড়ে দিয়ে এতটুকু বিশ্বাস পাব না, বিশেষ করে আমার যখন ঘুম আসছে।

'কি কি জানতে চেয়েছিল ওরা?'

'আমার ধারণা ওরা গোপন কিছু জানে। কোথাও পড়ে বা শুনে থাকবে, কিন্তু এই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার জানা ছিল ওদের। মানে, জানত ঠিক কোথায় যেতে চাইছে ওরা।'

আস্তে আস্তে সবকিছু আমাকে খুলে বলল হুকার। ওরা স্টেজে চেপে ফোর্ট ওঅর্থ থেকে ফোর্ট গ্রিফিনে যাবার সময় ওদের পিছু নেয় সে। বস্তুত, একই স্টেজে করে যাচ্ছিল হুকার, মুখ বুজে ওদের বিভিন্ন প্রশ্ন শুনে গেছে। মেয়েটা কৌশলে পশ্চিমের দুই লোককে কথায় মাতিয়ে তোলে; নানান জায়গার কথা জানতে চায়···মেয়ে-টার কাছে নাকি মনে হয়েছিল দর্শনীয় স্থান হবে ওগুলো।

'যেমন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'ক্রস টিম্বারস···ল্যানো এস্টাক্যাডো···বগি ডিপো···র‍্যাবিট ইয়ার্স।'

একটু নড়েচড়ে বসল হুকার, কিন্তু আমি পাত্তা দিলাম না ওকে। ও চাইছে আমি যেন ওর হাত পায়ের বাঁধন ঢিলে করে দিই, কিন্তু তা করব না আমি। 'ওইসব জায়গার কথা আলাপ করছিল।'

'প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল কোন?'

'একগাদা। অর্ধেক রাত খালি প্রশ্নই করেছে একটার পর একটা। ভাইটা একসময় ঘুমাতে চলে যায়, কিন্তু সিলভি যায়নি। ওই দুজন লোক যা-যা জানে সব টেনে বার করছিল ও। তবে ওর মূল লক্ষ্য ছিল র‍্যাবিট ইয়ার্সের দিকে।'

উইলো ঝোপের কিনারে উঠে গেলাম আমি, শুকন ভাঙা ডাল-পালা কুড়িয়ে এনে আগুন উসকে দিয়ে কফি চড়ালাম আবার। র‍্যাবিট ইয়ার্স অঞ্চলটা মোটামুটি চিনি আমি, গল্প শুনেছি কিছু।

বারোয়ারি আড্ডার সরস গল্প হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু হুকারও নিশ্চয় ওই একই কাহিনী শুনেছে। তবে ও একটা খাঁটি কথা বলেছে, ওরকম জায়গায় যাবার মত সঙ্গত কোন কারণ ওইসব লোকের থাকার কথা নয়।

'একটা কাজ তুমি বেশ ভালভাবেই করেছ,' চাঁছাছোলা সুরে বললাম, 'ভুল রাস্তায় অনেকদূর নিয়ে এসেছ ওদের—যেখানে সত্যিকথাটা ওদেরকে বলতে পারবে না কেউ।'

'আমরা যখন গ্রিফিনে পৌঁছালাম,' হুকার বলল, 'মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করলাম আমি। বললাম, আমি কিভাবে জানতে পেরেছি ওদের একজন ওয়াগনচালক দরকার এবং পশ্চিমের সব রাস্তাঘাট আমার চেনা। এরপর, ও ঘোড়া আর ওয়াগন কিনল, এবং যেসব টুকিটাকি জিনিস লাগতে পারে সেগুলোও নিল।'

হুকার তাকাল আমার দিকে। 'ও আমাকে বোকা বানাতে চাই-ছিল, ওই মেয়েটা। ওর ভাইটাও তেমনি বদ। আসল ঘটনা কি জানি না, ওরা আমাকে বলেনি, তবে মেয়েটা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখত আমাকে। এটাই সন্দেহ জাগায় আমার মনে।

'তারপর এক রাতে শুনতে পেলাম ওদের কথাবার্তা। ওরা ভেবে-ছিল আমি ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে নিয়ে গেছি। আসলেও গেছিলাম, কিন্তু একটু বাদেই আমি ফিরে আসি আড়ি পাততে। প্রথমেই শুনলাম, মেয়েটা বলছে, "আলবত। ওর পেছনে কেন ফালতু টাকা খরচ করব আমরা? র‍্যাবিট ইয়ার্সে যখন পৌঁছাব, ফেরার রাস্তাও জানা হয়ে যাবে আমাদের, তখন খুন করব ওকে।" আমি যে কারণে ভয় পেলাম সেটা হচ্ছে, ও এমন সহজভাবে বলেছিল কথাটা যেন এটা কোন ব্যাপারই না।'

'পরদিন সকালে আমি দক্ষিণে সরে যেতে শুরু করলাম। আমার ইচ্ছে ছিল ওদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখান থেকে নিজেদের চেষ্টায় ফিরতে পারবে না ওরা—আমার সাহায্য লাগবে। তারপর হঠাৎ করেই এই মতলবটা এল।'

'বুঝেছি,' বললাম আমি, 'ওদের সব মালপত্র মেরে দেয়ার তাল করলে। ছয়টা ঘোড়া, নতুন ওয়াগন, ভেতরে জিনিসপত্র আছে—হিসেব কষলে চেরি ক্রীক বা স্যান্তা ফেতে নিয়ে গিয়ে বেচতে পারলে কিরকম দাম পাবে।'

'কেন করব না? ওরা আমাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করছিল।'

'কিন্তু এদিকে আনলে কিভাবে? সন্দেহ করেনি?'

'করেনি মানে! সবসময় নজর রেখেছে আমার ওপর। আমি শুধু বলেছি পানি থেকে আধমাইল দূরে ক্যাম্প করব···মশার উৎপাত।'

'তারপর এখানে এলে?'

'হ্যাঁ। গাধাগুলো বুঝতে পারেনি। আমাকে কেবল সবুর করতে হয়েছে একটু।'

'র‍্যাবিট ইয়ার্সের ব্যাপারটা কি?'

'কি করে বলব? ওই প্রসঙ্গ উঠলেই এড়িয়ে যেত মেয়েটা, কিন্তু আমি ছাড়া ওদেরকে কিছু বলার মত ছিল না অন্য কেউ। আর আমিও চুপচাপ থেকেছি, কেবল মাঝে-মধ্যে উসকে দিয়েছি একটু যেন সময়ে নিজেরাই খুলে বলে সব।'

'কি বলেছ?'

'এক প্রাচীন ইণ্ডিয়ান সর্দারের নামে র‍্যাবিট ইয়ার্সের নামকরণ হয়েছে, জায়গাটা দেখতে কেমন—এইসব আরকি।'

পুব থেকে নিছক বেড়াতে র‍্যাবিট ইয়ার্স মাউন্টিনে আসবে কেউ, যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না কারণটা। দেখার মত বিশেষ কিছু নেই ওখানে। পশ্চিমের পাহাড়গুলো যেমন হয়, গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ, বছরের অধিকাংশ সময়ই থাকে বরফে ছাওয়া, এটা তেমন নয়। র‍্যাবিট ইয়ার্স মাউন্টিন প্রায় স্যান্তা ফে ট্রেইলের লাগোয়া। পর্বত নয়, ছোটখাট পাহাড় বা টিলার সঙ্গে তুলনা চলে এর। তবে মেয়েটার প্রশ্নের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে; হয়ত আশপাশের কোন এলাকা সম্বন্ধে জানতে চাইছিল কায়দা করে।

আমার ভাবনায় বাধা দিল হুকার। 'কি করবে ঠিক করলে কিছু?'

'ওদের ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এরপর, যা হয় করবে ওরা।'

'আমার কি হবে?'

'যেভাবে তোমার সুবিধে, চলে যাও এখান থেকে। তুমি নতুন লোক না। সেধে বিপদ নিজের ঘাড়ে নিয়েছ।'

'হেঁটে যেতে বলছ?'

'না।' একগাল হাসলাম আমি। 'ওদের কাজটা করে দেয়ার জন্য ফিরে যেতে পার, যদি তোমার ইচ্ছে থাকে। তুমি যে কাজে হাত দিয়েছ, এরকম কিছুতে কোন মানুষ যখন নামে তখন সে নিজের স্বার্থেই ঝুঁকি নেয়।'

ডালপালাময় উইলো ঝোপের পটভূমিতে দপদপ করে নাচছে আগুনের শিখা। স্যাডলটা যেখানে ফেলেছিলাম সেখানে হেঁটে গিয়ে আমার কম্বল আর পনচো নিয়ে, আগুনের কাছেই ছায়াছন্ন একটা জায়গায় ফিরে এলাম। আগুনে কিছু লাকড়ি গুঁজে দিলাম আমি,

তারপর পা থেকে বুটজোড়া খুলে শোবার আয়োজন করলাম। আমার পোঁটলার ভেতর থেকে একজোড়া মোকাসিন বের করে পরলাম সেগুলো…রাতে যদি তড়িঘড়ি করে পালানর প্রয়োজন হয়, বুট পরার সুযোগ পাব না তখন।

এরপর হুকারকে ছেড়ে দিলাম আমি, রাতের মত আবার বেঁধে রাখার আগে একটু হাঁটা-চলা করার সুযোগ দিলাম। হুকার চালু লোক, তাই সরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে নজর রাখলাম ওর ওপর।

খানিক বাদে আবার বাঁধলাম ওকে, তারপর ওর গায়ে একটা কম্বল টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লাম ফিরে এসে। ঘুমাবার আগমুহূর্তেও র‍্যাবিট ইয়ার্সের কথা ভাবলাম আমি, ওই লোকগুলো কেন যেতে চায় ওখানে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম। ওদের নামগুলো একটু ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে, এধরনের নাম আগে কখনও শুনিনি আমি…অথচ, আমার সন্দেহ হচ্ছে, এইসব নামের পেছনে একটা কোন রহস্য লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, আমরা পশ্চিমের লোকেরা নাম নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাই না—চেহারা নিয়েও না।

তিন

ভোরে একটা ক্যান্টিন আর কিছু খাবার দিয়ে হুকারকে পায়ে হাঁটিয়ে ছেড়ে দিলাম আমি। ওর গানবেল্ট আমার কাছে ছিল, স্যাডলে চেপে প্রায় তিনশ গজ দূরে গিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম সেগুলো, ওখানে এসে তুলে নেবে ও। তারপর ঘোড়া জড় করে ফিরতি পথ ধরলাম।

বাস্তবিক, ওই লোকগুলোর কাছে ফিরে যাবার ব্যাপারে কোন তাড়া নেই আমার। এক অর্থে হুকার যা করেছে সেজন্য ওকে দোষ দিই না আমি। যদিও ইণ্ডিয়ানদের হাতে তুলে দেবার জন্য কোন মেয়েকে আমি ওভাবে ফেলে যেতে পারব না, কিন্তু ওদের অ্যামবুশের শিকার হবার ইচ্ছে আমার নেই।

জীবনে বহু খুনীকে দেখেছি আমি, তবে খুন করার ব্যাপারে এত আগ্রহ ওদের মত আর কারো মাঝে দেখিনি। এমনকি ওদের বিশেষ কোন লাভ হবে না জেনেও খুনের চক্রান্ত আঁটে ওরা। কিসের খোঁজে পশ্চিমে যাচ্ছে জানি না, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না ওরা চায় না যে কেউ ওদের ব্যাপারে নাক গলাক, কিংবা জানুক কি খুঁজছে ওরা।

ঠিক করলাম গায়ে পড়ে আমি ওদের সাহায্য করতে যাব না। ঘুমের ব্যাঘাত আমি সইতে পারি না। ওরা ওদের ঘোড়া ফেরত

পারে, কিন্তু এখান থেকে বেরোতে হবে নিজেদের চেষ্টা আর দক্ষতার জোরে।

মেয়েটা এগিয়ে এল আমার সাথে মিলিত হতে। সন্দেহ নেই, টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ওকে; বস্তুত যেকোন পুরুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য সিলভি একটা চমৎকার অস্ত্র বিশেষ, আর তা ও জানেও। ও যখন দেখল আমি আসছি, আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রিকলি পিয়ার ঝোপের পাশ দিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে এগিয়ে এল।

স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছিলাম আমার রাইফেল, অনেকটা নিরীহ ঢঙে, তবে ওটার নল সারাক্ষণ অনুসরণ করল ওকে। কিন্তু সিলভি তার হাত দুটো চোখের সামনে বের করে রাখল, এমনভাবে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই আমি।

'এই নাও তোমাদের ঘোড়া,' আমি বললাম ওকে, 'এখন বাকিটা তোমাদের ব্যাপার। তবে আমার পরামর্শ, ফোর্ট গ্রিফিনে ফিরে যাও। এ জায়গায় তোমরা অচল।'

মদির হাসি হাসল সিলভি। 'কেন, মিস্টার ওসমান। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে পছন্দ কর?'

'তুমি সুন্দরী স্বীকার করছি, সিলভি। এবং সাপের মতই খল। কিন্তু আমার কথা শোন, ফিরে যাও। পুবে, তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাও।'

কাছে সরে এল ও, ডাগর কাল চোখজোড়া তুলে তাকাল আমার দিকে। 'আমাদের সঙ্গে এস, প্লিজ। তোমাকে আমাদের দরকার, মিস্টার ওসমান। আমরা একা, আমার ভাইদের কেউই ওয়াগন চালাতে জানে না।' হাত বাড়িয়ে আমার বাহুতে বিলি কাটল

সিলভি। 'মিস্টার ওসমান, তুমি এস আমাদের সঙ্গে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখ, খারাপ লাগবে না···তাছাড়া, আ···আমি খুশি হব।'

মনে মনে হাসলাম আমি। আমাকে কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না ও, আবার সবকিছু বিলিয়ে দেয়ার ইঙ্গিতও আছে ওর কথায়। লোভনীয় আমন্ত্রণ, সন্দেহ নেই। তবে আমি সাড়া দিলাম না।

'দুঃখিত,' বললাম। 'একা হতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের কারোকে বিশ্বাস করি না। তোমাদের ঘোড়া পেয়েছ। ওয়াগনে জুড়ে এখুনি রওনা হয়ে যাও। আমার ট্র্যাক ধরে চলবে। পানি পাবে পথে, ব্যারেলগুলো ভরে নিও—কাজে আসবে মরুভূমিতে। একবার উত্তরের ট্রেইলে উঠতে পারলে আর পানির কষ্ট হবে না তোমাদের। তবে পালো ড্যুরো ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে···কোন কোন জায়গায় হাজার ফুট গভীর খাদ আছে।'

'কোন র‍্যাঞ্চ নেই? শহর-টহর?'

'ম্যাম, এটা ইণ্ডিয়ান এলাকা। একেবারে উত্তরে না যাওয়া অবধি একজন মোষ শিকারীর দেখাও পাবে না। শুনেছি, কানাডিয়ান নদীর দক্ষিণ তীরে বয়েগোস প্লাযায় কয়েক ঘর লোক আছে। ভাল মানুষ, মোরা বা টাওস থেকে আসা মেক্সিক্যান পরিবার, ভেড়া চরায়। তোমরা যদি ভাল ব্যবহার কর, খাবার পাবে ওদের কাছে, উত্তরে যাবার রাস্তাও বাতলে দেবে।

'আমি বলছি ওরা ভাল লোক, আসলেই তাই, তবে সস্টেন্স লা' আর্কেভেক নামে এক গুণ্ডা মাঝে মাঝে আসে ওখানে। ওকে এড়িয়ে চল।'

কথা বলার সময় ওর ডান হাত ধরে রইলাম আমি। ছাড়াবার চেষ্টায় বার দুয়েক মৃদু টানাহ্যাঁচড়া করল ও, কিন্তু আমি ওভাবেই

নিরাপদ মনে করলাম, পাশাপাশি নজর রাখছি বাকি দুজনের ওপর। অবশেষে একসময় ছেড়ে দিলাম হাতটা।

'আডিওস!' হঠাৎ বললাম আমি, চকিতে ঘুরেই সরে গেলাম দূরে।

উত্তরদিকে ঘোড়া নিয়ে এগোলাম তিন কদম তারপর ঝটিতি দুবার ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিলাম। পেছনে তাকাতে, রাইফেলের নলে রোদের প্রতিফলন চোখে পড়ল আমার, কিন্তু ততক্ষণে আমি আরও শ-খানেক গজ তফাতে সরে এসেছি। চলমান টার্গেটে এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা এমনিতেই কঠিন, তার ওপর আমি এঁকেবেঁকে চলছি। তাই পরোয়া করলাম না আর, ছুটতে শুরু করলাম নিশ্চিন্তমনে।

এবার নিজের কথা ভাবতে লাগলাম আমি। বিপদ ঘাড়ে করে পালাচ্ছি, পকেটে মাত্র আট-নয়টা ডলার আছে, সামনে আরও পাব এরকম ভরসা কম। আউট-ল হিসেবে কুখ্যাতি জুটেছে আমার কপালে, অথচ টাকা কামাতে পারিনি। অবশ্য এটাও ঠিক, আজ পর্যন্ত আমি এমন একজন আউট-লয়ের দেখা পাইনি যে ধনী। যে কজনকে দেখেছি তাদের সবাই ছিল ফেরারি, নির্জন প্রেইরি অথবা পাহাড়-পর্বতের গোপন কোন ডেরায় লুকিয়েছিল, চরম দুর্দশার ভেতর।

মোষ শিকারের সুদিন শেষ হয়ে আসছে। একদিন দেশের সমস্ত মোষ মেরে উজাড় করে ফেলবে শিকারীরা, তারপর চলে যাবে অন্য কোথাও। আমার এখন যা করা দরকার তা হচ্ছে কিছু গরুবাছুর জড় করে টেক্সাসের এই প্যানহ্যাণ্ডেল অঞ্চলে একটা বাথান গড়ে তোলা। গরুবাছুরের পাল এখানে ছুটে আসতে আর বেশি দেরি

নেই। মোষ শিকারীরা যখন এখানকার উৎকৃষ্ট ঘাস আর পর্যাপ্ত পানির কথা গল্প করবে, গরু ব্যবসায়ীরা তখন জানতে চাইবে অন্য-কিছু।

বদরাগী লোক হিসেবে দেশে আমার দুর্নাম আছে, বহু মারামারি করেছি জীবনে, হারিনি একটিতেও। এখন একটা দুঃসময় চলছে, চারিদিকে কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ। নিতান্ত অনিচ্ছায় ইণ্ডিয়ানরা তাদের শিকারের জমি ছেড়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে। এবং আমরা যারা সহানু-ভূতিশীল ওদের প্রতি তাদেরকেও লড়তে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, কারণ ওরা সবসময় শত্রু-মিত্র চিনতে পারে না ঠিকমত। সত্যি, কেবলমাত্র শেতাঙ্গরা লড়ছে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তা নয়, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গোত্রে গোত্রে লড়াই একটা চিরকালীন ব্যাপার।

এখন আমি সোজা উত্তরে যাচ্ছি। উঁচু পাহাড়ি খাঁজ ধরে চলছি সর্বদা, চূড়ার একটু নিচে থাকছি যেন কেউ আমাকে দেখতে না পায়, তবে আমি ঠিকই বহুদূর অবধি দেখতে পাচ্ছি আশপাশের এলাকা। যখন ধুলোর মেঘ চোখে পড়ছে, ওটা দৃষ্টির আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘোড়া থেকে নেমে লুকিয়ে থাকছি ঝোপঝাড়ের ভেতর। জানি না, হয়ত কোন শেতাঙ্গই তুলেছিল ওই ধূলিঝড়, কিন্তু সে বন্ধু হবে এ বিশ্বাস আমি রাখতে পারছি না।

নানান চিন্তা করছি, তবু র‍্যাবিট ইয়ার্স সম্পর্কে যেসব গল্প আমি শুনেছি বারবার সেগুলো মনে পড়ছে। সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে যে কাহিনীটা সেটা বছর আটেক আগে নসেসের কাছাকাছি এক ট্রেইলের ধারে বসে শুনেছিলাম।

বহু পুরাতন কাহিনী, যার কাছে শুনেছিলাম সে ছিল মেক্সিক্যান, রিও গ্র্যাণ্ডের ওপাশ থেকে এসেছিল। এক রাতে আমার ক্যাম্পের

ধারে এসে লোকটা হাঁক দিলে আমি তাকে কাছে আসতে বললাম। জংলা জায়গা ; রুক্ষ, প্রাণহীন, চারদিকে আউট-ল কিংবা সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা লোকজনের ভিড়, পুলিসের তাড়া খেয়ে লুকিয়েছিল।

জন ওয়েসলি হার্ডিন তখন ফেরার, বিল লংলের পাত্তা নেই কোন। টেক্সাসের উত্তরপূবে কুলেন বেকার নিহত হয়েছে, অন্তত ওখানকার লোকেরা দাবি করছে তারা হত্যা করেছে ওকে। বস্তুত ওই ঘটনার পর আর কোনদিন দেখা পাওয়া যায়নি কুলেনের। এই লোকগুলোর প্রত্যেকেই পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে আত্মগোপন করেছিল তখন।

যাই হোক, মেক্সিকানকে আসতে বলে অন্ধকারে সরে গেলাম আমি। অত্যন্ত বিনীতভাবে আমার ক্যাম্পে ঢুকল সে, মাথার ওপর দুহাত তুলে। বুড়োই বলা যায়, তবে তখনও দেহের বাঁধুনি অটুট ছিল। পরনে নোংরা জামাকাপড়, বুটজোড়ার অবস্থাও ছিল তেমনি। ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও, ট্রেইলের ধুলোবালু লেগেছিল ওর গায়ে।

'সিনর ?'

লোকটাকে একনজর জরিপ করে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। মেক্সিকানদের আমি মোটামুটি মাটির মানুষ বলে জানি। আমার এই ফেরার' জীবনে বহুবার এমন ঘটেছে, ওদের ফ্রিওলস আর টর্টিলা নিশ্চিত অনাহার থেকে রক্ষা করেছে আমাকে।

'বস,' বললাম আমি। 'কফি তৈরি, পটে বীন আছে।'

খাওয়া-দাওয়া করলাম আমরা, তারপর ও একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল এবং আমরা গল্প করে রাত কাবার করলাম। পায়ে হেঁটে এসেছিল ও···কিভাবে বা কেন তা বলেনি, আর সে আমলে

মানুষ অহেতুক প্রশ্ন করত না কোন, আর কেউ করলে তাকে অভদ্র মনে করত অথবা সন্দেহের চোখে দেখত। ঘটনাচক্রে বাড়তি ঘোড়া ছিল আমার কাছে, একটা রঙকরা পনি, ছবির মত সুন্দর। দিন কতক আগে এক সুদর্শন কোম্যাঞ্চি যুবক এদিকে এসেছিল ওই পনিতে চেপে। একটু লোভী ধরনের মানুষ ছিল ও, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। আমাকে একা দেখে ভাবল সহজ শিকার। কিন্তু আমি পেছনে চোখ রেখেছিলাম একটা, যখন বুঝলাম কেউ আমার পিছু নিয়েছে তখন অনুসরণকারীকে দেখার জন্য ঘুরে আত্মগোপন করলাম ট্রেইলের পাশে।

ওটা তাজা নরমুণ্ডসহ যখন ওই কোম্যাঞ্চিকে দেখতে পেলাম, বেরিয়ে এসে পেছন থেকে ডাকলাম ওকে। এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল ও যেন গুলি খেয়েছে, রাইফেল তাক করার প্রয়াস পেল। বলা বাহুল্য, ওটা ছিল ওর জীবনের ভুল, কারণ আমি ভেবেছিলাম শুধু ওর ঘোড়াটা কেড়ে নেব যাতে আর আমাকে অনুসরণ করতে না পারে।

কোম্যাঞ্চি রাইফেল তোলামাত্র ওর বুকে গুলি করলাম আমি। হুড়মুড় করে স্যাডল থেকে পড়ে গেল ও। ভীষণ শক্তপ্রাণ ছিল ওর, ওঠার চেষ্টা করছিল, কাজেই ওকে আরেকবার গুলি করলাম, তারপর ঘোড়া নিয়ে সরে পড়লাম ওখান থেকে।

'তোমার একটা ঘোড়া দরকার,' মেক্সিকানকে বললাম আমি, 'ওটা নিয়ে যাও।'

'ধন্যবাদ, সিনর,' সংক্ষেপে বলল মেক্সিকান বুড়ো, কিন্তু প্রচ্ছন্ন আবেগ ধরা পড়ল ওর গলায়। কারণ ছিল এর। এমন একটা সময় চলছিল তখন যে সাধারণভাবে যেসব লোকের সাথে দেখা হতে

পারত ওর, তারা একরকম নির্দ্বিধায় ওকে খুন করে ওর সর্বস্ব লুট নিত।

অনেকক্ষণ গল্প করলায় আমরা, কফি খেলাম আরও কয়েকবার। তারপর এক সময় বুড়ো বলল, 'অ্যামিগো, আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই। তোমার ঘোড়ার দাম দিতে পারব না।'

'দিতে হবে না, ওটা তোমার,' জবাব দিলাম আমি।

'আমার দাদা,' বলল মেক্সিক্যান, 'স্যান্তা ফে ট্রেইলে খচ্চর চরাতেন।'

হঠাৎ করে লোকটা তার দাদার প্রসঙ্গ তুলল কেন বুঝতে পারিনি প্রথমে। আমি যদি ওর দাদার ব্যাপারে আগ্রহী হতাম তাহলে নাহয় একটা কথা ছিল। কিন্তু আমি তা ছিলাম না, স্যান্তা ফে ট্রেইল সম্পর্কেও কোন কৌতূহল ছিল না আমার, কারণ ওটা আমার দেখা।

'ওখানে একবার অল্পের জন্য বেঁচে যান উনি। ন্যাথান হিউমের একটা প্যাক ট্রেন চালাচ্ছিলেন দাদা।'

সব মনে পড়ে গেল আমার। মনে হল যেন মাত্র গতরাতের কথা, আগুনের তাপ পোয়াচ্ছি আমরা, আর বুড়ো আমাকে সেই প্যাক ট্রেনের গল্প শোনাচ্ছে। স্যান্তা ফে থেকে এসেছিল ওরা: ইন্ডিপেন্ডেন্স, মিসৌরি বা ওইরকম কোথাও যাচ্ছিল। মোটামুটি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল ওরা, হঠাৎ এক কিওয়া ওয়র পার্টি চড়াও হল ওদের ওপর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ন্যাথান হিউমের দল, ফলে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ পায়নি। মুষ্টিমেয় যে কজন ছিল হিউমের সঙ্গে, আমার সেই মেক্সিক্যান বন্ধুর দাদা তাদেরই একজন। পিছিয়ে

গিয়ে র‍্যাবিট ইয়ার্স মাউন্টেনে আশ্রয় নেয় ওরা, মাটি কামড়ে লড়তে থাকে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সবাই···একমাত্র সেই মেক্সিক্যান বাদে···একটা গুহা খুঁজে পেয়ে তার ভেতর লুকিয়ে থাকে সে। মূল্যবান যা কিছু ছিল ওদের কাছে সব লুটপাট করে কিওয়ারা, তারপর মাথা কেটে নিয়ে লাশগুলো বিকৃত করে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর মেক্সিক্যান বুড়ো গুপ্ত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে যায় স্যান্তা ফে-তে।

ওখানে তার বন্ধুরা তাকে মুখ বুজে থাকার পরামর্শ দেয়। হিউমের খোঁজে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন গভর্নর, নির্দেশ ছিল ধরতে পারলে তাকে গ্রেফতার করার। সোনা চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিল ন্যাথান হিউম। স্যান হুয়ান পর্বতমালায় যেসব খনি ছিল, গোপনে সেখান থেকে এগুলো পাচার করত। মেক্সিক্যান বুড়ো তাই আর ওখানে থাকা নিরাপদ মনে করেনি, রাতের অন্ধকারে খচ্চরের পিঠে চেপে পালাল শহর ছেড়ে, তারপর ট্রেনযোগে মেক্সিকো সিটিতে পাড়ি জমাল। ওর বন্ধুবান্ধব ছিল সেখানে, ভেবেছিল লোকজন নিয়ে গোপনে আবার ফিরে এসে উদ্ধার করবে সেই সোনা। কারণ ও জানত ইন্ডিয়ানরা ওটার হদিস পায়নি।

কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য, মেক্সিকোতে যাবার অল্প কিছুদিন পর আচমকা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায় সে।

বুড়ো জানত কোথায় লুকান আছে তিনশ পাউণ্ড সোনা, কিন্তু কিছু করতে পারেনি।

এ কাহিনীটাই আমাকে বলেছিল সেই মেক্সিক্যান যাকে আমি সেদিন একটা ঘোড়া উপহার দিয়েছিলাম।

'তোমার কখনও ইচ্ছে হয়নি সোনা খোঁজার?' ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

'অবশ্যই হয়েছিল, সিনর'—শ্রাগ করেছিল ও—'টাওসে আমার একটা ঝামেলা আছে···এক সিনোরিটার সাথে মন দেয়া নেয়ার ব্যাপার। আমাকে লাস ভেগাস পর্যন্ত অনুসরণ করে ওরা। আমি একজনকে খুন করেছি, সিনর। ওর অনেক ভাই, মামা-চাচা আছে।'

হাতের সিগারেটটা আগুনে নিক্ষেপ করে ম্লান হেসেছিল বুড়ো। 'আমি বাঁচতে চাই, সিনর। উত্তরে গেলে হয়ত পাব সোনা। কিন্তু একটা কবরও জুটতে পারে—এবং তার আশঙ্কাই বেশি। তুমি ইচ্ছে করলে ওটা নিতে পার, সিনর।'

'কোথায় আছে জান কিছু?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'র‍্যাবিট ইয়ার্সের পেছনে বক্স ক্যানিয়ন আছে একটা। ওখানে ওরা ওদের শেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। হয়ত খচ্চরগুলোর হাড়গোড় পাওয়া যাবে এখনও।'

'ওখানে ঝরনা আছে একটা। তার ওপাশে বোল্ডারের নিচে একটা গর্তের ভেতর লুকান আছে। ভাঙা একটা বন্দুকও পাবে সেই সাথে। বোল্ডারের গায়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল ন্যাথান হিউম—তুমি চেষ্টা করলে পাওয়া উচিত।'

পরদিন সকালে ছাড়াছাড়ি হল আমাদের। স্যাডলে চেপে আমার দিকে হাত বাড়াল ও, করমর্দন করলাম। 'তবে সাবধান, সিনর। অহেতুক প্রশ্ন কর না কারোকে। যেসব মেক্সিক্যান পুঁতেছিল ওই সোনা, তাদের ছেলেপুলে, নাতিনাতনি আছে, তারা জানে হিউমের প্যাক ট্রেন মিসৌরি পৌঁছায়নি। হয়ত এ ব্যাপারে ইণ্ডিয়ানদের জেরাও করেছে ওরা।'

গুপ্তধন সম্পর্কে এ ধরনের কাহিনী শোনা আমার ওটাই প্রথম নয়। একই কাহিনী ঘুরে-ফিরে শোনা যায় বিভিন্ন আস্তানায়। তবে এটা ওবারই প্রথম শুনি আমি। বুড়োর কথাবার্তায় একধরনের বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তাই ঠিক করেছিলাম আমি নিজে একবার খোঁজ করে দেখব। কিন্তু নানান ঝামেলায় তা হয়ে ওঠেনি এতদিন।

সাবিন নামে টেক্সাসে একটা শহর আছে, জিপসিরা বাস করে। আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে ওদের মাঝে। ওখানে এক লোককে গানফাইটে হত্যা করার দায়ে জেল হয়েছিল আমার। কিন্তু জিপসি বন্ধুরা আমাকে পালাতে সাহায্য করল। ক্যানসাসগামী একটা ট্রেইল ড্রাইভে যোগ দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু তখন আইন আমাকে খুঁজছে।

অ্যাবিলেন সে সময় নতুন শহর। ওখানে এসে দেখলাম ওরা আমার নাম শুনেছে। তখনই ও'নীলের কথা প্রথম শুনলাম আমি, সদর রাস্তার ওপর ও নাকি এক লোককে খুন করেছে। পরে জেনেছিলাম আসল ব্যাপারটা। রীড কার্নির সাথে মোকাবেলা হয়েছিল ওর এবং নীল কার্নিকে তার গানবেল্ট ফেলে দিতে বাধ্য করেছিল। ও'নীল আমার চাচাত ভাই।

ও'নীল আর অ্যাঞ্জেল ওসমান—ওদের সম্পর্কে এরপর বহু কথাই আমার কানে এসেছে। ওদের বাড়ি কাম্বারল্যাণ্ড গ্যাপে, তবু ওসমানদের সাহস, বীরত্বের কথা শুনলে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে।

এটা বহুকাল আগের কথা, এখন আমি এখানে, টেক্সাসের উত্তরে প্যানহ্যাণ্ডেল এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, আর কিছুদূর পর বড় গোস প্লাসা, এডোব ওয়ালস, বাফেলো ক্যাম্প এইসব ছোটখাট শহর

পড়বে। আমার চারপাশে অবারিত-প্রসারিত সমভূমি, রেকাবের ওপর দাঁড়ালে দিগন্ত অবধি দেখা যায়।

তাই রাইফেলটা এবার স্ক্যাবার্ডে রেখে দিলাম আমি, তারপর টুপিটা জায়গামত বসিয়ে গান ধরলাম। অন্তত আমার কাছে গানই মনে হল ওটা, এবং সেভাবে গাইতে চেষ্টা করলাম, যদিও আমার ঘোড়া বোধহয় অন্যরকম ভাবল, কারণ ছটফট করতে শুরু করল ও। আকাশে আজ মেঘ নেই, নীল হয়ে আছে, হাওয়া বইছে মৃদু। স্বীকার করছি মোটে কয়েকটা ডলার আছে আমার পকেটে, পেছনে ফেলে এসেছি লিঙ্ক মব, তবু প্রেইরির নির্মল বাতাসের গন্ধ আর মিঠেকড়া রোদে আজ যেন নতুন করে বেঁচে থাকার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারলাম।

অদূরে কয়েকটা ছোটখাট পাহাড় রয়েছে। ছড়ান-ছিটান গাছ-পালা দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ নিচু একটা পাহাড়ের মাথায় একটা পালকের মুকুট চোখে পড়ল আমার, দশ-বার গজ দূরে একজন ইণ্ডি-য়ান দেখা দিল, তারপর একে একে আরও কয়েকজন। প্রায় ত্রিশ গজ জায়গা জুড়ে কিওয়াদের ভাঙাচোরা সারি তৈরি হয়েছে একটা। ধীরকদমে এগিয়ে আসছে আমার পানে, বর্শার ফলা আকাশমুখী করে রেখেছে। চকিতে তাকালাম আশপাশে, উপত্যকার অপর-প্রান্তে আরও ছজন রয়েছে, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোচ্ছে।

কমপক্ষে ওদের বারজনের কাছে রাইফেল আছে, এতটুকু তাড়া দেখা যাচ্ছে না কারো মাঝে। সামনের রাস্তা খোলা, কিন্তু জনা-কয়েক ইণ্ডিয়ান ওদিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে আমার চেয়ে, আমি পালাবার চেষ্টা করলে ছুটে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশজনের একটা দল, আমাকে ঘিরে ফেলেছে।

চিকন ঘাম দেখা দিল আমার কপালে, অথচ জিভ খটখটে। কিওয়ারা বন্দীদের ওপর কিরকম নির্যাতন চালায় আমি জানি, ওদের তাণ্ডবলীলার শিকার হয়েছিল এ ধরনের কয়েকটা লাশ দেখেছি। দুর্বলমনা কোন মানুষ সেই বীভৎস দৃশ্য সইতে পারবে না।

জানি, পালাবার চেষ্টা করামাত্র মারা পড়ব, এক মিনিটও লাগবে না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে সরাসরি ওদের দিকে এগোলাম আমি—গান গাইতে গাইতে।

চার

আমার রাইফেল স্ক্যাবার্ডে, ওটা বের করতে যাওয়া মানে সেধে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। পিস্তলটা রয়েছে হোলস্টারে। চামড়ার একটা ফিতে জড়ান আছে হ্যামারের ওপর দিয়ে; বন্ধুর পথে চলা-চলের সময় এভাবে বেঁধে না রাখলে খোয়া যাবার আশঙ্কা থাকে।

ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে কিওয়ারা, মাঝে প্রায় ত্রিশ গজের ব্যবধান। জেব্রা ডানের মুখ সোজা ওদিকে করে এগিয়ে গেলাম আমি, গান গাইছি।

ইণ্ডিয়ানদের মতি বোঝা কঠিন। অন্য দশটা বন্য জীবজন্তুর মত

ওরাও সন্দেহপ্রবণ, মেজাজ-মর্জিও অনেকটা তাই, কিন্তু সাহসী লোককে সমীহ করে ইণ্ডিয়ানরা, কারণ একজন স্যু-ইণ্ডিয়ান হতে চাইলে ওই জিনিসটার প্রয়োজন হয় সবথেকে বেশি। আমি জানি এখন পালাবার চেষ্টা করা বৃথা; তাছাড়া সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে সে চেষ্টা আমি কখনও করি না।

কান খাড়া করেছে ডান। বুঝতে পারছে আমরা বিপদে পড়েছি, ইণ্ডিয়ানদের গায়ের গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না ওর। আমি বেশ টের পাচ্ছি ছোটার আশায় টানটান হয়ে গেছে ওর সমস্ত পেশী।

এই ইণ্ডিয়ানরা আমাকে খুঁজছে না। সন্দেহ নেই এটা একটা ওঅর পার্টি, কিন্তু ওদের লক্ষ্য আরও বড় শিকার। তবে ওরা যদি আমার সঙ্গে বিবাদ করতে চায়; তার খেসারত, সামান্য হলেও, দিতে হবে ওদের। ঘোড়া হাঁটিয়ে ওদের দিকে এগোতে এগোতে আমি আমার রণকৌশল স্থির করলাম। ডান পাশে যে বিশালদেহী ইণ্ডিয়ানটা রয়েছে সে হবে আমার শিকার। ওরা আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করলেই ঘোড়াসুদ্ধ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, হাত বাড়াব আমার পিস্তলের দিকে। কিভাবে কি করব মনে মনে অনুশীলন করছি আমি, আর মুখে কাউবয়দের সেই জনপ্রিয় গানটা গাইছি।

ওহ্, আই লেফট মাই গার্ল ইন স্যান অ্যান্টনে,
অ্যাওয়ে ডাউন নেয়ার দ্য বর্ডার,
আই লেফট মাই গার্ল ইন স্যান অ্যান্টনে—

পেছনে অশ্বারোহীদের ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসার শব্দ পাচ্ছি, সামনে যারা রয়েছে তারা তাদের গতিবেগ মন্থর করেছে কিছুটা,

কিন্তু আমি এগিয়ে চললাম একনাগাড়ে। আমার ডান হাত ঊরুর ওপর ফেলে রেখেছি, পিস্তলের বাঁট থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, ওরা আমাকে হত্যা করার আগেই যদি আমি আমার পিস্তল বের করতে পারি, তাহলে আমি একা মরব না। এই একটা কাজই আমি পারি ভালভাবে—গুলি ছুঁড়তে।

পঞ্চাশ ষাটের দশকে ক্লিঞ্চ মাউন্টিনের ছেলেপুলেরা তাদের দাঁতের প্রথম আঁচড় কাটত পিস্তলের বাঁটে। আমার বয়স যখন পুরো বার বছর হয়নি তখনই আমাকে রাইফেল হাতে জঙ্গলে যেতে হয়েছে খাবারের সন্ধানে।

সোজা সামনে তাকিয়ে আছি, তবে চোখের কোণে ঠিক লক্ষ্য করছি দুপাশের দুই ইণ্ডিয়ানকে। আরও অনেক আছে, কিন্তু কোনরকম গোলমাল হলে ওই দুজনই সেটা শুরু করবে আগে। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে ওরা। মাস্ট্যাংয়ের পেটে ছুঁয়ে আছে আমার স্পার, আলতো চাপ পড়লেই অ্যাকশনে নেমে পড়বে ও।

সরাসরি এগিয়ে আসছে ইণ্ডিয়ানরা, আমি সোজা এগিয়ে যাচ্ছি ওদের দিকে। আমার বাঁয়ে যে রয়েছে, অকস্মাৎ সে তার বর্শাটা নামিয়ে আনল ধীরে ধীরে, ফলা তাক করল আমার দিকে, কিন্তু আমি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেললাম না। এখন যদি সামান্যতম ভয়ের লক্ষণ ফুটে ওঠে আমাকে বধ করতে তেড়ে আসবে ও, কিংবা তার চেষ্টা করবে।

আমার বুকে বর্শার ফলা ঠেকাল কিওয়া, আমি সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখলাম। ডান হাতে লাগাম ধরে বাঁ হাত ওপরে তুললাম আমি, আস্তে করে বর্শাটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে

সোজা এগিয়ে গেলাম ঘোড়া হাঁটিয়ে।

বলতে কি, এ সময় ভয়ে কাঁপছিল আমার বুক, ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে পেছনে তাকানর দুঃসাহস করলাম না। আচমকা ঘাসের বুকে খসখস শব্দ তুলল অনেকগুলো খুর, কিন্তু তীব্র একটা কণ্ঠ থামিয়ে দিল ওদের। ইণ্ডিয়ানদের একজন, সম্ভবত কোন বুড়ো সর্দার হবে, আমার প্রাণ বাঁচাল। ঘোড়া হাঁটিয়ে অবিরাম এগিয়ে চললাম, দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে যেন কোন চাপকলের নিচে মাথা পেতে রেখেছি।

অবশেষে একসময় পেরিয়ে এলাম খাঁজ, তারপর এমনভাবে ছোটালাম জেব্রা ডানকে যেন জাহান্নামের আগুন তাড়া করছে আমাদের।

একটু বাদে গতি হ্রাস করলাম আমি, ট্রেইল ছেড়ে ডানে সরে গিয়ে নেমে গেলাম একটা ঝরনায়, পানি ভেঙে পশ্চিম দিকে এগোলাম মাইল ছয়েক।

পানির ভেতর দিয়ে চললেই যে সবসময় ট্রেইল লুকান যায় এমন নয়। এখানে স্রোত কম, পানি টলটলে, ফলে অন্তত ঘণ্টাখানেক ঝরনার বুকে রয়ে যাবে আমার ঘোড়ার ট্র্যাক। তাই চট করে যাতে ট্র্যাক দেখা না যায়, উজানে পৌঁছে কয়েক জায়গায় মাটি ফেলে ঘোলা করে দিলাম স্রোত। এখন পানি আবার পরিষ্কার হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগবে।

সম্ভবত আমার সাহস দেখেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা, কিংবা আরও বড় শিকারের আশায় আছে। তবে ফাঁড়া সম্পূর্ণ কাটেনি এখনও, আমার ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্রের লোভে রক্তগরম ছোকরাদের দু-একজন তাদের মত বদলে ফেলা অসম্ভব না।

একনাগাড়ে ট্রেইল ধরে ছুটছি আমি, মাঝে মাঝে ঘোড়াকে সামান্য বিশ্রাম দেয়ার জন্য মন্থর করছি চলার বেগ। চোখ-কান খোলা, সারাক্ষণ নজর রাখছি ব্যাক ট্রেইলের ওপর। অ্যান্টিলোপ দেখতে পাচ্ছি অহরহ, কখনও কখনও মোষ, ছড়ান-ছিটান পাল, যত উত্তরে যাচ্ছি ততই বাড়ছে সংখ্যা। কিন্তু আর কোন ইণ্ডিয়ানকে দেখতে পেলাম না।

একবার চাকার দাগ চোখে পড়ল, তবে সেগুলো কয়েক মাসের পুরান। ওই ট্রেইল অনুসরণ করে এগোলাম আমি, প্রতি রাতে ক্যাম্প করছি পানির ধারে, মাঝে মধ্যে ঘোড়াকে বিশ্রাম আর ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিতে শুয়ে-বসে থাকছি দুপুর অবধি।

যত সামনে এগোচ্ছি দুর্গম হয়ে উঠছে প্রকৃতি। ক্রমশ দাড়ির ঘন জঙ্গল গজাচ্ছে আমার মুখে, গা-হাতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে পথের কষ্টে। কখনও কখনও এমন মনে হয় যে আমার শরীরটাই বুঝি ধুলোবালু দিয়ে তৈরি, যে পানি খাচ্ছি তার অর্ধেকের বেশি নোনা। তবু রোজ রাতে আমার অস্ত্রশস্ত্র পরখ করি আমি, ময়লা সাফ করে সবসময় প্রস্তুত রাখি বিপদ মোকাবেলার জন্য।

উত্তরের কোন এক জায়গায় মেক্সিক্যান টাউন রোমেরো, আমি জানি। ছোট জায়গা, বেশ পুরান শহর। অধিবাসীদের সবাই ইণ্ডিয়ানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। অনেকে বলে ওরা কোমাঞ্চেরো, অস্ত্র জোগায় ইণ্ডিয়ানদের, বিনিময়ে ইণ্ডিয়ানরা পশ্চিমে আসা শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে যেসব মালপত্র লুট করে নেয় সেগুলো পায়। কোমাঞ্চেরোদের কেউ পছন্দ করে না, এমনকি ওদের নিজেদের লোকেরাও না। কিন্তু রোমেরোর লোকেরা কোমাঞ্চেরো, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

তবে আমার যাত্রাপথে আগে পড়বে বরেগোস প্লাযা—বলা যায়, কাছাকাছি এসে পড়েছি।

সকালে পালো ড্যুরো ক্যানিয়নে ঢুকলাম আমি, খাস কোম্যাঞ্চি এলাকায় রয়েছি বলে অস্বস্তি বোধ করছি। সন্ধ্যা অবধি ওখানেই একটা উইলো ঝোপের ভেতর বসে রইলাম, পুষ্ট ঘাস আর পানি খেয়ে সময় কাটাল ডান, তারপর ছায়ারা যখন ঝোপঝাড় আর পাহাড়ি ফাটল থেকে বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে, স্যাডলে চেপে আবার প্রেইরিতে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়লাম।

আমি যখন ঘোড়া হাঁটিয়ে জনপদে ঢুকলাম তখন বরেগোস প্লাযার ছোট্ট ক্যান্টিনাটা আলোয় ঝলমল করছে। ঘেউ ঘেউ করে উঠল কয়েকটা কুকু', এখানে-সেখানে অন্ধকার দরজায় নড়াচড়ার আভাস পেলাম। বরেগোস প্লাযায় ভবঘুরেরা সাধারণত সাদর অভ্যর্থনা পায়, তবে যেসব মেক্সিক্যান এখানে বাস করে তারা ওদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতেও ভোলে না। সীমান্তের রুক্ষ, বুনো এলাকা এটা, কালেভদ্রে সামান্য যে দু-একজন ভবঘুরে আসে তারাও প্রায়শ রুক্ষ, বেয়াড়া প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ক্যান্টিনার সামনে নেমে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধলাম আমি, মাথা নুয়ে ঢুকলাম দরজা দিয়ে। প্রায় বিশ ফুট লম্বা বার আছে একটা, কামরার দুপাশে দুটো করে মোট চারটে চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে। শাদা শার্ট পরনে মোটাসোটা এক মেক্সিক্যান দাঁড়িয়ে আছে বার কাউন্টারে, কনুই দুটো বারের ওপরে রাখা। দুজন ভ্যাকুয়েরো ওর সামনে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে, ওদের পরনে বাকস্কিনের পোশাক। কোণের একটা টেবিলে দুজন বৃদ্ধ বসে আছে, ওদের

একজনের চুল পাকা।

মাঝারি আকারের কামরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা, মেক্সিক্যান-দের ঘরদোর যেমন হয়। সবকটা চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে। সোজা বারে গিয়ে ড্রিংকের ফরমাস দিলাম আমি।

'অনেক দূর থেকে এসেছ, সিনর ?'

'বহুদূর··· কিওয়া ওআর পার্টির সামনে পড়েছিলাম।'

'তোমার কপাল ভাল। এখনও বেঁচে আছ।'

'ইন্ডিয়ানদের মতিগতি বোঝা কঠিন। আমি ওদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। কেউ কিছু বলেনি।'

দৃষ্টি বিনিময় করল লোকগুলো। ওরা জানে কিওয়াদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে আসতে বুকের পাটা লাগে, জানে আমি যদি এতটুকু দুর্বলতা দেখাতাম তাহলে বাঁচতে পারতাম না। কিন্তু লোকে জানে না আসলে তখন কিরকম ভয় পেয়েছিলাম আমি, তবে আগ বাড়িয়ে সেটা কারোকে বলার ইচ্ছেও আমার নেই।

'নিশ্চয় তোমার খিদে পেয়েছে, সিনর ? একটু বস আমার স্ত্রী তোমাকে খাবার এনে দেবে।'

'ধন্যবাদ।' একটা টেবিলের কাছে হেঁটে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম আমি, টুপি খুলে বিলি কাটলাম চুলে। এত ক্লান্ত লাগছে যে মনে হয় এখানেই ঘুমিয়ে পড়ি।

মাঝবয়েসী এক মহিলা আমার খাবার পরিবেশন করল। মটর-শুঁটি দিয়ে গরুর মাংস, মশলাদার ডিম ভাজা, আর এক পট কফি। সাপারের সময় গত হয়েছে প্রায়, অন্যেরা বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়াল। বারটেণ্ডার এগিয়ে এসে বসল আমার সামনের একটা চেয়ারে, নিজের জন্য গরম কফি ঢালল একটা পেয়ালায়।

'আমার নাম পিয়ো,' বলল মেক্সিকান। 'থাকার ঘর লাগবে তোমার?'

'না, এত বেশি বাইরে ঘুমিয়েছি যে ভেতরে এখন আর ঘুম হতে চায় না। কোন গাছতলায় রাত কাটিয়ে দেব।'

'নিশ্চিন্তে থাকতে পার। এখানকার লোকজন ভাল, তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

'নতুন আর কেউ এসেছে এর মাঝে?'

'একজন···গতকাল। তবে বেশিক্ষণ থাকেনি। হাবভাবে মনে হল কেউ বোধহয় পিছু নিয়েছে ওর।'

আমার চোখের দিকে তাকাল বারটেণ্ডার, ওকে স্মিত হাসি উপহার দিলাম আমি। 'আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ, বন্ধু। আমি কারোকে খুঁজছি না! উত্তরে যাব, রোমেরো পর্যন্ত। তারপর যদি অবস্থা ভাল মনে হয়—কলোর‍্যাডোর মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে ঢুঁ মারতে পারি।'

বুঝতে পারছি আমার কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তবে ও লোক ভাল, পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে খারাপ ধারণা পোষণ করে না কারো সম্পর্কে।

এসব ছোটখাট শহরের লোকদের মন-মেজাজ ভালই বুঝি আমি। এরকম শান্ত জায়গায় গোলমাল পাকানর ইচ্ছে আমার নেই। এখনও এসব জায়গা শান্ত রয়েছে কারণ এখানকার লোকজনকে ঘাঁটায় না কেউ। বরেগোস প্লাযার কথাই ধরা যাক। প্রত্যেকটি বাড়িতে বাফেলো গান আছে ·স্তত একটা করে, এবং এই শহরের লোকেরা তার ব্যবহারও জানে। ইণ্ডিয়ান, দাঙ্গাবাজ লোকদের সাথে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আছে এদের, লড়াই করেই টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের অস্তিত্ব। পশ্চিমের এসব ছোট শহরে কেউ যদি ঝামেলা পাকাতে

চায় তবে তার কপালে নির্ঘাত দুঃখ আছে। তাছাড়া আমি বাজি রেখে বলতে পারি, নিউ মেক্সিকোতে আমি যে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলাম পিয়ো তার খবর জানে। এধরনের খবর বাতাসের আগে ছড়ায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরে এসে ঘোড়া নিয়ে তৃণভূমিতে গেলাম আমি। তারপর জিন খসিয়ে যত্নের সাথে মালিশ করলাম ওর গা, পিয়োর কাছ থেকে যে ভুট্টাগুলো এনেছিলাম তা খেতে দিলাম। পশ্চিমের ঘোড়াগুলো ভুট্টা একরকম খেতে পায় না বললেই হয়, সেদিক থেকে আমার জেব্রা-ডান নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। ওর কথা ভাবতে গিয়ে সেই বুড়োর কথা মনে পড়ে গেল আমার। খুব দয়ালু মানুষ, ওই চরম বিপদের সময় ও আমাকে ঘোড়াটা না দিলে এতক্ষণে আমি নরকে পচতাম।

তৃণভূমিতে আসার আগে পর্যন্ত ভীষণ ভয়ে ভয়ে ছিলাম আমি, কেবলই মনে হচ্ছিল আবার হয়ত আমাকে ছট করে পালাতে হতে পারে।

নিঝুম রাত। হাওয়ায় কটনউডের শাখায় মৃদু খসখস শুনতে পাচ্ছি। শহরের বাজার এলাকা থেকে অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছে। কাছেই যে টিবিটা রয়েছে তার মাথায় বসে আছে একটা কয়োট, নক্ষত্রদের গান শোনাচ্ছে। পনচোর ওপর দুটো কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম আমি, বাচ্চাছেলের মত ঘুমালাম···এমন বাচ্চা যে তার জীবনে এরকম একটা রাতের কথা জানে না যখন কোন না কোন বিপদ তার হয়নি।

সূর্যোদয় আমার কাছে সবসময় একটা সুখকর অভিজ্ঞতা। রাস্তার ধারে কুয়োর পানিতে মুখ ধুয়ে আড়চোখে ক্যান্টিনার সামনে দাঁড়ান

নাকবোর্ডটার দিকে তাকালাম আমি, এক মেক্সিক্যান তাজা ঘোড়া জুড়ছে গাড়িতে। বিরাট বিরাট প্রাচীন কটনউডের ছায়ায় ঘেরা ছোট্ট রাস্তাটিতে জিনের ঝনঝন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াবার কাজ সারলাম আমি, গত এক বছরের মধ্যে একটা চিরুনি কেনার সামর্থ আমার হয়নি, দুবেলার দুমুঠো খাবারের পেছনেই শেষ হয়ে গেছে সব পয়সা। স্যাডলব্যাগ থেকে ক্ষুর বের করার আগে জিন চাপালাম ঘোড়ার পিঠে, তারপর আন্দাজের ওপর নির্ভর করে দাড়ি কামালাম। এতে করে কিছুটা ভাল দেখাবে চেহারা, যদিও বড়াই করার মত চেহারা না আমার, অন্তত আমার এই ভাঙা নাকটা নিয়ে তো নয়ই।

যখন শেষ হল দাড়ি কামান, শেভিং লোশনের পরিবর্তে চোয়ালে হুইস্কি মাখলাম খানিকটা, তারপর ঘোড়া হাঁটিয়ে হিচ রেইলের কাছে গেলাম। আমার মত জীবনযাপন যারা করে তারা কখনও পিস্তল বা একটা স্যাডল হর্স ছাড়া পা বাড়ায় না কোথাও।

ভেতরে ঢুকতেই দেখলাম একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়ো। তিনজন মানুষ বসেছিল ওখানে, তবে আমার চোখ পড়ল আগে মেয়েটার ওপর।

তরুণী···বছর সতের হবে। ওই বয়সে বা এর পরপরই বেশির ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। কালচে লাল চুল, বাদামি চোখ···এককথায় সুন্দরী···অধিকাংশ মেয়ের চাইতে লম্বা···সঙ্গীতের মত সুষমিত শরীর।

বুড়োমত এক লোক রয়েছে ওর সাথে। পেটা স্বাস্থ্য। চোখ দুটো ধূসর, কঠিন। কাঁচা-পাকা গোঁফ। একনজরে বোঝা যায় আপস কাকে বলে জানে না ওই লোক, যে-কেউ তার সঙ্গে বেঈমানি

করার আগে দুবার ভাববে। তৃতীয়জন দোআঁশলা···বরং বলা ভাল, আধা-ইন্ডিয়ান। হালকা-পাতলা গড়ন, মাঝবয়সী।

আমি একটা টেবিলে বসতে নাস্তা নিয়ে এল পিয়োর বউ। প্লেট উপচে পড়ছে খাবার। বুঝলাম, একরাতেই মহিলা বুঝে গেছে আমি খাইয়ে মানুষ, আর সেও লোক খাইয়ে আনন্দ পায়।

বার দুয়েক বুড়ো তাকাল আমার দিকে, একবার মেয়েটা। আমি শুনতে পেলাম রোমেরোর ব্যাপারে কি যেন বলছে পিয়ো, তবে দূর থেকে বুঝতে পারলাম না ভাল করে।

খানিক বাদে আমার টেবিলে এসে বসল ও। বউকে আরেক পট কফি দিতে ইশারা করে আমার-টা খেয়ে ফেলল।

'ওরা,' বলল পিয়ো, 'উত্তরে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা?'

'ওদের জন্য ভয় হচ্ছে আমার। অল্পবয়েসী, মানে সিনোরিটা। সঙ্গের লোক দুজন ভাল—কিন্তু পাহাড়ি না।'

'তাহলে এদিকে এসেছে কেন? এরকম জায়গায় সুস্থ মাথায় কেউ মেয়েছেলে নিয়ে আসে না।'

শ্রাগ করল পিয়ো। 'আমি নিয়ে এসেছি আমার-টাকে। নিরুপায় হলে অনেক কিছুই করতে হয়। হয়ত ওদের যাবার মত আর কোন জায়গা নেই।'

এক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে তর্ক জুড়তে পারতাম আমি, কিন্তু পরের ব্যাপারে অহেতুক মাথা ঘামাতে চাইলাম না। আর অল্পক্ষণের মধ্যে আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে, সম্ভবত আর কখনই আসব না এ পথে।

এখন আমি কেবল ন্যাথান হিউমের সেই প্যাক ট্রেনটার কথা

ভাবছি। সত্যিই যদি ওদিককার পাহাড়ে অত সোনা থেকে থাকে আমার বোধহয় একবার খুঁজে দেখা উচিত। পেছনে যে দলটাকে ফেলে এসেছি তাদের সঙ্গে আবার দেখা হোক এটা আমার ইচ্ছে না, তবে ওদের আগেই আমার ওখানে পৌঁছাবার সম্ভাবনা বেশি।

'সিনর, সবাই বলাবলি করছে তুমি নাকি একজন আউট-ল?'

ওর দিকে তাকালাম আমি, জবাব দিলাম না। তা অবশ্য বলে লোকে, কিন্তু ওই খেতাবটা আমার মোটেও পছন্দ নয়।

'আমার ধারণা তুমি সৎ লোক, সাহসী। তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।'

'তোমার যা খুশি ভাবতে পার।'

'ওই তিনজন · ওদের সাহায্য দরকার।'

মটরশুঁটির প্লেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছিলাম, মাঝপথে থেমে গেলাম। 'না, ওসব হবে না,' বললাম। 'আনাড়ি লোক নিয়ে পথ চলতে পারব না আমি—বিশেষ করে ওরকম ভয়ঙ্কর জায়গায়।'

'আমি ভেবেছিলাম হয়ত পারবে।'

'আরেকবার ভাব—ভাল করে। ইণ্ডিয়ান এলাকায় আমি ঝাড়া হাতে-পায়ে চলি। এতে করে বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা সহজ হয়। লুকিয়ে পড়া যায় ঝটপট। কিন্তু বাকবোর্ড নিয়ে তা সম্ভব হবে না। চাকার দাগ লুকাতে পারবে না তুমি। ওরা যেখানেই যাক, এখান থেকে নিশ্চয় সেটা দূরের পথ। তাছাড়া, পাহাড়ে কিছু কাজ আছে আমার।'

'মেয়েটা সুন্দরী। কোমান্‌চিরা···'

'খুউব সাংঘাতিক।'

চুপ করে রইল পিয়ো। নিজের সম্পর্কে আমার যা ধারণা ও

সম্ভবত আমাকে তার চেয়ে বেশি চিনতে পেরেছিল। তাই চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল, আর আমি বোকার মত তাকালাম ওই মেয়েটার দিকে। মনে হল বুড়ো ভদ্রলোক হয়ত ওর বাবা হবে। আর দোআঁশলা ওদের গাইড।

এত নিষ্পাপ কচি সুন্দর চেহারা ওর যে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম অন্যদিকে, ভয় হল পিয়ো যা চাইছে শেষমেষ হয়ত সেই বোকামিটাই করে বসব। তবু অমন তরতাজা সুন্দর একটা মেয়ে কোমান্‌চিদের হাতে পড়লে তার কি দশা হবে না ভেবে পারলাম না আমি, কোন মানুষই তা না ভেবে থাকতে পারে না।

পুবে ইণ্ডিয়ানরা অনেকটাই শান্ত আর সংখ্যায়ও কম। ওখানকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ ওদের গরিবীর কথা ইদানীং বলতে শুরু করেছে জোরেশোরে। কিন্তু পশ্চিমের পাহাড়ে যেসব ইণ্ডিয়ান রয়েছে, তাদেরকে যখন উইনচেস্টার কিংবা বর্শাহাতে ঘোড়ার পিঠে দেখা যায় তখন কিন্তু তার মাঝে কোনকিছুরই কমতি থাকে না। জন্মগত-ভাবে ওরা লড়াকু, হিংস্র···অচেনা লোক মানেই তার চোখে শত্রু, আর শত্রুকে ধরতে পারলে তাকে হত্যা করাই ওদের রীতি। তবে তার আগে ওরা নির্যাতন চালিয়ে দেখে লোকটা কতখানি সাহসী।

পশ্চিমে যেসব ইণ্ডিয়ান গোত্রের বাস—কোমান্‌চি, কিওয়া, অ্যারাফোস, উতে, শাইয়েন, স্যুক্স, অ্যাপাচি—তাদের প্রায় সকলের সাথেই কোন না কোন সময় লড়াই হয়েছে আমার। ওদের কারো কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল, কিন্তু যুদ্ধের মাঠে ইণ্ডিয়ানরা ভয়ঙ্কর, কার আগে কে লড়তে যাবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যায় ওদের মধ্যে।

ইণ্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে যখন কোন লোক চলাফেরা করে

তখন সে যতটা পারে নিঝঞ্ঝাট থাকতে চেষ্টা করে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস নেয় না সঙ্গে। আড়ালে আড়ালে চলে সে, পারতপক্ষে রাতে ঘুমাবার সময় আগুন জ্বালায় না। এতকিছুর পরও, সেই লোক যদি ধর্মভীরু হয় তবে তার জানমালের নিরাপত্তার জন্যে সে প্রার্থনা করে খোদার দরবারে। ইন্ডিয়ান এলাকার যত গভীরে যায় মানুষ তত বাড়তে থাকে তার প্রার্থনা। যত রকম উপায়ে সম্ভব, বাঁচার তাগিদে তার সবগুলোই ঘেঁটে দেখে মানুষ।

ভেড়ার পালের কথা বলল পিয়ো। গরুবাছুরের কথা বলল। ওর বিশ্বাস টেক্সাসের গরু ব্যবসায়ীরা খুব শিগগিরই তাদের গরুবাছুরের পাল নিয়ে এসে হাজির হবে প্যানহ্যান্ডেল অঞ্চলে। ঘোষ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, ইন্ডিয়ানদের বিতাড়িত করা হবে, তারপর আসবে গবাদি পশু।

'আর সবশেষে কৃষকরা,' বিরক্তির সঙ্গে বললাম আমি। আমার জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই চাষী, অবশ্য ক্রিক মাউন্টিনের অনুর্বর ঢালে ওরা যেটা করে তাকে যদি চাষ করা বলে তবেই, কিন্তু এখানে কোন চাষী আসুক আমি তা চাই না।

'না, এখানে চাষবাস জমবে না,' বলল পিয়ো। 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম। বড্ড বেশি বাতাস। ঘাস থাকায় তবু যা একটু রক্ষা।'

'জানি,' একমত হলাম আমি। প্লেটের শেষ খাবারটুকু চেঁছে-মুছে খেয়ে যোগ করলাম, 'শেষ যে ধুলোঝড়টা হয়েছিল আমাদের দেশে তাতে ক্যানসাসের ধুলোর স্বাদ পেয়েছিলাম আমরা। আমি ব্র্যাজোসের এক লোককে জানি, ধুলোর স্বাদে বলতে পারত সে কোন জায়গায় আছে।'

ঠিক তখনই বিরাট একটা ভুল করে বসলাম আমি। আবার

তাকালাম সেই মেয়েটার দিকে। অবশ্যই একটা কথা বুঝতে হবে সবাইকে বহুকালের মধ্যে কোন শেতাঙ্গ মেয়ের দেখা পাইনি আমি, আর এ মেয়েটা ছিল তুলনাহীন।

'ঠিক আছে, পিয়ো,' বললাম আমি। 'তোমার কথাই রইল। ওদের বলে দাও, ওদেরকে আমি রোমেরো পর্যন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করব।'

'বুয়েনো!' স্মিত হাসল পিয়ো। 'আমি জানতাম, অ্যামিগো, তুমি ঠিক এ কাজটাই করবে। আমি বলব ওদের। বলব একটু সবুর করতে, বলব তুমি ভাল মানুষ।'

আমি? অনেক, অনেক দিন পর এই প্রথম নোয়েল ওসমান সম্পর্কে এরকম কথা বলল কেউ। হ্যাঁ, ওরা এ কথা বলে, 'পিস্তলে ওর হাত ভাল,' কিংবা, 'ভাল কাউহ্যান্ড,' 'ভাল ঘোড়সওয়ার,' কিন্তু আমি ভালমানুষ এটা বলে না।

এ ধরনের সমস্যা মানুষের জীবনে আসে, কিন্তু এগুলো এড়িয়ে চলতে হয় তাকে। প্রথম যে জিনিসটা জানে মানুষ তা হচ্ছে লোকে যা ভাবে তার আচার-ব্যবহার সেরকম কিনা। তারপর বুঝতে চেষ্টা করে সে কোন্ ধরনের আউট-ল?

আবার মেয়েটার পানে তাকালাম, ও আমাকে মিষ্টি এক টুকরো হাসি উপহার দিল। বুঝলাম ওর সঙ্গে আমার বনবে। দোআঁশলা সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি, দোআঁশলাদের সাথে সাধারণত আমার পরতা হয়। কিন্তু বুড়োকে ভীষণ শক্ত বলে মনে হল। বুনো ষাঁড়ের মতই গোঁয়ার হবে।

যাই হোক, তবু কাজটা করে দেব আমি। আপাতত আরেক কাপ কফি খাওয়া যায়।

পাঁচ

যে টেবিলে আমি বসে আছি সেখান থেকে খোলা দরজা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। বাইরে ঝলমল করছে রোদ, কিন্তু সামনে একটা বড় গাছ থাকায় ক্যান্টিনার দোরগোড়া ছায়াচ্ছন্ন। রাস্তার ওপাশে কটনউড আর উইলোর ঝোপঝাড়, তার পেছনে তৃণভূমি, কাল রাতে যেখানে আমি ঘুমিয়েছিলাম।

চুপচাপ বসে রোদেলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভীষণ ভাল লাগছে আমার। ভাবছি আমার নিজের যদি এমন একটা জায়গা হত, ট্রেইলের ধারে ছোট্ট একটা ক্যান্টিনা, যেখানে মাঝে-মধ্যে মানুষজন এসে দুদণ্ড জিরোবে। এর চেয়ে শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি জীবন আর হয় না।

রাস্তার উলটো দিকে, একটু সরে, একটা জানালা আর দালানের কোনা দেখতে পাচ্ছি আমি। একটা চুনসুরকির বাড়ি, প্রায় ধসে পড়েছে। ছোটখাট, সম্ভবত এদিকে প্রথম যেসব বাড়িঘর তৈরি হয়েছিল ওটা সেগুলোরই একটা।

সেই তিনজন লোককে নিয়ে আমার টেবিলে ফিরে এল পিয়ো। দরজার খানিকটা আড়াল করে, চেয়ার টেনে বসল ওরা।

'সিনর নোয়েল ওসমান, তোমার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে

দিই,' বলল পিয়ো, 'সিনর জ্যাকব লুমিস আর সিনোরিটা পেনিলোপ হিউম। আর এ—স্লিঙ্ক।'

হিউম নামটা কানে যেতে মনে মনে চমকে উঠলেও, বাইরে আমার মুখের পেশী কাঁপল না এতটুকু। সহসা আমার মনে হল, আমরা সবাই একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি রোমেরোতে।

'হাউডি,' বলে চুপ করে রইলাম আমি। এখন থেকে কথা বলার পালা ওদের, সবটা না জেনে আমি কিছু বলছি না।

লুমিস নামের লোকটা মুখ খুলল। 'শুনলাম তুমি রোমেরো যাচ্ছ, আমাদের পথ দেখাবে। অবশ্য, এজন্য পয়সা পাবে তুমি।'

এই খানিক আগে পর্যন্ত আমাকে মজুরির ব্যাপারে কেউ কিছু বলেনি, এখন খালি পকেটে খবরটা শুনে ভাল লাগল।

'ঝুঁকি আছে,' বললাম, জানি এর ফলে কোনরকম প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেতে হচ্ছে না আমাকে। 'ভীষণ ঝুঁকি। কোম্যাঞ্চি আর কিওয়া ওঅর পার্টি ঘোরাফেরা করছে। দক্ষিণ থেকে মোষ শিকারীরা আসায় মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ওদের। তোমরা এখানে থাকলেই ভাল করবে।'

'এরকম মাঝপথে?' নিদারুণ বিরক্তি ঝরল লুমিসের গলায়। 'শোন, যুবক, আমাদের গাইড হলে তোমাকে আমরা পঞ্চাশ ডলার দেব। কোনরকম বিপদ এলে তোমাকেই সামলাতে হবে সেটা।'

'পঞ্চাশ ডলারের জন্য,' অকপটে স্বীকার করলাম, 'গোটা কোম্যাঞ্চি গোত্রের সাথে লড়তে পারি আমি।'

আমার চোখের কোনে একটা ছায়া ধরা পড়ল, দরজার বাইরে। লুমিসের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রোদজ্বলা রাস্তায় একটা মুরগি ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পেলাম না আমি। ধুলোর মাঝে একটা কিছু

খুঁটে খাচ্ছে মুরগিটা।

'তোমরা রোমেরোতেই থামবে?'

জানি, প্রশ্নটা না করলেও পারতাম, কারণ রোমেরোতে কেউই থামে না—যেসব মেক্সিক্যান ওখানে বাস করে তারা ছাড়া। অনেকগুলো ট্রেইল শেষ হয়েছে রোমেরো গিয়ে। ছোট্ট, শান্ত শহর। বাইরের মানুষদের যাতায়াত খুব কম।

'যখন সময় আসবে তখন ভেবে দেখব,' ঝাঁঝ ফুটে উঠল লুমিসের কণ্ঠে। বুঝলাম বুড়ো তার কাজের ব্যাপারে অন্যের নাক গলান পছন্দ করে না।

'বেশ,' বললাম আমি। 'ভোরে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি থেক তোমরা—মানে আলো ফুটলেই, দেরি করা চলবে না।'

'আমি ঠিক করব সেটা,' কর্কশ স্বরে লুমিস বলল। 'আমার হুকুমে চলবে তুমি।'

'না,' জবাব দিলাম। 'আমাকে গাইড হিসেবে চাইলে আমার কথায় চলতে হবে তোমাদের। যখন আমি বলব চল, চলবে, যখন থামতে বলব—থামবে। আর, কোনরকম আজেবাজে শব্দ করা চলবে না।' উঠে পড়লাম আমি, কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই ছায়ার ব্যাপারটা কেন যেন ভুলতে পারছি না, মন খুঁতখুঁত করছে। 'তুমি ভেবে দেখ, মিস্টার লুমিস, কি করবে। আকাশে আলো ফোটার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ব আমি। তোমাদের যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে, তৈরি থেক।'

আমার কথা পছন্দ হল না লোকটার। একটুও সহ্য করতে পারছে না আমাকে। তবে আমি গায়ে মাখলাম না। পঞ্চাশ ডলার অনেক টাকা, কিন্তু আমার জীবনের দাম তার চেয়ে বেশি। তাছাড়া,

এখানে যখন আসি মোটে কয়েকটা ডলার ছিল আমার সঙ্গে, যখন চলে যাব তখন তার বেশিটাই রয়ে যাবে কাছে।

তবে ওই মেয়েটার নাম আমার কান এড়ায়নি···হিউম। র‍্যাবিট ইয়ার্সে যে লোক সোনা লুকিয়েছিল তার নাম ছিল ন্যাথান হিউম। কেউ কেউ হয়ত ব্যাপারটাকে নিছক কাকতালীয় বলে ভাববে, কিন্তু আমি তা পারছি না।

চলে যাওয়ার জন্যে চেয়ার পেছনে ঠেলল লুমিস। হাতের কফি কাপটা নামিয়ে রেখে আমি বললাম, 'কয়েকজন লোককে দেখেছি ওদিকে যেতে। শহুরে লোক···দুজন যুবক আর একটা মেয়ে।'

মনে হল আমি যেন ওদের গালে চড় মেরেছি। 'নাম জিজ্ঞেস করিনি,' বললাম, 'তবে মেয়েটাকে ওরা সিলভি বলে ডাকছিল। মোট তিনজন ছিল—আমার পছন্দ হয়নি ওদের।'

পেনিলোপের চোখ দুটো শুধু আরেকটু বড় আর অন্ধকার হয়ে গেল, কিন্তু বুড়োকে মনে হচ্ছিল যেন মড়ার মত সাদা। আবার বসে পড়ল সে, ধপ করে, মিনিটখানেক কোন কথা বেরোল না গলা দিয়ে।

'তুমি দেখেছ ওদের?'

'হ্যাঁ···বাজে লোক, আমার কাছে মনে হয়েছে।' ভুরুর নিচ থেকে লুমিসের দিকে তাকালাম আমি। 'তুমি চেন ওদের?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল ও, তারপর শ্রাগ করল। 'না চিনলেই খুশি হতাম—ভয়ঙ্কর লোক।'

ফের উঠে দাঁড়াল লুমিস। বলল, 'এস, পেনিলোপ। শিগগিরই আবার সকাল হয়ে যাবে।'

ওরা বিদায় নেয়ার পর কৌতূহলী দৃষ্টিতে পিয়ো তাকাল আমার পানে। 'কি ব্যাপার, সিনর? কাদের কথা বললে তখন? লুমিস ভয়

পেয়েছে মনে হল।'

সিলভি আর তার দুই ভাই সম্পর্কে খানিকটা ওকে জানালাম আমি, যতটা জানালে ও নিজে হুঁশিয়ার থাকবে। 'আমার ধারণা ওরা বুঝতে পেরেছে ওরা ট্রেইল থেকে সরে গেছে, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে চাইছে না। আর এটাই আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে ওদের।'

আমার কথা পিয়োর বিশ্বাস হল কিনা জানি না, তবে আমি ওকে চিন্তাভাবনার খোরাক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম হাওয়া খেতে। বুড়ো কটনউডের নিচটা বেশ ঠাণ্ডা আর মনোরম। কাছেই একটা মেসোজমিতে চরছে জেব্রা ডান, পানিও রয়েছে ওর নাগালের মধ্যে। কিন্তু আমি ওই বাকবোর্ড কিংবা তার মালিকদের ব্যাপারে ভাবতে চাইলাম না আর কিছু।

রাস্তাটা ভালমত দেখতে পাব এরকম একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম গাছতলায়, ক্যান্টিনার উলটো দিকের সেই খালি বাড়িটার ওপর নজর রাখলাম। ওখানেই কি নড়াচড়ার আভাস পেয়েছিলাম তখন?

ধীরে ধীরে বয়ে চলল সময়, নজর রাখছি আমি, ঝিমোচ্ছি, কিন্তু একটা চোখ খোলা আছে—সামান্যতম নড়াচড়া হলেও দেখতে পাব। আমার চারপাশে ছায়া ঘনিয়েছে, মনে হয় না কেউ পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পাবে আমাকে। আমার ঠিক পেছনেই চরছে মাস্ট্যাং, কাজেই ওদিক থেকেও চোরাগোপ্তা আঘাত হানতে পারবে না কেউ।

অপেক্ষা করতে করতে আগামী দিনগুলোর কথা ভাবতে লাগ-লাম আমি। ভোরে শহর ছাড়ার পর, প্যুন্টা ডি অগাস ক্রীক ধরে উত্তরপশ্চিমে যাব। ক্রীকের দক্ষিণ পাড় দিয়ে এগোলে তিন-চার

দিনের ভেতরে আশা করি পৌঁছাতে পারব রোমেরোতে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে আমার সঙ্গীরা কেমন পথশ্রম সইতে পারে এবং কতটা বিপদাপদ আসে তার ওপর। কপাল ভাল হলে দিনে দশ থেকে বার মাইল পাড়ি দিতে পারব আমরা।

একটু বাদে অন্য একটা মেসোজমিতে ডানের লাগামের খুঁটা পুঁতলাম আমি, তারপর স্পারের ঝুনঝুন তুলে ক্যান্টিনায় ফিরে এসে বসলাম ভেতরে। পিয়ো চলে গেছে, তবে ওর বউ এসে আমাকে বাফেলো স্টিক, ডিম আর মটরশুঁটির তরকারি এনে দিল। এমন জায়গায় বসেছি আমি যেখান থেকে সেই চুনসুরকির বাড়িটার ওপর নজর রাখা যায়। মিনিট কয়েক পর, পেনিলোপ ডিউস ভেতরে ঢুকল।

মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি ততটা পটু নই। আমি রুক্ষ, বদমেজাজি ধরনের লোক, মারামারি বা এ জাতীয় কাজ ভাল পারি। মেয়েরা, বিশেষ করে সুন্দরী তরুণী হলে কথাই নেই, আমার জিভে যেন লাগাম পরিয়ে দেয় কেউ, মুখের ভেতরেই নড়তে থাকে অল্প অল্প। আজ পর্যন্ত যত মেয়ে আমি দেখেছি, তাদের মধ্যে পেনিলোপ নিঃসন্দেহে সেরা। দেখলে বোঝা যায় একটা সতেজ কচি মন আছে ওর, যখন হাসে তখন মনে হয় যেন বিজলি চমকাচ্ছে। আগেই বলেছি গড়পড়তা মেয়েদের তুলনায় পেনিলোপ লম্বা, স্বাস্থ্যও ভাল। যখন হাঁটাচলা করে, ওর যৌবনের ছন্দ দেখে যেকোন পুরুষের বুক উথাল পাথাল হবে।

'মিস্টার ওসমান, বসতে পারি?'

ক্লিফ মাউন্টিনে আমরা হয়ত বেশিকিছু শিখিনি, কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা এলে যে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হয় এটুকু অন্তত

জানি। তাই চট করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, প্রায় আমার কফি চলকে ফেলে, তারপর মেয়েটাকে বসিয়ে ফিরে এলাম নিজের চেয়ারে।

টেবিলের ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকাল ও। 'মিস্টার ওসমান, তুমি আমাদের রোমেরো যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেবে এজন্য আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু আমার বোধহয় আগেই তোমাকে সাবধান করা উচিত। পথে বিপদ হবে অনেক।'

-'আমার জন্মই বিপদের মাঝে।'

'জানি। কিন্তু সিলভি, র‍্যালফ আর শ্যানড্রুকে তুমি চেন না।'

'আচ্ছা, ওরা তাহলে তোমাদের পরিচিত। আর কোন নাম আছে ওদের ?'

'কার্নস। আমাদের আত্মীয়, তবে রক্তসম্পর্ক নেই। কিন্তু ওরা জানে···মানে জেনেছে। এমন একটা জিনিস জেনেছে যেটা কেবল আমারই জানার কথা ছিল, আর এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছাতে চাইছে।'

এ ব্যাপারে মেয়েটাকে কোন প্রশ্ন করলাম না আমি। ওদের বোধহয় বিশ্বাস ন্যাথাম হিউমের গুপ্তধনের খবর ওরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ওরা জানে কিনা বলতে পারছি না, তবে কোথায় লুকান সেটা ঠিক কেউই জানে না। তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমিই একমাত্র লোক না যে জানে ওই সোনার খবর। আমার সুবিধে একটাই : অন্যদের চাইতে আমি একটু বেশি জানি।

'হঠাৎ করে তোমরা সবাই এখানে এসেছ কেন ?'

'আমার দাদি মারা যাবার সময় তাঁর উইলে কতগুলো চিঠির কথা বলে যান যেগুলো আমি পাব। আমার বাবা-মা আগেই

মারা গেছেন। সিলভি আর র‍্যালফ তখন সেখানে ছিল, যদিও থাকার কোন অধিকার ছিল না ওদের। দাদি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি, তাছাড়া আগেই বলেছি, ওদের সাথে আমাদের কোনরকম রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু উইলটা যখন পড়ে শোনান হয় তখন ওরা হাজির ছিল। দাদি উল্লেখ করেছিলেন ওই চিঠিগুলোতে বলা আছে কোথায় পোঁতা রয়েছে ন্যাথান হিউমের সোনা।'

'নিশ্চয় পালিয়ে গিয়ে খবরটা জানিয়েছিল কেউ। মানে ন্যাথান হিউম নিহত হবার পর।'

'তুমি জান ?'

'নামকরা লোক ছিল। মিসৌরি আর স্যান্তা ফের মধ্যে নিয়মিত প্যাক ট্রেন নিয়ে যাতায়াত করত।'

'একটা নকশা আঁকেন দাদু, তারপর কয়েকটা কথা লিখে এক ইণ্ডিয়ান ছেলের হাতে দেন। দাদু ভেবেছিলেন ছেলেটা হয়ত পারবে পালাতে, যদি পারে চিঠিটা ও দাদির কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেবে। ওই চিঠিতেই বলা ছিল সবকিছু। তো পালাতে পেরেছিল ছেলেটা, এবং চিঠিটাও পাঠিয়েছিল দাদির ঠিকানায়।'

'সিলভির ব্যাপারটা কি ?'

'উইল পড়ার পর আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করল ও, র‍্যালফও। আমার জন্য চা বানাল সিলভি—কি হল চমকে উঠলে যে ?'

'আমাকে একবার কফি খেতে দিয়েছিল সিলভি।'

'তাহলে বোধহয় একই ব্যাপার হবে। আমাকে চা দিল ও, আমি সেটা আমার ঘরে নিয়ে গেলাম, তারপর নানান কাজে-কর্মে ভুলে যাই খেতে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম সিলভি

দাঁড়িয়ে আছে আমার টেবিলে, মোমের আলোয় পড়ছে চিঠিগুলো।

'আমি কেড়ে নিলাম ওগুলো, কিন্তু সিলভি খেপে উঠল—ভয় দেখাল আমাকে, বিদ্রূপ করল, বলল কোন সোনা নেই, আর থাকলেও আমি পারব না নিতে।'

সূর্য এখন কটনউড ঝোপের পেছনে হেলে পড়েছে, আড়াআড়িভাবে ছায়া এসে পড়েছে রাস্তার এপাশে। একটা কুকুর দৌড়াচ্ছিল আপনমনে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, মনে হল কোন কারণে বিচলিত বোধ করছে ও। নাক টানল বাতাসে, একটা কিছুর গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল।

এরকম শীতল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে পেনিলোপ হিউমের সঙ্গে গল্প করতে আনন্দ লাগছে আমার।

'তুমি বলছ তোমার বাবা-মা মারা গেছে। তাহলে লুমিস—ও কে?'

'বাবার বন্ধু। দাদারও। নিজে থেকেই সাহায্য করতে চেয়েছে। স্লিক ফোর্ট গ্রিফিনে খুঁজে নিয়েছে আমাদের, কিংবা আমরা ওকে। খুব বিশ্বস্ত।'

আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে ও। এখন রাস্তার ওপাশের চুনসুরকির দালানটার ব্যাপারে যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটার উত্তর যদি আমি দিতে পারতাম, খুশি হতাম। তবে আন্দাজ করতে পারছি কিছুটা। কুকুরটাকে লক্ষ্য করছিলাম আমি। বেশ বড় কুকুর, নেকড়ের জাতভাই, নেকড়ের মতই সন্দেহপ্রবণ।

অন্যান্য ব্যাপারে আলাপ করলাম আমরা, পেনিলোপ আর আমি। ওর নিউ ইয়র্কের বাড়ির কথা আমাকে বলল ও, আমি টেনেসি সম্পর্কে কিছুটা, তবে বেশির ভাগই বললাম আমরা এখন

যেখানে আছি সেই জায়গা সম্পর্কে।

'এখানকার মানুষরা রুক্ষ, ম্যাম। ভাল-মন্দ দুরকমই আছে। কিছু কিছু লোক এসেছে পালিয়ে, আগে যেখানে ছিল হয়ত সেখানে ঝামেলা হয়েছিল কোন। প্রথম যারা বসতি করেছে পশ্চিমে, সেইসব পরিবারের লোকজন পাবে। একটা অশিক্ষিত কাউহ্যাণ্ড, পড়ালেখা জানে না, অথচ দেখবে সেও জীবন সম্পর্কে জানে অনেক কিছু।

'মুশকিল হয়েছে, বেশির ভাগ লোক এসেছে টাকা কামানর ধান্দায়, ওদের লক্ষ্য পকেট ভারি করে চলে যাওয়া। কে মরল কে বাঁচল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওদের—টাকা কামাতে পারলেই হল।'

কথা বলছি, কিন্তু আমি ভাবছি এমন একটা মেয়ের সঙ্গে কেমন দেখাচ্ছে আমাকে। বলতে গেলে কিছুই নেই আমার, চাল চুলোহীন, ভবিষ্যতেও হবে এ আশা কম।

'আমি বরং যাই,' বলল পেনিলোপ। 'মিস্টার লুমিস জানলে রাগ করবে।'

'আমার কাছে তোমার কোন ভয় নেই, ম্যাম,' বললাম। 'তবে আমি কিন্তু অন্ধের মত বিশ্বাস করি না কাউকে। ন্যাথান হিউমের ব্যাপারে তুমি যা জান, সেটা জানার জন্য অনেকে খুন পর্যন্ত করতে পারে তোমাকে।'

'সিলভিদের কথা বলছ? জানি।'

'কেবল ওরা না,' বললাম আমি। 'মেয়েমানুষ, টাকা-পয়সা, এসব ব্যাপারে খুব বেশি লোককে বিশ্বাস করতে নেই।'

তোমাকেও না, মিস্টার ওসমান?'

'আউট-ল বলে আমার দুর্নাম আছে,' আমি বললাম,

ছয়

ভোরে ক্রিঙ্ক যখন ঘোড়া বের করল তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক অন্ধকার, কেবল কটনউডের ওপাশে ফিকে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঝোপের ভেতর এখনও রাত। বাকবোর্ডের কাছেই জেব্রাডানকে বাঁধলাম আমি, তারপর রাইফেলহাতে ক্যান্টিনায় ঢুকলাম।

মোম জ্বলছে ঘরে। ইষদুষ্ণ পরিবেশ। নাস্তার গন্ধ আসছে রান্না ঘর থেকে। লুমিস আগেভাগে এসে বসে আছে টেবিলে, ঘুমের আড়ষ্টতা এখনও যায়নি চেহারা থেকে, কেবল চোখ দুটো জেগে আছে পুরোপুরি। একটা চেয়ার টেনে ওর উলটো দিকে বসলাম আমি, একটু বাদে যখন পা চালিয়ে পেনিলোপ হাজির হল উঠে দাঁড়িয়ে আমি ওকে বসতে সাহায্য করলাম। লুমিস ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল আমার উদ্দেশে।

পেনিলোপের সাথে মাখামাখির চেষ্টা করছি মনে করে ও আমার ওপর বিরক্ত হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমি আমল দিলাম না। ভূতের মত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল ক্রিঙ্ক, টেবিলের শেষমাথায় বসে পড়ল।

রান্নাঘর থেকে একরাশ খাবার এনে টেবিলে পরিবেশন করল পিয়োর বউ, তারপর একটা ধূমায়িত কফির কেতলি নিয়ে এল।

নীরবে খেতে শুরু করলাম আমরা, প্রত্যেকেই ঘুম-ঘুম বোধ করছি। বুঝতে পারছি সামনের রাস্তার কথা এখন ভাবা উচিত আমার, কিন্তু আমি গতকালের সেই কুকুরটার কথা ভুলতে পারছি না কিছুতেই।

ওই চুনসুরকির বাড়িতে যে লোকই ছিল, কুকুরটা তাকে খুঁজে পাবার আগেই সে চলে গেছে। কিভাবে গন্ধ শুঁকে বাড়িটার কাছে গিয়েছিল ও, ডাকছিল ঘেউ ঘেউ করে মনে পড়ল আমার। আর কেউ ওকে লক্ষ্য করেছে বলে মনে হয় না।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল কুকুরটা, আমি উঠে রাস্তা পেরিয়ে ওকে অনুসরণ করেছিলাম। আমাকে চিনত ও, এর আগের রাতে আমি যখন ঘেসোজমিতে ঘোড়া বাঁধি ও কাছে এসে আমার গন্ধ শুঁকেছিল, সকালে পিয়োর বাসার আশেপাশে দেখেছে। একবার কেবল আমাকে দেখল ও, তারপর খালি ঘরের মেঝেতে গন্ধ শুঁকে বেড়াল।

বাসার পেছনে ছাপরা আছে একটা। সেখানে গিয়ে দেখলাম কোথায় ঘুমিয়েছিল লোকটা, অনেকগুলো সিগারেটের টুকরো পড়েছিল মেঝেতে। সন্দিগ্ধভাবে গন্ধ শোঁকে কুকুরটা, তারপর বেরিয়ে পেছনের ভাঙা দেয়ালটার কাছে যায়। এর অর্থ, লোকটা ওই পথে সরে পড়েছিল।

কে হতে পারে ? স্টিভ হুকার ? মনে মনে ভাবলাম আমি।

আমরা যখন বাইরে বেরোলাম তখনও অন্ধকার। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে গুড়িগুড়ি। ওরা উঠে বসতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে মৃদু প্রতিবাদ জানাল পুরান বাকবোর্ডটা। লাগাম গুছিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ক্রিঙ্ক।

আমি স্যাডলে চেপেছি এই সময় পিয়ো বেরিয়ে এল। 'আমার কেমন যেন লাগছে, অ্যামিগো,' বলল ও। 'সিনোরিটার বোধহয় বিপদ হবে। ওকে আমাদের ভাল লেগেছে, মানে আমার আর আমার বউয়ের।'

'ওর বড় শত্রুরা পেছনে আছে। কাল যাদের কথা বললাম। ওদেরকে কিছু বলবে না।'

'অ্যাডিওস,' বলল ও। পিয়োকে ক্যান্টিনার দোরগোড়ায় রেখে বাকবোর্ডের পেছনে রওনা হলাম আমি।

ক্যানাডিয়ান নদী পেরোলাম আমরা। বছরে এ সময়টা একরকম শুকিয়ে থাকে বলে বালুর ওপর দিয়ে চলতে বিশেষ অসুবিধে হল না। নদীর পাশ দিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি, অসংখ্য ছোটখাট নালা নর্দমা এড়ানর জন্য পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকছি সবসময়। তবে মাঝে মাঝে নামছি নদীবক্ষে, আমাদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে ছোট ছোট ঢেউ জাগছে ক্ষীণ স্রোতে। যখন বেলা উঠল আমরা তখন আমাদের যাত্রাপথের অনেকদূর পাড়ি জমিয়েছি।

আগে বেড়ে আশপাশের এলাকা জরিপ করলাম আমি, দেখলাম ইণ্ডিয়ান বা অন্য কেউ কাছেপিঠে ওত পেতে আছে কিনা। ডাইনে-বাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা করলাম। অধিকাংশই ভেড়া বা মোষের পায়ের ছাপ, বরেগোস প্লাযার দিক থেকে এসেছে।

বৃষ্টির ঝাপটা বাড়তে সবাইকে নিয়ে নদী থেকে উঠে এলাম। এসব জায়গায় আচমকা ঢল নামতে বেশি সময় লাগে না, পাহাড়ে কেমন বৃষ্টিপাত হয়েছে আমি জানি না।

নদী থেকে যখন প্রায় মাইলখানেক সরে এসেছি আমরা তখন সামনে উইলো ঝোপঝাড়ের ভেতরে নড়াচড়ার আভাস পেলাম

আমি, তারপর নদীর ধার থেকে উঠে এল দুজন ঘোড়সওয়ার। এত দূর থেকে ওদের চেহারা ভাল করে দেখতে পেলাম না আমি, তবে ওরা তাকাল না আমাদের দিকে, সোজা এগিয়ে গেল।

ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে ওদের ট্র্যাক পরখ করতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল আমার। পাড়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিল ওরা, বেশ অনেকক্ষণ বসেছিল। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি, উবু হয়ে সেদিকে তাকালাম আমি। নিশ্চয় ওরা আমাদের নদী থেকে উঠে আসতে দেখেছে।

সন্দেহ নেই ওরা অ্যামবুশ করার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমরা স্রেফ বরাতজোরে বেঁচে গেছি। ওরা কারা? দূরের ওই মেঘ আর বৃষ্টিটা যদি আমাকে চিন্তায় না ফেলত সরাসরি অ্যামবুশের মধ্যে গিয়ে পড়তাম আমরা, নিশ্চিত শিকার হতাম ওদের গুলির।

ওরা যেখানে অপেক্ষা করেছিল তার সামনে ঘন ঝোপঝাড় রয়েছে, কিন্তু কিছু ডালপালা ভেঙে গুলি ছোঁড়ার চমৎকার রাস্তা তৈরি করে নিয়েছিল ঘোড়সওয়ার দুজন। প্রথম দুটো গুলির একটায় মারা পড়তাম আমি, আর অন্যরাও পালাতে পারত না।

ওই লোক দুটো পশ্চিমের মানুষ; ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গি দেখেই বুঝেছি। নিজেদের কাজে অভিজ্ঞ। স্মৃতির পাতা হাতড়াতে শুরু করলাম আমি, ওদের পরিচয় জানার আশায় সূত্র খুঁজলাম।

ভাড়াটে লোক, সন্দেহ নেই। বাজি রেখে বলতে পারি এটা। গ্রিফিন বা ফোর্ট ক্যান্টন হিলের কাছেপিঠে কে কে থাকতে পারে যাদের ভাড়া করা যায়?

যে নামগুলো মনে পড়ল তার কোনটাই সুখকর না। এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজনকে আমি চিনি, তাদের যেকোন একজনই

ঝামেলা বাধাবার জন্য যথেষ্ট। যে দুজন ওত পেতেছিল আমাদের জন্য তারা দক্ষ লোক, ঘুম হারাম করবার মত।

ঘোড়া হাঁটিয়ে ঝোপের বাইরে এলাম আমি, বৃষ্টি মাথায় করে রওনা হলাম সবুজ ঢাল বেয়ে। ভাবছি সোনা অনুসন্ধানীরা সবাই যখন একযোগে র‍্যাবিট ইয়ার্সে গিয়ে পৌছাবে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে···নাকি আমরাই ওখানে যাব সকলের আগে?

'কে লোকগুলো?' আমি বাকবোর্ডের কাছে ফিরে আসতে জানতে চাইল লুমিস।

চোখ তাহলে খোলা রেখেছিল ও। 'শিকারী···বড় জিনিস শিকার করে, মিস্টার লুমিস। ওদের লক্ষ্য আমরা।'

'আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল?' চোখ কপালে উঠল লুমিসের। 'কারা হতে পারে?'

'ভাড়াটে লোক—নগদে এসব কাজ করে যারা। দক্ষ লোক। আমাদের কপাল ভাল, পার পেয়ে গেছি এবার। কিন্তু বারবার ভাগ্যের জোরে বাঁচতে পারব না। মিস্টার লুমিস, তোমার এই কাজটা নেয়ার সময় জানতাম না, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি ওদের খোঁজে যেতে হবে আমাকে। হয় আমি ওদের মারব, আর নয়ত ওরা আমাদের।'

এতে কোনরকম আপত্তি করল না ও। লুমিসের ছেঁড়াখোঁড়া মন্তব্য থেকে বুঝলাম ওই দুই গুপ্তঘাতকের চেয়ে কারা ওদের ভাড়া করেছে সেটা জানতেই ওর আগ্রহ বেশি। এ ব্যাপারে ওকে কিছু বলতে পারলাম না আমি, তবে এটুকু জানি আমরা কঠিন বিপদের মধ্যে আছি। ওদেরকে ওদের কাজ থেকে বিরত রাখার একটামাত্র উপায় আছে: ওদেরকে আমার খুঁজে বের করতে হবে আগে।

বৃষ্টি পড়তে লাগল—হালকা, মৃদু বৃষ্টি। ঢল নামেনি তবে বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে নদীর পানি। পাড় থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চললাম আমরা।

দুপুর নাগাদ আমরা প্যুন্টা ডি আগুয়া ক্রীকের উজান থেকে অন্য দিকে সরে গেলাম। এখন নিজেদের পথ করে এগোতে হচ্ছে আমাদের, অ্যামবুশ হতে পারে এমন সব জায়গা এড়িয়ে চলছি, খোলা প্রান্তরে থাকছি সবসময় অথচ চেষ্টা করছি যেন আততায়ীর সহজ নিশানা না হই। নেহাত সহজসাধ্য কাজ নয়।

বাকবোর্ড যা যাচ্ছে তার দ্বিগুণ পথ চলছে আমার ডান। আগু-পিছু করে অনবরত ট্রেইল জরিপ করছি আমি। ক্রীকের ডান পাশ দিয়ে উত্তরে এগোচ্ছি আমরা। অবশেষে একসময় লস রেছোস ক্রীকের পাড়ে আমরা ক্যাম্প করলাম। এখান থেকে আধমাইল সামনে প্যুন্টা ডি আগুয়ার সাথে মিশেছে এই ক্রীক।

বলার মত কোনকিছু নেই কারো। পথের ধকলে আমাদের সবার অবস্থা কাহিল, লুমিসকে মনমরা ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে। ঘোড়াগুলোকে আমরা পানি খাইয়ে কাছেই ওদের লাগামের খুঁটা পুঁতে রাখলাম। পেনিলোপের জন্য একটা বিছানা পেতে দিলাম আমি, তারপর ক্যাম্প ছেড়ে খানিকদূর সরে এসে এমন একটা পাথুরে দেয়ালের পাশে বসলাম যেখানে কেউ আচমকা আক্রমণ করতে পারবে না আমাকে এবং আমি ক্যাম্পের ওপর নজর রাখতে পারব।

প্যুন্টা ডি আগুয়া শুরুতে বেশ কিছুদূর সামান্য পশ্চিমমুখী হয়ে এগিয়েছে, তারপর বাঁক নিয়েছে উত্তরে। কিন্তু আবার যখন রওনা হলাম আমরা তখন সোজা উত্তরে এগোলাম। মাইল চারেক পর

পশ্চিমদিকে বাঁক নিল ক্রীক, কিন্তু বাকবোর্ডকে উত্তরে চলতে নির্দেশ দিলাম আমি। এর ফলে, আমার বিশ্বাস, যারা আমাদের খুন করতে চাইছে তারা একটু ঘাবড়ে যাবে। কারণ, আমাদের গন্তব্য যদি র‍্যাবিট ইয়ার্স বা রোমেরো হয়, তাহলে আমরা ক্রীক ধরে এগোব এরকমটা ধারণা করাই সঙ্গত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য অন্য। উত্তরে প্যুন্টা ডি আগুয়ার আরেকটা বাঁক রয়েছে। আমি চাই সেই বাঁকে গিয়ে ক্রীক ধরতে।

এগিয়ে গিয়ে আমি সামনের এলাকা জরিপ করলাম, মোটামুটি দ্রুতবেগে এগোচ্ছি আমরা। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু ভিজে পিছল হয়ে আছে ঢালগুলো। চলতে চলতে পরিস্থিতি বিচার করলাম আমি। ওই দুজন গুপ্তঘাতক সামনে কোথাও আছে···কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায়? এটা যদি নিশ্চিত হতে পারি, ঘোরাপথে গিয়ে হয়ত আমি পাকড়াও করতে পারব ওদের।

আচমকা মোড় নিলাম আমরা, পশ্চিমে রিটা ব্ল্যাংকা ক্রীকের দিকে এগোলাম। ওখানে পৌঁছে দুপুরের খাওয়া খেতে থামলাম। লুমিস বার কয়েক জ্বলন্ত দৃষ্টি হানল আমার উদ্দেশে, দুপদুপ করে পা ফেলে একটা থাড়াইয়ের মাথায় চড়ল।

'ও সাবধান না হলে কিন্তু মারা পড়বে,' কাছেই দাঁড়ান পেনিলোপকে বললাম আমি।

তবে লুমিসকে দেখছি না আমি; দেখছি ক্লিঙ্ককে। দোআঁশলা আমাকে একটু ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। ভীষণ চতুর লোক, কথাবার্তা বলে না একদম কিন্তু কিছুই ওর নজর এড়ায় না। দু-একবার ওকে ট্র্যাক সন্ধান করতে দেখেছি। এখন আগুন ধরানর জন্য কাঠ কুড়াচ্ছে।

ক্রীকের ধারে বেশকিছু মরা ডালপালা পড়ে আছে। বুনো জন্তুর মত এগিয়ে গেল ক্লিঙ্ক। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলাফেরার সময় বন্য জীবজন্তুর পা কখনও ভাঙা ডাল বা ঝরা পাতার ওপর পড়ে না। ঘোড়া বা গরুর পড়তে পারে, কিন্তু হরিণ বা অন্য কোন বন্য প্রাণীর কোন অবস্থাতেই নয়। ক্লিঙ্ক তেমনি। নিঃশব্দ চলাফেরা, দেখাও যায় না প্রায়।

লুমিস যখন একজন গাইড খোঁজ করছিল সে সময় ও কি জেনে-শুনে গ্রিফিনে ছিল, নাকি ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা? এই অঞ্চল ওর চেনা এ কথা ও একবারও বলেনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস বেশি যদি নাও হয়, এ জায়গা আমার চেয়ে কোন অংশে কম চেনে না ও।

পেনিলোপের সাথে কথা বলছিলাম আমি এমন সময় লুমিস ফিরে এল। ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে একবার তাকাল ও। বলল, 'পেনিলোপ। এদিকে এস।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল পেনিলোপ, মাথা উঁচু করে আছে। 'মিস্টার লুমিস, এভাবে আমার সাথে কথা বলবে না! তুমি আমার বাবা না, গার্জেনও না!'

মুহূর্তের জন্য এত খেপে উঠল লুমিস যে হাতের কাছে পেলে বোধহয় চড় মারত পেনিলোপকে। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সে, কঠোর স্বরে বলল, 'তোমাকে সাহায্য করতে আমি আমার ব্যবসা ফেলে এসেছি। এটা কি তার প্রতিদান?'

মেয়েটা যেভাবে মোকাবেলা করল ওকে, আমি তারিফ না করে পারলাম না। 'মিস্টার লুমিস, তুমি এসেছ সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ, ঋণী, কিন্তু তার মানে এই না যে তোমার ইচ্ছায় চলতে হবে আমাকে। আমরা যদি সোনা পাই, তুমি পাবে একটা অংশ।'

মুহূর্তে, লুমিসের মুখে রক্ত জমা হল। 'খুব বেশি কথা বল তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'তুমি যদি মনে করে থাক ন্যাথান হিউমের সোনার ব্যাপারে সবাইকে বলে বেড়ায় ও,' হালকা চালে বললাম আমি, তাহলে ভুল করছ। এর আগে একবারও ওটার কথা ও বলেনি। এই এলাকার লোকেরা সবাই জানে ওই কাহিনী। এমনকি আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তোমার ওই ক্লিফও জানে!' ক্লিফের দিকে তাকালাম আমি।

সেও তাকাল আমার দিকে, বলল না কিছু। কিন্তু আমি বুঝলাম ও ঠিকই জানে।

'পেনিলোপের নামটাই যথেষ্ট, এদিকে কেন এসেছে বুঝতে আর কিছু লাগে না।'

সোনার ব্যাপারে ও কিছু বলেনি, ইচ্ছে করেই এখানে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম আমি। এমনিতেই মেয়েটা কঠিন বিপদের মাঝে আছে, তাছাড়া লুমিসকে আমি পানি ঘোলা করার সুযোগ দিতে চাই না। ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগল আমার। সোনার হরিণ খুঁজতে একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে সব ছেড়ে ছুঁড়ে পশ্চিমে চলে আসার মত মহৎ পরোপকারী লোক ওকে আমার মনে হয়নি।

'এই এলাকায় মানুষজন বিশেষ আসে না,' খেই ধরলাম আমি। 'যে রাস্তায় এখন যাচ্ছ আসলে এ পথে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার। তবে তোমরা যদি রোমেরো যেতে চাও আমি দেব পৌঁছে। চাইকি, বললে র‍্যাবিট ইয়ার্সেও নিয়ে যেতে পারি।'

চিন্তিত দেখাল পেনিলোপকে। 'কোন্‌টা সোজা?'

'রিটা র‍্যাংকা ক্রীক হয়ে র‍্যাবিট ইয়ার্স। পার্থক্য সামান্যই তবে

সেটাও কম না। পথটাও ভাল।'

'রোমেরোতে আমাদের যেতেই হবে,' জেদ ধরল লুমিস। 'আমি ঠিক করেছি ওখানে গিয়ে রসদ কিনব।'

'সোনা কোথায় আছে যদি জানা থাকে,' পরামর্শ দিলাম আমি, 'যত তাড়াতাড়ি পার সেখানে যাওয়া ভাল। তাহলে অন্যরা এসে পড়ার আগেই সবকিছু নিয়ে চলে আসতে পারবে।

'মনে রেখ, আমাদের খুন করার জন্য ওই লোক দুটোকে ভাড়া করেছে কেউ। কার্নসরা হতে পারে, আবার অন্য কেউও হতে পারে। আমার পরামর্শ, তোমরা তাড়াতাড়ি চল এবং ওখানে আগে পৌঁছাও যদি সেটা পার তোমরা।'

এবার কিছুটা নমনীয় হল লুমিস। ওই সোনা তার চাই, ভীষণ দরকার। একটুক্ষণ চিন্তা করে ও বলল, 'ঠিক আছে—সোজা রাস্তায় আমাদের নিয়ে চল তুমি।'

যে পথে চলছিলাম এতক্ষণ, সেটা ধরে এগোলাম আমরা। খোলামেলা বন্ধ্যা অঞ্চল, তবে আড়াল দেয়ার মত ছোটখাট টিবি আছে। কারো চোখে না পড়ে কিভাবে পথ চলতে হয় আমি জানি, ওভাবে জীবনযাপন করাই আমার অভ্যাস বলে।

চলতি পথে আশপাশে নজর রাখলাম আমি, হঠাৎ একফালি পাথুরে জমি চোখে পড়ল সামনে, ঝোড়ো বাতাস সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। কাছেই ক্রীকের পাড়, সেখানে ভাঙা শুকনা ডালপালা আছে কিছু, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কাজেই রাশ টেনে ওখানে ক্যাম্প করলাম আমরা। ক্যাম্প করার মত অন্ধকার হয়নি তখনও, তবে আমার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল।

ছোট করে আগুন ধরিয়ে কফি জ্বাল দিলাম আমরা, রাতের আহার সারলাম। ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে খানিকটা জায়গা সাফ করলাম আমি যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে। তারপর এমন কিছু লাকড়ি গুঁজে দিলাম যেগুলো ধীরে ধীরে এবং অনেকক্ষণ ধরে জ্বলবে। এরপর বেশ অনেকগুলো লাকড়ি পালা করে চাপিয়ে দিলাম আগুনের ওপর, প্রতিটার শেষমাথা শিখা ছুঁয়ে রইল। এর ফলে একসময় পড়ে যাবে ওগুলো, সাহায্য করবে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে।

যখন পুরো অন্ধকার হয়ে গেল সদলবলে গাঢ় আঁধারে পিছিয়ে এলাম আমি। বাকবোর্ডের শিকলগুলো একসাথে জড়িয়ে বেঁধে দিলাম ভাল করে যেন ঝুনঝুন শব্দ না হয়, তারপর পেছনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেই রাতের অন্ধকারে রওনা হলাম আবার। যেভাবে লাকড়ি সাজান হয়েছে তাতে, আমি নিশ্চিত, বেলা ওঠার পরেও বহুক্ষণ ধরে জ্বলবে ওটা অথবা ধোঁয়া ছড়াবে। এতে করে আমাদের পেছনে যে দুই গুপ্তঘাতক রয়েছে তারা ভাববে তাদের শিকার ক্যাম্প করে আছে তখনও, কিন্তু আমরা ততক্ষণে বহুদূর সরে যাব। পাথুরে জমির ওপাশে সরে গেলাম আমরা, ছড়ান ছিটান বালিয়াড়িতে ঢুকলাম। ভোর হতে হতে, আমি জানি, বাতাসে উড়ে আসা বালুর পলি জমবে এই বালিয়াড়িগুলোতে, আমাদের সমস্ত ট্র্যাক মুছে যাবে।

এটা মূলত জংলাঘাসের দেশ, এখানে সেখানে পাহাড়ি খাঁজ আর ভাঙাচোরা বালিয়াড়ি আছে। উত্তরে যাচ্ছি আমরা, ক্রীক থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে তবে সমান্তরালে চলছি। রাতের প্রথম প্রহর পথেই রইলাম আমরা, তারপর যে জায়গাটা খুঁজছিলাম আমি—পাহাড়ে ঘেরা ছোটখাট জলাভূমি একটা—সেখানে যখন

পৌঁছালাম তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। রাতের বাকি সময়টার জন্য ওখানে আশ্রয় নিলাম আমরা, আগুন জ্বালালাম না।

মোকাসিন পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি, আমাদের শেষ ট্র্যাকগুলো মুছে ফেললাম কিছুটা। তারপর জেব্রা-ডানকে সঙ্গে করে জলাভূমির পাশ দিয়ে পাহাড়ের ভেতর দিকে আমার চেনা একটা শক্ত জমিতে চলে গেলাম। জায়গাটা অন্যরা যেখানে আছে সেখান থেকে শ-খানেক ফুট দূরে হবে। ওখানে ঘোড়া বেঁধে শুয়ে পড়লাম আমি। এখন আর পানিতে শব্দ না তুলে কেউ পৌঁছাতে পারবে না আমার কাছে, বাড়তি পাহারাদার হিসেবে রইল ডান, বিপদ দেখা দিলে ও আমাকে হুঁশিয়ার করে দেবে। এবার ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, পাঁজরে চোরাগোপ্তা ছুরি কিংবা মাথায় বাড়ি পড়ার ভয় নেই আর।

ঘুমাবার আগে, গেল কদিনের ঘটনার নিরিখে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম কি ঘটতে পারে, তাহলে সেভাবে তৈরি থাকতে পারব। আগাম ভবিষ্যৎ জানার কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে বলে আমার জানা নেই, তবে মানুষের আঁত বোঝার ক্ষমতা থাকলে বহু সময় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সোনা এবং তার উদ্ধার কাজ একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। সোনার ব্যাপারে কারোকে বিশ্বাস পাই না আমি, এমনকি নিজেকেও না। জীবনে বেশিকিছু পাইনি আমি, ফলে অত সোনা একসাথে দেখতে পেলে, আমি যা তার চেয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারি।

উপরন্তু, অন্যদের ওপরেও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এটা। একমাত্র পেনিলোপ ছাড়া ওদের আর কারো ওপর আমার এতটুকু

আস্থা নেই। টাকা-পয়সা না থাকলে বাস্তব-সংসারে যেকোন মানুষই অচল, আর মেয়েমানুষ হলে তো দুর্ভোগের একশেষ। সামনে ওর আরও ভোগান্তি আছে, কঠিন সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে। যাই ঘটুক, আমি দেখতে চাই পেনিলোপ ওই সোনায় তার ন্যায্য অংশ পেয়েছে।

নিজের সম্পর্কে ভাবলাম আমি। ওই সোনায় আমারও অংশ আছে একটা, এবং আমি সেটা পেতে চাই; কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে যখন পাওয়া যাবে সোনা তখন কামড়াকামড়ি শুরু হবে সকলের মধ্যে, প্রত্যেকেই চাইবে নিজের আখের গুছাতে, আর আড়াল থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়বে শয়তান।

শিগগিরই ভোরের আলো ফুটল আকাশে। তখনও পুরোপুরি ঘুম ভাঙেনি আমার এমন সময় পানিতে মৃহ আলোড়নের শব্দ পেলাম। চোখ খুলে ডানের দিকে তাকিয়ে যখন দেখলাম কান খাড়া করেছে ও, হাত বাড়ালাম আমার দীর্ঘকালের সাথী কোমরে গোঁজা ছুরিটার দিকে, বাঁট চেপে ধরলাম শক্তমুঠিতে।

পশ্চিমে টিংকারের ছুরির সুনাম আছে। দেখতে যেমন সুন্দর কাজেও তেমনি। ক্ষুরের মত ধার—আমার-টা দিয়ে আমি অনেক সময় দাড়ি কামাই—কিন্তু ফলাটা মজবুত, অনায়াসে মাংস ভেদ করে হাড়সুদ্ধ কেটে ফেলতে পারবে। টিংকার নামের এক পাহাড়ি জিপসি বানায় এগুলো। দেশের এখানে-সেখানে তালা আর ঘড়ি সারাই করে বেড়ায় ও। হরেকরকমের বিক্রির জিনিস থাকে ওর থলেতে, তবে ছুরিটার কদরই সবথেকে বেশি।

পানি ভাঙার ছপ্ ছপ্ শব্দ হচ্ছে। শরবনের ভেতর দিয়ে কিভাবে এই দ্বীপে আসবে একজন মানুষ ভাবতে চেষ্টা করলাম আমি, এখানে

পৌঁছানর আগে তাকে কতটুকু দেখা যাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ বালুর ওপর একজোড়া ভেজা বুটের থপথপ আওয়াজ শুনতে পেলাম, চোখ তুলতেই দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লুমিস—হাতে একটা কুড়াল।

আমার নাগালের মধ্যে ছিল ও, তৈরি রেখেছিল কুঠারটা, কিন্তু যখন চোখাচোখি হল আমাদের লুমিস থমকে দাঁড়াল। ওরকম শয়তানিভরা চোখ আমি আর দেখিনি কখনও। জীবনে অনেক বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাকে, লড়াইয়ের কায়দা-কানুন জানি, বিপদে পড়লে চিন্তাও করি সেইমত। কুড়ালটা যেভাবে ধরে আছে ও তাতে বুঝলাম এখুনি আঘাত হানবে, এবং বাঁ দিকে। ডান পাশ থেকে কুড়াল চালিয়ে ডান দিকে আঘাত হানা কঠিন। জুতসই হবে না।

লুমিস যদি আঘাত করতে চেষ্টা করে আমাকে তবে সে বাঁ দিকে নামিয়ে আনবে কুড়ালটা। তাই গড়িয়ে ডান ধারে সরে গেলাম আমি, উঠে দাঁড়ালাম। কুড়ালের হাতলের ওপর সাদা হয়ে গেছে ওর আঙুলের গাঁটগুলো, বুনো আক্রোশ ফুটে উঠেছে মুখে। সহসা আমার মনে হল, বুড়ো হলে কি হবে, শুধু সোনা নয়, লুমিস ওই মেয়েটাকেও চায়।

একবার ভাবলাম ও বুঝি থেমে গেছে, পরক্ষণে আচমকা বুকভরে শ্বাস টেনে আক্রমণ করল লুমিস। শ্বাস টানার শব্দ শুনেই হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে হাত ঘোরাল ও, অল্পের জন্য আমি বেঁচে গেলাম, আমার শরীরের মাত্র ইঞ্চিখানেক দূর দিয়ে চলে গেল কুড়ালটা।

আবার হামলা করার পাঁয়তারা করছিল লুমিস, কিন্তু চকিতে

একলাফে ওর কাছে পৌঁছে গেলাম আমি, ছুরি ঠেকালাম পাঁজরে। আর কুড়াল ওঠানর সুযোগ পেল না ও; এমন জায়গায় ছুরি ঠেকিয়েছি যে ইচ্ছে করলেই ফুঁকাক করে ফেলতে পারব ওর ভুঁড়ি, আর ও ও সেটা জানে। সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালাম, বললাম, 'লুমিস, তুমি একটা খুনী। আমার এখন তোমাকে খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

মুখেই যা-ই বলি, আমি জানি আমার হাত-পা বাঁধা। লুমিস যদি আমাকে খুন করত এ নিয়ে হইচই হত না তেমন একটা। পেনিলোপের মনে হয়ত সন্দেহ জাগত, কিন্তু নিজের দলে পেত না কারোকে; আমি আউট-ল এ কথা সকলেই জানে। ফ্রিঞ্চ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলত না কোন, ভাবতও না কিছু। অন্যদিকে, আমি যদি খুন করি ওকে, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

তাই আমি কেবল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম···মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, মাঝখানে ব্যবধান বড়জোর আঠার ইঞ্চি। ছুরি উঠিয়ে লুমিসের কোটের একটা বোতাম কেটে ফেললাম আমি···তারপর আরেকটা, এবং এভাবে একের পর এক বোতাম কাটতে কাটতে পৌঁছে গেলাম ওর থুতনির নিচে। ওর গলায় ছুরি ঠেকালাম, চাপ দিলাম আলতো করে।

'মিস্টার লুমিস,' হিসহিসে গলায় বললাম আমি, 'তোমার উচিত হয়নি এটা করা। মানুষের ওপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলছ তুমি। এখন যাও—সোজা ফিরে যাও ক্যাম্পে। ফের যদি এ চেষ্টা কর, মিস্টার লুমিস, আমি—তোমাকে—জবাই—করব।'

ভীষণ ভয় পেয়েছিল বুড়ো, ঘামছিল দরদর করে। পিছিয়ে গেল লুমিস, তারপর ঘুরে, লেজ গুটিয়ে ছুট দিল পানি ভেঙে।

স্যাডল চাপিয়ে উঠে বসলাম আমি, উইনচেস্টারহাতে ঘোড়া হাঁটিয়ে জলাভূমির কিনার ধরে এগোলাম কিছুদূর, তারপর বেরিয়ে এসে চক্কর দিলাম ক্যাম্পের চারপাশে। এমনিতেও আশপাশের এলাকা জরিপ করতাম, কিন্তু এইসাথে ক্যাম্পটাও একটু দেখে নিতে চাইলাম আগেভাগে। সরাসরি এগিয়ে গিয়ে কারো অ্যাম-বুশের শিকার হবার ইচ্ছে আমার নেই।

আমি ঢুকতে অদ্ভুত দৃষ্টিতে পেনিলোপ একবার দেখল আমাকে, তবুও মুখে কিছু বলল না। আমার বিশ্বাস ভেতরে ভেতরে কি চক্রান্ত চলছে ফ্রিঞ্চ তা জানে কারণ কোনকিছুই ওই দোআঁশলার নজর এড়ায় না। ও হচ্ছে সেই জাতের লোক যারা থাপ পেতে বসে থাকে এক পাশে, তারপর মারামারি শেষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে এগিয়ে এসে লুটে নেয় সেগুলো।

প্রেইরির ওপর দিয়ে রওনা হলাম আমরা। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয় খুঁজতে শুরু করেছে আমাদের, এবং সন্দেহ নেই ক্রীক ধরে অনুসরণ করবে। এর কারণ অন্যকিছুই না—পানি। তবে এখন আমরা যে পথে যাচ্ছি সেখানে ছড়ান ছিটান অজস্র জলাভূমি নয়ত জলাশয় আছে, ফলে পানির অভাব হবে না।

সে রাতটা আমরা ক্যারিযো ক্রীকের উত্তরে একটা গর্তমত জায়গায় কাটালাম। খুব কাছাকাছি না এলে জায়গাটা কেউ দেখতে পাবার কথা নয়।

অস্থির হয়ে আছে লুমিস, মেজাজ চড়ে আছে। এড়িয়ে চলছে আমাকে, আর আমিও তাতেই খুশি। আগুনের ধারে বসে গরম গরম কড়া কফি পান করলাম আমি, গল্প করলাম পেনিলোপের সঙ্গে। বহুদিন পর কোন মেয়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ

পেয়েছি আমি।

'সাবধান থেক,' সবশেষে আমি ওকে হুঁশিয়ার করলাম। 'কারোকে বিশ্বাস করবে না। তুমি খুবই সুন্দরী, সোনা আর মেয়েমানুষ যে কাছে আছে, তাতে বেশি লোককে বিশ্বাস করা যায় না।'

'তোমাকে, নোয়েল?' এই প্রথম আমাকে আমার ডাকনামে ডাকল ও।

'আমাকেও না। সোনার ওপর আমারও খুব লোভ।'

'মেয়েদের ওপর?'

'বিশেষ একটা ধাপ পর্যন্ত। মেয়েরা মায়ের জাত—আমার মা আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।'

মিনিটখানেক একদম চুপ করে রইল পেনিলোপ, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আমি কোন মানুষকেই বিশ্বাস করি না, নোয়েল।'

'লুমিসকে করা উচিত। নইলে অ্যান্ড্রু আসতে না ওর সাথে।'

'ও আমার বাবার বয়েসী। কিংবা বলা যায় দাদার, প্রায়। আর তাছাড়া, এখানে আমি আসতামই-বা আর কিভাবে? গুপ্তধনের খোঁজ দিয়ে তুমি কি কারোকে পাঠিয়ে বিশ্বাস পাবে যে সে তোমার অংশ দেবে তোমাকে?'

'না, পাব না।'

'আমিও পাইনি।'

ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগেই ক্যাম্প ছাড়লাম। মেসকিটের ঝোপঝাড় রয়েছে এদিকে, আগের তুলনায় জংলাঘাসের পরিমাণও বেড়েছে। আমার উইনচেস্টার বের করলাম আমি, এগোলাম হাতে করে। কোনাকুনিভাবে উত্তরপশ্চিমে এগোচ্ছি আমরা, র‍্যাবিট ইয়ার্সের প্রায় দক্ষিণে, পেরিকো ক্রীক ক্রসিংয়ের

দিকে যাচ্ছি।

ডান আর আমি, আমরা সরে রয়েছি একপাশে, বাকবোর্ডের সামনে নয়ত পেছনে থেকে সর্বক্ষণ নজর রাখছি ওটার ওপর; তবে খুব সাবধান রয়েছি আমি, যাতে পেছন থেকে কেউ আমাকে নিশানা করতে না পারে।

সিলভি কার্নস আর তার ভাইয়েরা এখন কোথায়? ভাবলাম। স্টিভ হুকারেরই-বা কি হল?

নিচু একটা খাড়াইয়ের মাথায় উঠে দূর-উত্তরে, প্রায় দিগন্তের কাছাকাছি, র‍্যাবিট ইয়ার্সের চূড়া দেখতে পেলাম আমি। পর্বতের খুদে সংস্করণ ছোটো, পশ্চিমের বিচারে ওদের পর্বত বললে একটু বাড়িয়ে বলা হয়। তবে এতদূর থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় ওদের নাম র‍্যাবিট ইয়ার্স হল কেন।

দুপুর হয়ে এসেছে প্রায়, পেরিকো ক্রীক ক্রসিং এখন বেশি হলে পৌনে মাইলটাক হবে। খাড়াইয়ের নিচে থেকে দেখা যায় না র‍্যাবিট ইয়ার্স, কিন্তু এ ব্যাপারে অন্যদের কিছু জানালাম না আমি।

চিন্তার ঝড় বইছে আমার মাথায়। সোনার মাইল কয়েকের মধ্যে চলে এসেছি আমরা, এত সোনা যে খুব কম লোকই জীবনে তা দেখতে পেয়েছে একসঙ্গে। আমার অনুমানে ভুল হয়ে না থাকলে, কমপক্ষে আধাডজন লোকে চায় ওই সোনা—এবং ওটা পাবার জন্য মানুষ খুন করতে দ্বিধা করবে না।

একবার মনে হল, কেন পালিয়ে যাচ্ছি না? কেন পরের বিবাদে মাথা গলাব আমি? খুনে কার্নস আউটফিট আর অন্যরা খাওয়াখাওয়ি করুক ওটা নিয়ে···যত সোনাই হোক, তা কি জীবনের চেয়েও দামী? আমার বিশ্বাস হল না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে যাওয়াই এখন সবচেয়ে নিরাপদ হবে আমার জন্য। মোরা, এখান থেকে পশ্চিমে মোটে দিন কয়েকের পথ। আমার আত্মীয়-স্বজন আছে ওখানে। উত্তরে আছে অসংখ্য খনি শহর, ওখানে মানুষের কাজের অভাব হবে না। লাগামে সামান্য ঝটকা দিলেই সবকিছু পেছনে ফেলে আমি এখন চলে যেতে পারব দূরে, কোম্যাঞ্চি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না আমাকে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, পেছনে মেয়ে রয়েছে একটা; যত খারাপই আমি হই না কেন, একদল নেকড়ের খপ্পরে ওই মেয়েকে ফেলে যেতে পারব না। আমার স্বভাব না এটা।

আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে বলছে পালাও, কিন্তু ঘোড়া ঘুরিয়ে পেরিকো ক্রসিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি।

এবং চরম বিপদের মাঝে গিয়ে পড়লাম।

সাত

ক্রসিংয়ের ওপাশে স্টিভ হুকার, টেক্স পার্কার, আর চার্লি হার্স্ট বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। রাইফেল আছে ওদের প্রত্যেকের কাছে। ট্রেইল আগলে চুপচাপ বসে আছে ওরা, হুকার হাসছে দাঁত বের করে। ওরা আশা করেছিল আমি থামব।

'তোমরা কি চাও কিছু?' হেঁকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'তুমি চলে যাও এখান থেকে,' খেঁকিয়ে উঠল হার্স্ট। ইতিমধ্যে আমি পানির কিনারে এসে পড়েছি।

আট ইঞ্চির বেশি গভীর হবে না পানি, নিচের মাটিও বেশ শক্ত, তাই স্পারের গুঁতো মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে পানি পার হলাম আমি, ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের মাঝে গিয়ে পড়লাম।

লোকগুলো ভেবেছিল আমি নিশ্চয় থেমে আপসের কথাবার্তা শুরু করব ওদের সঙ্গে. কিন্তু বিপদ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমি অযথা কথা খরচ করি না। তাই সোজা ঘোড়া হাঁকিয়ে পড়লাম ওদের মাঝে গিয়ে, লাগামটা ফেলে দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সবেগে রাইফেল ঘোরালাম।

মাথা নিচু করার প্রয়াস পেল হার্স্ট, কিন্তু কানের পেছনে ব্যারেলের বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল স্যাডল থেকে। পার্কার হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছিল আমাকে, ঝট করে আড়াআড়িভাবে রাইফেল ঘোরালাম আমি, ব্যারেল দিয়ে আঘাত করলাম ওর কপালে। গাছের গুঁড়িতে কুড়ালের বাঁট আছড়ে পড়লে যেমন হয়, তেমনি টাং করে আওয়াজ হল একটা, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল পার্কার। এবার ঘোড়ার লাগাম ধরে আধপাক ঘুরে গেলাম চকিতে, উইনচেস্টারের নল তাক করলাম স্টিভ হুকারের দিকে। রাইফেল ওঠাচ্ছে দেখে ওর কাঁধে গুলি করলাম। একটা ঝাঁকুনি খেল হুকার, রাইফেলটা ছেড়ে দিয়ে দুহাতে লাগাম আঁকড়ে ধরে টাল সামলাল কোনমতে।

খিস্তি করার জন্য মুখ খুলেছিল ও, আমি বললাম, 'তোমার বাঁ হাতটা ভাল আছে এখনও। আরেকবার চেষ্টা করবে না?'

'জাহান্নামে যাও!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল হুকার। 'ওই দুই ছোকরার পরিচয় জান?'

'নিশ্চয়। বিল কোয়ের লোক। ওর দলের সবাইকেই আমি চিনি। তোমার ইচ্ছে হলে বিলকে বলতে পার, ও জানে কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে।'

'তুমি ভাবছ ও আসবে না প্রতিশোধ নিতে?'

'তাই। বিলকে আমি চিনি, আর ও আমাকে। আমার বিরুদ্ধে ওকে খেপাতে চাইলে তোমাকে অনেক কাঠখড় পোয়াতে হবে— প্রচুর সোনা দিতে হবে ওকে।'

পানির কিনারে এসে পড়েছিল বাকবোর্ড, থেমে গেল ঝট করে। 'কি ব্যাপার?' হাঁক ছাড়ল লুমিস।

'কিছু না,' বলে ঘোড়া থেকে নামলাম আমি, কলারে ধরে পার্কারকে টেনে সরিয়ে নিলাম ট্রেইলের ওপর থেকে। ওদের ঘোড়া দুটো আগেই ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে দূরে। 'সোজা চলে যাও। ওরা আমাদের থামাতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন মত বদলেছে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে পেনিলোপের চেহারা, দৃষ্টিতে ভয়। 'ও... ওই লোক দুটো কি মারা গেছে?'

'না, ম্যাম। কাল ওদের একটু মাথাব্যথা হবে, ব্যাস।'

'এটা কি না করলেই হত না?' জানতে চাইল লুমিস।

'তোমাদের যদি পানি পেরোন দরকার হয় তাহলে হত না। তোমরা যেখানে যাচ্ছ, আমাকে বলেছ তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে—সেটাই করছি আমি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে, ট্রেইলের উজানে এগিয়ে গেলাম আমি, বাকবোর্ড অনুসরণ করল। লুমিস কি ভাবল তাতে কিচ্ছু আসে যায় না, কিন্তু

পেনিলোপের মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তা আমাকে চিন্তিত করে তুলল। খুনোখুনির কথা মানুষের মুখে বা খবরকাগজ মারফত অনেক লোকেই জানে কিন্তু নিজের চোখে দেখেনি কোনদিন, এসব কাজ যারা করে তাদের সম্বন্ধেও কোন অভিজ্ঞতা নেই ওদের। বহুকাল আগে একটা শিক্ষা আমার হয়েছে: কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। যদি কিছু বলার থাকে, কাজ সেরে পরে বল।

পথে অনবরত ওয়াগনের ট্র্যাক সন্ধান করছি আমি। কার্নস আউটফিট—সিলভি, র‍্যালফ, আর অ্যানড্রু—আমাদের চাইতে দ্রুত চলতে পারবে এটা বিশ্বাস হয় না আমার, তবে কথায় বলে সাবধানের মার নেই।

আমরা যে পথে চলছি তার চারদিকে খোলামেলা, দিগন্ত-বিসারী প্রান্তর। এখানে-সেখানে জমাট বাঁধা লাভার ঢিবি, কোথাও কোথাও হলদেটে ঘাস আর সবুজের ছোপ দেখা যাচ্ছে। ওগুলো উজ্জ্বল সবুজ মেসকিট আর জট পাকান জংলাঘাস। একঘেয়ে সুরে অবিরাম ঘুঘু ডাকছে ঝোপঝাড়ে, কখনও কখনও র‍্যাটল সাপের দেখা পাওয়া যায়, কোন ঝোপের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

এটা জংলাঘাসের অঞ্চল, মোষ চরে। আর আছে মাস্ট্যাং— বুনো, স্বাধীন। টাকা পয়সা হয়ত নেই আমার, কিন্তু এই মাটি যখন আনকোরা, অবারিত ছিল সকলের জন্য তখনকার সব সুখস্মৃতি রয়েছে। এরকম চোখ ভোলান দেশ দেখার সৌভাগ্য সবার হয় না।

ডানেরও ভাল লেগেছে জায়গাটা। যখনই কোন খাড়াইয়ের মাথায় উঠছি আমরা, নাকের পাটা ফুলিয়ে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে

ও, মাথা একপাশে হেলিয়ে কান খাড়া করে দূর-দিগন্তে তাকাচ্ছে।

আমরা এই দেশেরই একটা অংশ, ওই ডান মাস্ট্যাং আর আমি। আমাদের স্বভাব আমাদেরকে গড়ে তুলেছে এভাবে, আমাদের জীবনযাপনের ধারা এই দেশের উপযোগী।

কিছুক্ষণ আগে উইলিয়ম কোয়ের. নাম করেছি। ওকে আমি কখনই ছোট করে দেখি না। বিলের লোকলস্কর আছে কিছু, ওর পাথরের দুর্গটা এখান থেকে খুব একটা দূরে না, উত্তরে কাইমারন পাহাড়ে, ডাকাতদের নিয়মিত একটা আস্তানা ওটা। ওর লোকেরা কঠিন, বর্বর, বেপরোয়া। সর্দার হিসেবে কো বিচক্ষণ লোক, বোকার মত একটা কিছু করে বসার বান্দা না। ওর সাথে বিবাদে জড়াতে চাই না আমি, সেও আমার সাথে লাগতে আসবে না···অন্তত লাভের পরিমাণ চড়া না হলে নয়।

তবে আমরা যদি মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করি ওই সোনা—তিনশ পাউণ্ড সোনা—লাভ ঠিক তাই দাঁড়াবে এবং গোলমাল বাধবে। কিন্তু আমি ওর লোকজনকে মারধোর করেছি বলেই যে আমার মত পরের ঝামেলায় নিজের নাক গলাবে ও তা নয়। কো ধরে নেবে ওরা সাবালক হয়েছে, নিজেদের ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ওদের আছে।

কো আমাকে চেনে, সম্ভবত আমি নিজেকে যেমন চিনি, তেমনি। কারণ একসময় ঘনিষ্ঠতা ছিল আমাদের। ও জানে ঝগড়া-ফ্যাসাদ একরকম আমার রক্তে মিশে আছে, জানে আমার চরিত্রে এমন একটা কিছু আছে যা আমাকে গোলমাল থেকে পিছিয়ে আসতে দেবে না—পরিণতি যা-ই ঘটুক। যখন বিপদ দেখা দেয়, আমি তার মুখোমুখি হই, স্রেফ ঘাড় শক্ত করে, এগিয়ে যাই সামনে। আমার

মাঝে একধরনের বন্যতা আছে, একধরনের একরোখামি যা আমি রোখামি যা আমি অপছন্দ করি। মাথা ঠাণ্ডা রাখাই সবচেয়ে ভাল উপায়, জানি, কিন্তু একেকটা সময় আসে যখন আমি খেপে উঠি বুনো মোষের মত, সামনে যা কিছু পড়ে আঘাত হানতে শুরু করি তার ওপর। আমার এই স্বভাবই একদিন শেষ করবে আমাকে।

এখন সামনে পরিষ্কার দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাবিট ইয়ার্স। ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। লুমিস এবং অন্যরাও পাচ্ছে, তাই পিছিয়ে বাকবোর্ডের পাশে চলে এলাম।

'ওই যে, ওখানে, লুমিস,' বললাম আমি। 'যা কিছু ঘটার এখন শিগগিরই ঘটবে। আমরা যদি ওখানে আগে গিয়ে সোনা নিয়ে সরে আসতে পারি, হয়ত লড়াই এড়াতে পারব। তবে আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'কতটা সময় আছে ?'

'একটা দিন···বড়জোর একদিন আর একটা রাত। এর বেশি না।'

'তোমার কি মনে হয়, ওই লোকগুলোকে হুকার নিজেই জড় করেছে না আর কারো হয়ে কাজ করছে ওরা ?'

'আমার ধারণা ও-ই এনেছিল, তবে এখন থেকে বোধহয় আর তা থাকবে না। ওর সাথে তখন যে দুজনকে দেখলে, ওরা আউট-ল—বিল কো গ্যাংয়ের। ওদের আস্তানা এখান থেকে খুব দূরে না। কো যদি ওই সোনার গন্ধ পায়, আর আমরা মাটির ওপরে তুলি ওটা, তুমুল লড়াই বাধবে।'

'ওর সাথে কি অনেক লোক ?'

'তিন থেকে তিরিশজনের মত, এখন কে কে আছে ওখানে তার ওপর নির্ভর করছে। তবে লোক জোগাড় করা কষ্ট হবে না ওর

পক্ষে।'

এবার বাকবোর্ড থেকে পিছিয়ে পড়লাম আমি, একধারে সরে রইলাম। চলতে চলতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি আমি, ট্র্যাক সন্ধান করছি। কাছেপিঠে কিছু লোক চলাচলের আলামত রয়েছে। ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলল আমাকে। র‍্যাবিট ইয়ার্স মাউন্টিন স্যাস্তা ফে ট্রেইল থেকে বেশি দূরে না, তবে সাধারণত ট্রেইল ছেড়ে চলাফেরা করে না কেউ। অথচ এক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

আমি এত বোকা যে গুপ্তধনের বখরা পাব এরকম নিশ্চয়তা না পেয়েও ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি এখানে, তারপর পেনিলোপকে তার বন্ধু কিংবা শত্রুদের কাছে রেখে যাওয়া উচিত হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওদের হয়ে ভাড়া খাটছি আমি, অথচ শেষপর্যন্ত যে একটা মৌখিক ধন্যবাদ পাব সে সম্ভাবনাও কম।

কিন্তু পেনিলোপ সুন্দরী মহিলা, ওরকম ডাগর উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালে যে কারো বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যাবে, আর আমি কিনা সেখানে বোকার মত সেই চোখের দিকেই তাকিয়েছিলাম। আমি দেখতে কদাকার, বুকের ভেতর যত প্রেম-ভালবাসাই থাকুক না কেন তা আমার ভাঙা নাক ছাপিয়ে কখনও বড় হয়ে ওঠে না। অন্তত পেনিলোপের কাছে ওঠেনি বলেই আমার বিশ্বাস।

দেশের বাড়িতে, টেনেসির পাহাড়ে, পড়াশোনার সুযোগ আমি তেমন পাইনি, চেষ্টা করলে হয়ত অল্প কিছু শব্দের বানান করতে পারব মাত্র; তবে আমাদের পাহাড়ে স্যার ওয়াল্টার স্কটের বই ছিল, পথ চলতি কোন শিক্ষক বা পাদ্রি সেসব পড়ে শুনিয়েছেন আমাদের। ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে নিজেকে আমি আইভানহোর সাথে

তুলনা করি, আর অন্যরা আমার মাঝে দেখত একজন নর্ম্যান নাইটকে।

তবু আমি এত বোকা যে মেয়েদের কষ্ট দেখলে সইতে পারি না। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি যখন ভেবেছি রাতের আঁধারে সবার অগোচরে চলে যাব, তখনও জানতাম আমাকে দিয়ে হবে না এ কাজ, বরং সামনের ওই বাকবোর্ডে বসা নিষ্ঠুর লোকটার চোরা-গোপ্তা গুলিতে খুন হবার ঝুঁকি নেব। কিংবা ওই শান্ত লোকটার, যে কোন কথাই বলে না। তবে ওর, ক্লিফের, নজর যেরকম কড়া, তাতে মনে হয় ওর ব্যাপারেই সবথেকে বেশি হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

র‍্যাবিট ইয়ার্স কাছে এসে পড়েছে এখন, তাই বাকবোর্ডের কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম আমি। পেনিলোপের চোখের কারণে যত বড় বোকামিই আমি করি না, লুসিসের ক্ষেত্রে তা আমাকে প্রভাবিত করেনি। পুরুষদের চিনতে কখনও ভুল হয় না আমার, ও যদি লাগতে চায় আমার সঙ্গে, তাহলে আমি ওকে এমন গরম জিনিস উপহার দেব যে ওর বদহজম হয়ে যাবে।

'সামনেই র‍্যাবিট ইয়ার্স,' বললাম আমি। 'তোমরা নিশ্চয় জান কোথায় পাওয়া যাবে ন্যাথান হিউমের সোনা।'

এখন বাকবোর্ড চালাচ্ছিল লুসিস, রাশ টেনে পকেট থেকে পঞ্চাশটা ডলার বের করে আমার মজুরি মিটিয়ে দিল ও।

'তোমার মজুরি,' বলল। 'তোমার পাওনা তুমি পেয়েছ, এখন আর তোমাকে লাগবে না আমাদের।'

পেনিলোপ অন্যদিকে তাকিয়েছিল। তাই জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'তোমার, ম্যাম? তুমি যদি চাও আমি থেকে সোনাসহ পার করে

দিই তোমাকে, থাকব। কোন টাকা-পয়সা দিতে হবে না এজন্য।'

'না,' জবাব দিল ও, আমার দিকে একটিবারও না তাকিয়ে। 'না, তোমাকে আর আমার লাগবে না। মিস্টার লুমিস আছে। সে-ই দেখাশোনা করবে সব।'

'তা আর বলতে,' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলাম আমি, তবে চোখ না, কারণ আমি জানি সুযোগ পেলে মানুষের পিঠে গুলি করতে লুমিসের হাত কাঁপবে না। এ মুহূর্তে, মনে মনে চাইছি ও যেন সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে, যাতে ওর লাশ বাকবোর্ডের সিটের ওপর আমি ফেলে দিতে পারি।

নিচু একটা পাহাড়ের কোনা ঘুরে পরিস্থিতি বিচার করতে মেস-কিট ঝোপের ছায়ায় রাশ টানলাম আমি।

আট

বরখাস্ত করা হয়েছে আমাকে। এখন আর এখানে আমার থেকে যাবার মত কোন কারণ নেই। আমাকে একটিবারও থাকতে অনুরোধ করেনি পেনিলোপ হিউম, অতএব আমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব শেষ হয়েছে। তাছাড়া আমি যে ধরনের জায়গা পছন্দ করি এটা সেরকম নয়। এ মুহূর্তে আরও গাছপালা আর সত্যিকারের পাহাড়-পর্বত দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, তা সে যেখানেই থাকুক। অবশ্য

[..]ও ঠিক, কোন দিগন্ত-বিসারী তৃণভূমির নিন্দা আমি করব না।

র‍্যাবিট ইয়ার্স আসলে আগ্নেয় শিলা, বা জমাট বাঁধা লাভা। প্রাচীন কালে উত্তরে বহু আগ্নেয়গিরি ছিল, তাদের অগ্ন্যুৎপাত আর ভূমিকম্পের ফলে একসময় অনেক ভাঙচুর হয়েছে এই অঞ্চলে। যেসব সমভূমিতে ঝড়ের তাণ্ডবে সমান হয়ে গেছে মাটি সেগুলো বেলেপাথরের এলাকা।

আগেই বলেছি, পর্বত বলতে যা-বোঝায় র‍্যাবিট ইয়ার্সকে ঠিক তা বলা যায় না। অনেকটা পাথুরে ঢিবির মত দেখতে, চারপাশে নেমে গেছে খাড়া হয়ে। সর্বোচ্চ চূড়া মাটি থেকে হাজার ফুট উঁচু হবে।

ঘোরাপথে উত্তরদিকে এগোলাম আমি, র‍্যাবিট ইয়ার্স ক্রীকে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে ঝরনার পাড় ধরে পশ্চিমে রওনা হলাম। পাহাড়ের উত্তরপশ্চিম পাশে একটা নচ চোখে পড়ল আমার, ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালায় ঘেরা। ঘেসোজমি আছে একফালি, পাহাড়ের বরফগলা পানির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকে।

ঘেসোজমিতে ডানকে বাঁধলাম আমি, পায়ে মোকাসিন গলিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠলাম। পাটে বসেছে সূর্য, তেরছা গোধূলি আলোয় দেখা দেখা যাচ্ছে সব ফাঁক ফোকর।

র‍্যাবিট ইয়ার্স ক্রীকের পাড় লাগোয়া একটা ঝোপের ভেতর থেকে সুতোর মত চিকন একটা ধোঁয়ার রেখা উঠছে; সম্ভবত ওখানেই ক্যাম্প করেছে লুমিস, পেনিলোপ, আর ক্লিঙ্ক।

পূবদিকে, সাত-আট মাইল দূরে, সামান্য ধোঁয়া দেখতে পেলাম, এবং এর কাছেই সাদা একটা ছোপ। এত দূরে রয়েছে ওটা যে রোদ ওখানে না পৌঁছালে সাদা ছোপটা চোখে পড়ত না আমার।

এমনও হতে পারে, ওই ছোপ আমার চোখে পড়েছে বলেই ধোঁয়াটা আমি কল্পনা করে নিয়েছি। সন্দেহ নেই ওটা আসলে একটা ওয়াগনের ছাত···কার্নস আউটফিট, বা অন্য কেউ।

রুকারের কি হল? ওর একটা কাঁধ জখম হয়েছে। টেক্স আর চার্লি হার্স্টের চোট লেগেছে মাথায়। ওরা কি পাততাড়ি গুটাবে? আমার বিশ্বাস হল না।

উইলিয়াম কো এখন ওর কাইমারন পাহাড়ের আস্তানায় রয়েছে। যতটা দূরে থাকলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আমি, ততখানি দূরে ও নেই। ওর দলে কঠিন, খুনে লোকজন রয়েছে। কো নিজেও তুখোড় লড়ুয়ে। মাটি কামড়ে লড়তে জানে।

ত্রিনিদাদে ডাকাতি করেছে ওর দল। পুবে ডজ সিটি অবধি গিয়েছিল একবার, ফোর্ট ইউনিয়ন থেকে সরকারি গরুবাছুর লুট করে এনেছে। সাহস আছে ওদের। কো যদি এখন সোনার গন্ধ পায় আমি বিপদে পড়ব।

র‍্যাবিট ইয়ার্সের উত্তর পাশে যেসব নালা-নর্দমা রয়েছে সেগুলো সিনেকুইয়া ক্রীকের দিকে চলে গেছে। বক্স ক্যানিয়নটা কোথায় আমি জানি না, পাহাড় আর ক্রীকের মাঝামাঝি কোথাও হতে পারে, আবার উলটো দিকে হওয়াও অসম্ভব না।

পিছলে পাহাড় থেকে নেমে ডানকে আমি আরেক জায়গায় নিয়ে গেলাম ঘাস খাওয়াতে, তারপর ধোঁয়া হয় না এরকম শুকন ডালপালা ধরিয়ে এক কেতলি কফি বানালাম নিজের জন্য। এখানে যেখানে রয়েছি আমি তার পনের ফুট দূর থেকে দেখা যাবে না আগুন।

ফেরার লোক, অথবা যাদের চলাফেরা ইণ্ডিয়ান এলাকায়, তারা

অল্পদিনের ভেতর এসব জায়গার খোঁজ রাখতে শিখে যায়। এর ওপর নির্ভর করে তার জীবন। পথেই যদি বেশির ভাগ সময় কাটায় সে, তার স্মৃতিতে এরকম হাজারো জায়গার হদিস জমা হয়ে যায়। যেমন আমার হয়েছে।

আগুনের পাশে বসে পিস্তল সাফ করলাম আমি। পাছে প্রয়োজন হয়, তাই নাগালের মধ্যে রেখেছি উইনচেস্টারটা। তারপর ছুটো ছুরিই পরখ করলাম। যেটা ঘাড়ের পেছনে শার্টের কলারের ভাঁজে লুকিয়ে রাখি সেটা অনায়াসে ঢুকে গেল খাপে। ঝোপঝাড় বা নিচু গাছের তলা দিয়ে চলাফেরা করার সময় যেসব পাতা বা পাতার কুচি খাপের গায়ে বা ভেতরে লেগে গিয়েছিল সেগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলাম। এখন সহজেই বের করা যাবে ছুরি, বেমক্কা আটকে যাবে না কোথাও। আমি জানি আগামী দিন কতকের ভেতর এমন সময় আসতে পারে যখন হয়ত আমার দারুণ কাজে আসবে ওই ছুরিটা।

পরে, কম্বলের ওপর শুয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের দিকে তাকালাম। আমার আগুন নিভে এসেছে প্রায়, গনগনে কয়লায় পরিণত হয়েছে লাকড়িগুলো। কেতলিতে কফি আছে এখনও। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, তবু ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না আমার।

চারপাশে যেসব ছোটখাট শব্দ হচ্ছে আস্তে আস্তে সেগুলো চিনে নিচ্ছে আমার কান। ওইসব শব্দের সাথে আমি পরিচিত। পাখির কিচির-মিচির, পোকা-মাকড়ের গুঞ্জন অথবা রাতজাগা প্রাণীর খসখস। তবে প্রতিটি জায়গায়ই কিছু কিছু শব্দের নিজস্ব ধরন থাকে। মরা ডালপালার আলাদা একরকমের খড়খড় আওয়াজ আছে, গাছের পাতা অথবা ঘাসের মর্মরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে একটা,

কিন্তু কোথাও এই শব্দগুলো একই রকমের হয় না। ঘুমাবার আগে সবসময় এইসব শব্দ মনে মনে পরখ করি আমি। এক বুড়ো মেক্সিক্যান মেষপালকের কাছে বহুকাল আগে শিখেছি এই কায়দাটা।

অবশ্য বিপদের আভাস দেবার জন্য জেব্রা-ডানও আছে। আগেই বলেছি, অচেনা কোন শব্দ কানে গেলে মানুষকে হুঁশিয়ারি দেয়ার জন্য মাস্ট্যাংয়ের বাড়া অন্যকিছু হয় না। এই অর্থে, আমিও একই জাতের। আমার স্বভাবও মাস্ট্যাংয়ের মতই—নির্জন প্রেইরি আর উঁচু মেসায় একাকী ছুটে চলা।

পেনিলোপ···

ওর কথা ভাববার সময় এটা না। জোর করে আমার চিন্তা অন্যদিকে সরিয়ে, পরিস্থিতি বিচার করলাম আমি। সিলভি কার্নস আর তার দুভাই চায় ওই সোনা, পাবার জন্য কোন বাধাই মানবে না ওরা। ওদের মত লোক এর আগে কখনও দেখিনি আমি, ওরা আমাকে ভাবনায় ফেলেছে। এরকম বহু লোককে আমি চিনি যারা স্রেফ টাকার জন্য, বা আর কোন কারণে মানুষ খুন করবে, কিন্তু ওদের মত রক্তের নেশা আর কারো মাঝে দেখিনি।

সন্দেহ নেই, আমাকে যে কফি খেতে দিয়েছিল সিলভি বিষ মেশানো ছিল তাতে। খোদা মালুম, কত রক্ত লেগে আছে ওদের হাতে—এবং সামনে আরও কত লাগবে।

লুমিস পেতে চাইবে সোনা, তবে ও মেয়েটাকেও চায়। যতক্ষণ না পাচ্ছে সোনা, পেনিলোপকে দরকার হবে ওর, কিন্তু তারপর? তখনই আসল বিপদ মোকাবেলা করতে হবে পেনিলোপ হিউমকে—এবং একা।

সত্যিই কি আমাকে ছাড়াই এগোতে চেয়েছিল ও? নাকি

আমাকে ঝেড়ে ফেলতে ওরা ওকে বাধ্য করেছে? একটিবারও আমার দিকে তাকায়নি ও, বিদায়ের সময়। হতে পারে বুঝিয়েসুঝিয়েই রাজি করিয়েছে ওরা, তবে আমার বিশ্বাস লুমিস ওকে হুমকি দিয়েছিল।

আইন-শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে মূলত মেয়েদের জন্য। এর বর্মে ওরা ঘেরা। কিন্তু এই বনে-বাদাড়ে, যেখানে আইনের কোন শাসন নেই, সেখানে পুরুষদের মর্জির ওপর চলতে হবে ওদের। পেনিলোপ হিউম আইনের নাগাল থেকে বহুদূরে রয়েছে, ওর এখনকার হদিস কেউ জানে না তার সম্ভাবনাই বেশি। লুমিস নিশ্চয় খেয়াল রেখেছিল এ ব্যাপারে। আর যদি ওকে কখনও দেখা না যায়, কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না, আর যদি কেউ তোলেও, জবাব দেয়ার লোক পাওয়া যাবে না। পশ্চিমে বহু নারী-পুরুষ হারিয়ে গেছে চিরতরে, তাদের কেউ কেউ হয়ত চিহ্নহীন কবরে শুয়ে আছে, আবার কারো ভাগ্যে হয়ত কোন কবরই জোটেনি—পেটের তাড়নায় পশ্চিমে ছুটে এসে শেষপর্যন্ত হিংস্র জীব-জন্তুর খোরাক হয়ে নিজের জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়েছে।

পশ্চিমে আইন বলতে যা কিছু আছে তা নির্দিষ্ট একটা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, শহর অঞ্চলে যার প্রয়োগ আছে। জনবসতি নেই এরকম জায়গায় যেতে চায় না কোন আইনের লোক। মাঝে মাঝে যাদের যেতে দেখা যায় তারা ফেডারেল অফিসার—কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান এলাকাতেই চলে তাদের তৎপরতা।

স্যাডলে চেপে আমি যখন পাহাড়ের নিচে নামতে শুরু করলাম তখন এসব কথাই চিন্তাভাবনা করছিলাম। যতটা পারা যায় গা ঢাকা দিয়ে চলছি। ওই বক্স ক্যানিয়ন নেহাত সহজ হবে না খুঁজে

পাওয়া, তবে আমার ক্ষেত্রে খুব একটা শক্ত হবার কথা না কারণ কার্নস আউটফিট বা লুমিসদের চেয়ে এ অঞ্চল আমি ভাল চিনি।

আচ্ছা যদি এমন হয়, আমি ওখানে আগে পৌঁছে উদ্ধার করলাম সোনাগুলো, তখন? যে পেয়েছে খুঁজে মাল তার, এটাই কি চলতি নিয়ম নয়? কথাটা মনে হল আমার, কিন্তু সাথে সাথে একধরনের অস্বস্তি বোধ করলাম। পেনিলোপ তাহলে বঞ্চিত হবে, এ সংসারে ওকে দেখার মত কেউ নেই। সিলভির জন্য আমার একটুও মাথা-ব্যথা নেই···ওর মত মেয়েরা সবসময়ই একটা না একটা রাস্তা বের করে নেয়। কিন্তু পেনিলোপের কথা আলাদা, ওকে বঞ্চিত করতে পারব না আমি।

পেনিলোপ সুন্দরী, শহুরে মেয়ে। দুটো বৈশিষ্ট্যই ওকে বেকায়-দায় ফেলে দিয়েছে। ওই রূপের কারণেই বিপদ অহরহ ছেঁকে ধরবে ওকে, আর শহুরে কায়দায় অভ্যস্ত বলে এই দুর্গম দেশে কিভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে জানে না।

এখন যে ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি সামনেই এক জায়গায় খানিকটা চওড়া হয়ে গেছে সেটা। ক্রীকের পাড় আর পাহাড়ের গায়ে গাছগাছালি আছে ওখানে। গতি কমিয়ে ওদিকে তাকালাম আমি, কোনরকম লোক চলাচলের আভাস পাওয়া যায় কিনা দেখার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম ওখানে গিয়ে নেমে খুঁজে বের করব বক্স ক্যানিয়নটা, সম্ভব হলে উদ্ধার করব সোনা, তারপর পেনিলোপকে সরিয়ে নিয়ে যাব ওই বিপদ থেকে।

আমার ধারণা যতক্ষণ সোনা না পাচ্ছে ওরা ততক্ষণ, কিংবা যদি একেবারেই না পায় তবে মোটামুটি নিরাপদেই থাকবে ও। কিন্তু এরপর সবকটা শিকারী চোখ পড়বে ওর দিকে। পেনিলোপকে

ওরকম অসহায় অবস্থায় ফেলে এসে খারাপ লাগছে আমার। ওকে আগলে রাখবে এমন কারোকে এখন নিজের পাশে পাওয়া খুব দরকার ওর।

সামনে কিছু নিচু ঝোপঝাড় রয়েছে; পাহাড়ের দিকে গুটি কতক পিনিয়ন। বড়সড় একটা পাথরচাঁইয়ের পাশ দিয়ে ঘুরে এগোব এই সময় চোখের কোণে একটা আলোর ঝলকানি ধরা পড়তে, ঝট করে মাথা নিচু করলাম আমি। কি যেন একটা শক্ত আঘাত হানল আমার খুলিতে, চকিতে একপাশে সরে গেল ডান। প্রতিধ্বনি তুলে ক্যানিয়নের নিচে মিলিয়ে গেল একটা রাইফেলের গর্জন, পরক্ষণে আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, তারপর ছড়ান ছিটান কিছু পাথরের মাঝখানে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম আমি, সামনে রক্তে ভেজা বালুর দিকে তাকালাম।

আমার সহজাত অনুভূতি বলল এক্ষুণি এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমার, অথচ একটা পেশীও নাড়াতে পারলাম না। আমার মন আমাকে উঠে দাঁড়াতে হুকুম করল, এগিয়ে যেতে বলল, কিন্তু কিছুই ঘটল না; তারপর একটা চিৎকার শুনতে পেলাম আমি।

'র‍্যালফ! আর এক পাও নড়বে না তুমি! আমার নিশানা তোমার চেয়ে ভাল, আর এক পা আগে বাড়লে তোমার পা আমি খোঁড়া করে দেব!'

'পেন! কি বলছ আবলতাবল! আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। লুমিসের ব্যাপারে আমরা যা জানি তা শুনলে তুমি—'

'কারো সাহায্য আমার লাগবে না। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ওই লোককে একা থাকতে দাও।'

'ও সোনা লুটতে এসেছে, পেন! ওকে আমাদের শেষ করতে

হবে !'

'চলে যাও, র‍্যালফ ! তুমি, সিলভি, আর অ্যানড্রু বাড়ি ফিরে যাও। তোমরা জান না কোথায় আছে সোনা, আর জানা না থাকলে কখনই পাবে না খুঁজে।'

র‍্যালফ হাসল সশব্দে, অশ্লীল হাসি। 'আমরা কোন্ দুঃখে খুঁজতে যাব, পেন? আমাদের হয়ে তুমি আর লুমিসই করবে সেটা।'

'আমি কি বলেছি তুমি শুনেছ, র‍্যালফ। চলে যাও, কিছু বলতে পারবে না ওই লোককে।'

'ওকে আমি খুন করব, পেন। যদি এরমধ্যেই মরে না থাকে—মেরে ফেলব।'

'র‍্যালফ'—কথোপকথনের সুরে বলল পেনিলোপ—'তুমি নড়েই দেখ, একটা না তোমার দুটো পা-ই খোঁড়া করে দেব আমি। শকুন দিয়ে খাওয়াব তোমাকে।'

র‍্যালফ বিশ্বাস করল ওর কথা, কেন করল তা বলতে পারব না, তবে ও নিশ্চয় পেনিলোপকে ভাল চেনে আমার চেয়ে।

এদিকে, আমি একদম নড়তে পারছি না। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছি পাথরের ভিড়ে, মনে হচ্ছে যেন পঙ্গু হয়ে গেছি। চোখ-কান ঠিকই আছে, কেবল নড়াচড়া করতে পারছি না। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি, ওই মেয়ে যদি রাইফেলহাতে রাস্তা আগলে না দাঁড়াত, র‍্যালফ কার্নিস খুন করত আমাকে।

একটু বাদে, গলা চড়িয়ে আমাকে ডাকল পেনিলোপ। 'মিস্টার ওসমান? তুমি ভাল আছ?'

অর্থহীন প্রশ্ন। ও কি ভেবেছে ভাল থাকলে এভাবে এখানে পড়ে থাকতাম আমি। কথা বলতে চেষ্টা করলাম, অনেক কষ্টের পর দুর্বল

আওয়াজ বেরোল মাত্র। তারপর এগোবার চেষ্টা করলাম। জানপ্রাণ চেষ্টা করলাম, মনে হল কেউ বুঝি হাজার হাজার সুচ ফোটাচ্ছে আমার শরীরে, ব্যাস, ওই পর্যন্তই—আর কিছু ঘটল না।

তারপর শুনতে পেলাম ওর পায়ের আওয়াজ। অন্তত, আমার মন তাই বিশ্বাস করতে চাইল।

এমনভাবে পাথরের মাঝ দিয়ে পথ করে এগিয়ে এল পেনিলোপ যেন পাহাড়েই ওর জন্ম। দৃষ্টি সজাগ, দেখছে কেউ ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে কিনা। তারপর আমার পাশে এসে দাঁড়াল, চোখাচোখি হল আমাদের।

'বেঁচে আছ তাহলে,' বলে আমার পাশে ঝুঁকে বসল পেনিলোপ। 'এখানে থাকা চলবে না আমাদের—ও ফিরে আসবে অন্যদের নিয়ে। জানে, তুমি চোট পেয়েছ।'

আমার একটা হাত আড়াআড়িভাবে ওর কাঁধের ওপর রাখল পেনিলোপ, টেনে তুলতে চেষ্টা করল আমাকে, পারল না।

সচল হল আমার ঠোঁট, শেষপর্যন্ত কথা ফুটল মুখে। 'ঘোড়া··· আমার ঘোড়া নিয়ে এস।'

চকিতে উঠে দাঁড়াল পেনিলোপ, দ্রুতপায়ে চলে গেল।

এই ফাঁকে ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করলাম আমি, বহু কসরতের পর পারলাম খানিকটা নাড়াতে, তারপর দুর্বল আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম একটা পাথর, টান দিলাম। জায়গা থেকে হেলল না পাথরটা, কষ্টেসৃষ্টে খানিকটা সরে গেলাম আমি। ধীরে ধীরে, একটা পাথর-চাইয়ের ওপরে ওঠাতে চেষ্টা করলাম হাতটা, কিন্তু জোর পেলাম না একটুও, ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। যেমনটা পারা উচিত, সেভাবে নাড়াতে পারছি না আঙুল, অসহ্য যন্ত্রণা করছে মাথার

ভেতর, মনে হচ্ছে কপালের দুপাশের শিরা দুটো বুঝি ছিঁড়ে যাবে। মারাত্মক চোট পেয়েছি এমন মনে হচ্ছে না আমার। হয়ত সেরকম ভারতে সাহস পাচ্ছি না, কারণ এই গহিন জায়গায় সেটা হবে মরার শামিল। তবে এটুকু জানি আমি চোট পেয়েছি, বোধহয় মাথায়, এবং পঙ্গু হয়ে গেছি সাময়িকভাবে।

যে লোক বাহুবল আর সহজাত প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে তার জন্য আমি এখন যে অবস্থায় আছি তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অন্যকিছুই হতে পারে না। শক্তি আর বন্দুকবাজিতে দক্ষতা এগুলোই আমার একমাত্র সম্বল, জীবনধারণের উপায়। এগুলো ছাড়া আমি অসহায়। আগেই বলেছি, লেখাপড়া শিখিনি যে অন্য কাজ করব, ফলে আমার সেই শক্তিই যদি না থাকল তবে আমার বাঁচা-মরা সমান কথা।

অন্য হাতের মুঠি খোলা-বন্ধ করলাম। দেখলাম থাবার মত ব্যবহার করতে পারছি ওটা। একটা পাথরের কানা আঁকড়ে ধরলাম ওই হাত দিয়ে, আস্তে আস্তে উঠে বসলাম।

বুঝতে পারছি এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে। নইলে ওই খুনে কার্নিসদের হাতে মারা পড়ব। আমি মরেছি কিনা জানতে আসবে ওরা, আমার লাশ দেখা ওদের দরকার, যদি দেখে মরিনি— যাতে মরি তার ব্যবস্থা পাকা করবে।

ডানকে নিয়ে ফিরে আসছে পেনিলোপ। ঘোড়াটা ওর কাছে ধরা দিয়েছে দেখে অবাক হলাম, অচেনা লোকদের ও সাধারণত ভয় পায়। তবে পেনিলোপের কথা আলাদা, ওর মাঝে জাদু আছে··· সাহসও।

আমার পাশে এসে অস্থিরভাবে একবার নাক ঝাড়ল ডান। রক্ত

পড়ছিল আমার কপাল গড়িয়ে, গন্ধ শুঁকল ও। নরম সুরে আমি কথা বললাম ওর সাথে। 'শান্ত হ, বেটা, শান্ত হ।'

ভাল হাতটা বাড়িয়ে রেকাবের চামড়া আঁকড়ে ধরলাম আমি। পেনিলোপ আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। ওর টান আর রেকাবের ওপর আমার হাতের ভর এদের সাহায্যে টেনে খাড়া করলাম নিজেকে। কিন্তু ঘোড়াটা যখন আগে বাড়ল এক পা, পড়ে যাবার দশা হল আমার, পেনিলোপ তাড়াতাড়ি শক্ত করে জড়িয়ে ধরায় রক্ষা পেলাম কোনমতে।

এগোতে শুরু করলাম আমরা, পা দুটোকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি কিন্তু হেঁচড়ে যাচ্ছে। বিশ কদমও যাইনি এমন সময় ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল পেনিলোপ, ছেড়ে দিল আমাকে, পাগলের মত ভাল হাতটা দিয়ে রেকাব আঁকড়ে ধরলাম আমি, ঝুলে রইলাম।

কাঁধ বরাবর উঠে গেল পেনিলোপের রাইফেল, গুলি ছুঁড়ল। আবার গুলি করল ও। আর ডান আমাকে টেনে নিয়ে চলল ঝোপের দিকে।

'চল, বেটা, চল!' ওকে তাড়া দিলাম আমি। কথা শুনল ডান।

একটা গুলি ছুটে এল কোথাও থেকে, আমার কাছেই বালুতে আঘাত করল বুলেট। আরেকটা গুলি হল, এবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সামনে কোথাও বিঁধল ওটা। ভয় পেয়ে লাফ দিল ডান, কিন্তু আমি ধরে রইলাম ওকে। তারপর যখন একটা জুনিপার ঝোপের ভেতর এসে পড়লাম আমরা, হাত ছেড়ে দিলাম আমি, মুখ থুবড়ে পড়লাম বালুতে।

আরও একবার গুলি ছুঁড়ল পেনিলোপ, তারপর ওকে পাথর মাড়িয়ে ছুটে যেতে শুনলাম। এরপর সবকিছু নীরব-নিথর।

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডান, নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। আমার সারা মুখ রক্ত আর ঘামে ভেজা, কাঁপছি ঠকঠক করে। স্যাডল বুটে আছে আমার উইনচেস্টার, অথচ বের করতে পারছি না।

পেনিলোপ কি গুলি খেয়েছে? চারদিক ভীষণ নিঝুম। আগুন ঢালছে সূর্য। ধুলো রক্ত আর ঘামের গন্ধ পাচ্ছি। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলাম আমি, তাক করলাম ওপর দিকে।

নড়ছে না কিছু, একটা শব্দ পর্যন্ত নেই। লেজ নাড়ল ডান, গন্ধ শুঁকল বাতাসে, কান খাড়া করল। অতিকষ্টে, মাথা উঁচু করলাম আমি। গাছের শেকড় আর পাথর দেখতে পেলাম শুধু। নিচের বালুতে রক্ত, আমার রক্ত।

কি হয়েছে পেনিলোপের? লুসিস কোথায়? তবে ওকে ভয় পাচ্ছি না আমি, ক্লিঙ্কেও না।

আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে কার্নসরা। নিশ্চয় কার্নসরা করেছিল গুলি। স্টিভ হুকার আর তার দলবল কোথায়? মাইলখানেকের ভেতর থাকলে গুলির আওয়াজ অবশ্যই শুনতে পাওয়া উচিত ওদের, খোলা জায়গায় বহুদূর পর্যন্ত ভেসে যায় শব্দ।

হাত বাড়ালাম আমি, আঙুল দিয়ে একটা শেকড় জড়িয়ে ধরে একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম গাছের গুঁড়ির কাছে। খুব সরু গাছ, তবে এখন আমি ভাল মন্দ বাছাই করার মত অবস্থায় নেই।

সবচেয়ে খারাপ যেটা, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু। চলনসই একটা আড়াল পেয়েছি, কিন্তু সামনে কেউ আসলে দেখব তার উপায় নেই।

পেনিলোপ কি বেঁচে আছে? আহত হয়েছে? খুঁজে দেখব তাও

পারছি না—এখন শুধু একটা কাজই করার আছে আমার: পিস্তল-হাতে চুপ করে অথচ সতর্ক হয়ে বসে থাকা।

মাটিতে পা ঠুকল ডান। কাছেই কোথাও গড়িয়ে পড়ল একটা নুড়িপাথর। পিস্তল নামিয়ে রেখে শার্টের আস্তিনে হাতের ঘাম মুছলাম আমি। তারপর সাড়া ফিরিয়ে আনার জন্য মালিশ করতে শুরু করলাম অকেজো হাতের পেশীগুলো। খানিক বাদে আবার তুলে নিলাম পিস্তল, বেশিক্ষণ হাতছাড়া করে রাখতে সাহস পাচ্ছি না।

যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথা, বার কয়েক ভুরু কোঁচকালাম, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, পানি খাওয়া দরকার। ক্রীকে পানি আছে, আমার স্যাডলে বাঁধা ক্যান্টিনেও আছে—অথচ দুটোকেই মনে হচ্ছে নাগালের বাইরে।

এবার গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে ছেঁচড়ে ঝোপের কিনারে সরে গেলাম আমি। থমথমে পরিবেশ, পেনিলোপের জন্য আমার ভয় হল।

নিচু ঝোপঝাড় আর পাথরের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে খুঁজলাম ওকে, কিন্তু ওর ছায়াও দেখতে পেলাম না। উলটো দিকে, ক্যানিয়নের মুখ বরাবর তাকালাম, আস্তে আস্তে চোখ বোলালাম পাথুরে দেয়াল আর ছড়ান-ছিটান বোল্ডারের ওপর, তারপর গাছপালায় ছাওয়া যে ঢালটা নেমে গেছে ক্রীকের দিকে সেখানে খুঁজলাম।

কেউ নেই...

হঠাৎ পেছনে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি। ঘাড় ফিরিয়ে ওপাশের জঙ্গলের ভেতর ঘেসোজমিটার দিকে তাকালাম। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাস্ট্যাং, নাকের

পাটা ফুলে উঠেছে, আমার ডান ধারে দেখছে। আড়ষ্টভাবে ঘাড় ফেরালাম আমি।

দুই সারি মেসকিটের মাঝখানে সরু একটা মেঠোপথ, সেখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানড্রু, সামনেই কোমর-সমান উঁচু একটা ঘাসঝোপ। ওর হাতে উদ্যত রাইফেল, গুলি করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আমি যেখানে রয়েছি ক্রমশ সেদিকে ঘুরে আসছে অ্যানড্রুর চোখ—আমাকে খুঁজছে।

ও যখন গুলি করবে, খুন করার জন্যই করবে।

নয়

ষাট ফুট দূরেও নেই অ্যানড্রু কার্নস, তবে আমি নিচু একটা জুনিপারের গুঁড়ির সাথে সেঁটে রয়েছি, সহজে দেখতে পাবে না। দ্রুত ঘুরে আসছে ওর চোখ, বেজির চোখের মত, শিকার খুঁজছে।

ডান হাতে পিস্তল ধরে আছি আমি, বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি পেছনে। গুলি ছুঁড়তে হলে সম্পূর্ণ ঘুরতে হবে আমাকে, শব্দ হবে তাতে। অ্যানড্রুকে এর আগে দেখেছি, জানি ও বেড়ালের মত ক্ষিপ্র—ওকে প্রথম গুলি ছোঁড়ার সুযোগ না দিয়ে কোন অবস্থাতেই ঘুরতে পারব না আমি। এত কম ব্যবধানে ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। তাই নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম ওখানে, আশা

করছি ও আমাকে দেখতে পাবে না।

এক কদম আগে বাড়ল ও। আবার ঘোড়ার দিকে ঘুরে গেল চোখ, তারপর চঞ্চলভাবে খুঁজতে শুরু করল আমাকে।

ঝুঁকি নেব আমি। নিতে হবে। ওপাশের শেষ পাথরটার দিকে যখন সরে যাবে ওর চোখ, এক গড়ান দিয়ে আমি গুলি ছুঁড়ব। ভাল নিশানা করার মত অবস্থায় থাকব না সত্যি, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার। হয় ও মরবে—নয়ত আমি।

অস্থিরভাবে খুর ঠুকল ডান, অ্যানড্রু তাকাল ওই দিকে। ওর ওপর থেকে চোখ সরাতে চাই না বলে, বাঁ হাতটা বাঁ কাঁধের নিচে সরিয়ে এনে একটু উঁচু হলাম আমি, তারপর ডান হাতটা নিয়ে এলাম বুকের কাছে।

বলতে কি, আমি জানি না আদৌ সফল হতে পারব কিনা এভাবে। প্রতিটি পদক্ষেপই এখন জুয়াখেলার শামিল, এর যেকোনটিতেই আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। আস্তে আস্তে বাঁ হাতের ওপর বাঁকা হতে শুরু করলাম আমি। চোখ অ্যানড্রুর ওপর স্থির, ডান হাত এগিয়ে আসছে সামনে···তারপর আমাকে দেখতে পেল ও।

বোধহয় নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর। অথবা ছায়া খুব গাঢ় ছিল বলে ভাল করে দেখতে পায়নি চোখে। তাই মুহূর্তের জন্য জমে গেল অ্যানড্রু। তারপর ঝটিতি ওর কাঁধ বরাবর উঠে গেল রাইফেল।

ও নড়ার সাথে সাথে আমিও নড়লাম; আমার বাঁ হাত আছড়ে পড়ল মাটিতে, বিদ্যুৎগতিতে আগে বাড়ল ডান হাত। বোধহয় এক মুহূর্ত আগে গুলি ছুঁড়েছিলাম আমি, অথবা অ্যানড্রু হয়ত তাড়াহুড়ো করেছিল। আধপাক সম্পূর্ণ হবার আগে যেখানে ছিলাম আমি

সেখানকার মাটিতে আঘাত হানল ওর বুলেট।

আমার গুলিটা একটু ওপর দিকে লাগল। অ্যানড্রুর কাঁধের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে চলে গেল ওটা, আচমকা বুলেটের ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল ও, নিশানা নড়ে গেল। লেভার টেনে ঝটপট আরেকটা বুলেট চেম্বারে পাঠাল অ্যানড্রু, কিন্তু আমার দ্বিতীয় গুলিটা সরাসরি ওর মুখ ভেদ করল। লক্ষ্যভ্রষ্ট শট, আমি ওর বুকে নিশানা করেছিলাম, কিন্তু বুলেটটা ডান চোখের নিচে ঢুকে বেরিয়ে গেল মাথার পেছন দিয়ে।

হাত-পা ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে প্রিকলি পিয়ার ঝোপের ভেতর পড়ে গেল অ্যানড্রু। পতনের সময় রাইফেলটা ছিটকে পড়েছিল ওর হাত থেকে, এখন সেটা ঝুপ করে পড়ে গেল ক্যাকটাস ঝোপের ওপাশে। বুঝতে পারছি খুলির পেছনটা উড়ে গেছে, তবু অ্যানড্রুর দিকে পিস্তল তাক করে রইলাম আমি, তৈরি হয়ে আছি আবার ট্রিগার টেপার জন্য।

কাঁপা কাঁপা হাতে, সিলিণ্ডার থেকে খালি টোটা দুটো খুঁচিয়ে ফেলে দিয়ে সে জায়গায় নতুন দুটো কার্তুজ ভরলাম আমি।

কান পাতলাম, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। গাছের ডাল ধরে টেনে তুললাম নিজেকে, কাজটা করতে পেরে অবাক হয়ে গেলাম। সাময়িক পঙ্গু ভাবটা কেটে যেতে শুরু করেছে।

প্রথমেই ওর রাইফেলটা সংগ্রহ করতে এগোলাম, কারণ আমার-টাএকটু দূরে ডানের পিঠে রয়েছে, আর ঠিক এ মুহূর্তে ভায়া র‍্যালফ কোথায় আছে সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। টলতে টলতে রাইফেলটা যেখানে পড়ে আছে সেখানে গেলাম আমি, কুড়িয়ে নিলাম উবু হয়ে, তারপর সতর্ক চোখে তাকালাম আশপাশে।

আবার নীরব হয়ে গেছে সবকিছু। কয় জোড়া কান শুনেছে গুলির আওয়াজ আমি জানি না। শুধু কামনা করছি পেনিলোপ যেন শুনতে পায়।

এখনও ব্যথা করছে মাথা, সাবধানে পা ফেলছি, কারণ আমার শরীরের অবস্থা কতটা খারাপ তা আমি জানি না। খুলিতে হাত ছোঁয়ালাম। কানের ওপর থেকে প্রায় মাথার পেছন অবধি গভীর হয়ে ছড়ে গেছে খানিকটা চামড়া। ঘোড়ার লাগাম ধরে ঢাল বেয়ে ক্রীকের দিকে নামতে শুরু করলাম আমি। ইচ্ছে করেই বসিনি স্যাডলে। একে কাহিল শরীর, তার ওপর সহজে দেখা যাবে আমাকে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছি থেমে, একবারে শেষ করতে চাইছি না সমস্ত শক্তি।

স্যাডলে চেপে সরে যাবার আগে আরেকবার জরিপ করলাম চারদিক। আমাকে যেটা সবথেকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে সেটা হচ্ছে একদম অন্ধকারে আছি আমি : কি ঘটছে, কোথায় আছে সবাই কিছুই জানতে পারছি না। সামনের ওই পাথরটাইগুলোর আড়ালে কোথাও আছে পেনিলোপ, অথচ এমনভাবে লাপাত্তা হয়েছে যেন আদপে কোনদিন এখানে ছিলই না সে। ওপাশের জঙ্গলের ভেতর কোথাও হয়ত এখনও ওত পেতে অপেক্ষা করছে র‍্যালফ। সিলভি একটা বিষাক্ত ফুল। কাছেপিঠেই কোথাও আছে সে, আমার সন্দেহ নেই।

ক্রীকের পাড়ে বুড়ো কটনউড আর উইলোর ঝাড় রয়েছে। এবং পানি আছে। গাছের নিচে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলাম আমি, পানি খেলাম আঁজলাভরে। খিদে পেয়েছে, কিন্তু আগুন জ্বালাবার ঝুঁকি নিতে সাহস পেলাম না, গর্দান যাবার আশঙ্কায়। অতটা

খিদে এখনও পায়নি। তাছাড়া আমার জন্য এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি, নিরাপদ কোন গাছতলায় শুয়ে ঘুম দেয়া। তবে সেরকম জায়গা পাব এ ভরসা কম।

কাছেই বাতাসে ফিসফিস গুঞ্জন তুলেছিল একটা বুড়ো কটনউডের মোটা ডালপালা। সেদিকে চোখ পড়তে, হঠাৎ একটা মতলব খেলে গেল মাথায়।

একটা ঝোপের গোড়ায় ঘোড়া বেঁধে, স্যাডলব্যাগ থেকে র-হাই-ডের দড়ি বের করলাম আমি, রাইফেলের জন্য ঝটপট স্লিং তৈ করলাম একটা, তারপর হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে নিচের ডালটা ধ লাম। ওটার পাতা আর আশপাশের গাছ আড়াল দিল আমাকে মাটি থেকে বিশ ফুট ওপরে উঠে গেলাম ধীরে ধীরে। এখন আ চারদিকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছি।

প্রথমেই দেখলাম ধুলোর একটা মেঘ। বেশ অনেকটা দূরে, ভা দিকে। যারা ওড়াচ্ছে ওই ধুলো তারা পাহাড়ের আড়ালে রয়ে ফলে দেখতে পেলাম না ওদের। তবে অনুমান করলাম, কমপ ছজন ঘোড়সওয়ার হবে।

খানিকদূরে কিছু হাড়গোড় দেখতে পেলাম আমি। কা বিবর্তনে শুকিয়ে সাদা হয়ে পড়ে আছে প্রখর রোদ্দুরে। ওগুলো ন্যাথান হিউমের মিউল ট্রেনের কঙ্কাল? আমার মনে পড়ল দে বছর আগে আরেকটা যুদ্ধ হয়েছিল এখানে, স্প্যানিশ সেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল বিরাট এক কোম্যাঞ্চি দলকে।

শান্ত পরিবেশ। শুধু কটনউডের পাতায় মৃদু খসখস, মনে কোন বিরাম নেই বুঝি ওই শব্দের। মিনিট কয়েক পর, গাছ থে নামতে যাব এই সময় সিলভি কার্নসকে দেখতে পেলাম, বাদা

রঙের একটা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে।

ওই ঘোড়া ও কোথায় পেল? পরক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম আমি। দেখলাম, ওর পেছনে স্টিভ হুকার, টেক্স পার্কার এবং আরও দুজন অচেনা লোক রয়েছে। ব্যাপার সুবিধের মনে হল না আমার। সমস্ত উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি এখুনি পালিয়ে যাওয়া উচিত আমার—এবং দ্রুত।

সিলভি নিজেই একটা বারুদের আধার। ওর সাথে এ অবস্থায় লাগতে চাই না আমি। সম্ভবত অ্যানড্রুর মৃত্যুর খবর এখনও জানে না ওরা, যখন দেখতে পাবে ওর লাশ তখন আমাকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে।

সোনা পাওয়া কঠিন, রাখা আরও শক্ত। ন্যাথান হিউম যখন স্যান হুয়ানের স্প্যানিশ মাইনারদের কাছ থেকে কিনেছিল চোরাই সোনা তখন সে বুঝতে পারেনি এর পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে। সরকারের হাতে সিংহভাগ তুলে দেয়ার চাইতে, হিউমের মত সওদাগরদের কাছে গোপনে সোনা বেচে দেয়াটা অনেক লাভজনক মনে করত স্প্যানিশ মাইনাররা। সেদিন যা শুরু করেছিল হিউম, আজ, এখানে, তার মাশুল গুনতে হচ্ছে সবাইকে।

ক্রীক থেকে সিকি মাইল দূরে, একটা ঘেসোজমিতে পৌঁছে রাশ টেনে মাটিতে নামল ঘোড়সওয়ারেরা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ওরা ক্যাম্প করবে।

সন্তর্পণে, গাছ থেকে নামলাম আমি। আড়ষ্ট হয়ে আছে আমার ঘাড়, মাথার ভেতর কামড়াচ্ছে এখনও, তবে হাত-পায়ের খিল ছেড়ে গেছে কিছুটা। স্যাডলে চেপে ঘোড়া হাঁটিয়ে উইলো বনে ঢুকলাম

আমি, অগভীর পানি পেরিয়ে ক্রীকের অপরতীরে উঠলাম।

বক্স ক্যানিয়নের সন্ধানে দিনের বাকি সময়টুকু ঘুরে বেড়ালাম এখানে-সেখানে। আমি শুধু এটুকু জানি ওটা র‍্যাবিট ইয়ার্সের উত্তরে কোথাও হবে। বলাই বাহুল্য, কোনকিছু খোঁজ করার ব্যাপারে এ তথ্য যথেষ্ট নয়। সাবধানে চলাফেরা করছি, সারাক্ষণ দূরে দূরে থাকছি কার্নস আউটফিট থেকে। ওরা এখন স্টিভ হুকার আর বিল কোয়ের সাঙ্গাতদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধায় আমার বিপদ বেড়ে গেছে বহুগুণ। অবশ্য আমি এটাও চাই না, সিলভির সাথে হাত মিলিয়ে কোনরকম অপঘাতের শিকার হোক বিলের লোকেরা। সোনা পেলে সবাইকে বিষ খাওয়াবে ও তাতে সন্দেহ নেই···যদি পায় সোনা।

রাতে দূর-উত্তরে সরে গেলাম আমি, একনাগাড়ে কয়েক মাইল ছোটার পর ক্যাম্প করলাম ছোট্ট একটা ক্রীকের ধারে। নর্থ ক্যানাডিয়ান রিভারে গিয়ে পড়েছে এই ক্রীক। র‍্যাবিট ইয়ার্স থেকে আট-নয় মাইল দূরে রয়েছি বলে নিরাপদ বোধ করলাম, টুপি দিয়ে ঢেকে দিতে পারব ছোট করে এরকম একটা আগুন জ্বালিয়ে কফি আর খানিকটা মাংস সেদ্ধ করলাম আমার জন্য। এখন আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে টাটকা মাংস রয়েছে, দিনের বেলায় পুবদিকে গিয়ে মোষ শিকার করেছি একটা।

কাপে কফি ঢালতে যাব এই সময় আচমকা ক্রীকের ধারে পানি খাওয়া থামিয়ে মাথা উঁচু করল ডান, অন্ধকারের ভেতর তাকাল ওপাশে।

চকিতে গাঢ় আঁধারে পিছিয়ে এলাম আমি, লেভার টেনে কক করলাম উইনচেস্টার।

'আস্তে, বাছা। ট্রিগারটা ছেড়ে দাও। আমি সাহায্যের আশায়

এসেছি, ঝামেলা করতে না।'

ওই গলা আমার চেনা, স্মৃতি হাতড়ে মনে করার চেষ্টা করছি এমন সময় আবার কথা বলে উঠল লোকটা।

'ওই ঘোড়া তোমার চেয়ে আমাকে অনেক বেশি চেনে। আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম ওটা।'

'কাছে এস তাহলে। তোমাকে দেখব।'

'তাহলে সময় দাও একটু। আমি আহত।'

মনস্থির করে ফেললাম আমি, ঝুঁকি নিলাম। ওই কণ্ঠস্বর আমার চেনা, তাছাড়া কেবলমাত্র একজন লোকেরই জানার কথা কিভাবে আমি পেয়েছি ঘোড়াটা। ক্রীকের পাড়ে নেমে গেলাম ত্রস্তপায়ে, পানি পার হলাম।

ঘাসের ওপর পড়ে আছে বুড়ো, খুব খারাপ অবস্থা। অন্তত দুবার গুলি করা হয়েছে ওকে, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে বাঁ হাত, তবু সাহস হারায়নি। বুঝলাম, হাল ছাড়ার বান্দা না বুড়ো। পাহাড়ের মানুষ, বুনো মোষের মতই তেজী আর একগুঁয়ে।

পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিলাম আমি, ক্যাম্পে ফিরে এলাম। একশ তিরিশ পাউণ্ডের বেশি ওজন ওর হবে না, এর তিন গুণ বহন করার ক্ষমতা আমার আছে।

মুমূর্ষু অবস্থা বুড়োর, তবে ওর বাঁ হাতটাই আমাকে ভয় পাইয়ে দিল বেশি, শিউরে উঠলাম। একটা নখও নেই, দরদর করে রক্ত ঝরছে সবগুলো আঙুল থেকে···কোন দুর্ঘটনায় হতে পারে না অমনটা।

'কোম্যাঞ্চি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আত্মীয়,' ম্লান হাসল বুড়ো। 'অনেকসময় ওরা আরও খারাপ

হয়।'

'কার্নসরা তোমার কেউ হয় ?'

'তোমার দেখা হয়েছে ওদের সাথে ?'

হ্যাঁ।'

প্রথমে এক কাপ গরম কাল কফি ওর মুখের সামনে তুলে ধরলাম আমি। কাঁপছিল বুড়ো, শরীর চাঙা রাখতে বলকারক একটা কিছু এখন খাওয়া দরকার ওর। ডান হাতে কাপ ধরে ও কফিতে চুমুক দিল, আর ওর জখম পরিষ্কার করতে আমি আগুনে পানি গরম দিলাম।

'স্টেকড প্লেইন্সের সবাই সবার আত্মীয় মনে হচ্ছে,' বললাম আমি। 'এবং প্রত্যেকেই ন্যাথান হিউমের সোনা খুঁজছে।'

'আমার দাবি আছে, ওদের যে কারো চাইতে বেশি।'

'পেনিলোপের চেয়েও ?'

'না। ও এখানে ?'

'ওরা যদি মেরে ফেলে না থাকে। কাল একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ও—খুব ভাল মেয়ে পেনিলোপ।'

কফি খেয়ে ফের শুয়ে পড়ল বুড়ো, গরম পানি দিয়ে আমি ওর বুলেটের ক্ষত দুটো সাফ করলাম। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে, এছাড়া কোনটাই তেমন মারাত্মক নয়। এর চেয়েও খারাপ চোট পেয়ে মানুষকে বেঁচে যেতে দেখেছি আমি। যেখানেই যাই, সবসময় আমার সাথে কয়েক রোল ব্যাণ্ডেজ থাকে। কারণ একজন ফেরার লোক চাইলেই ডাক্তারের কাছে ছুটে যেতে পারে না। আমাকে দিয়ে যতটা ভালভাবে সম্ভব, বুলেটের জখম আর হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম।

নখগুলো বেশ কিছুদিন আগে হারিয়েছে ও, এখন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে বুকে হেঁটে চলার সময় ঘষা লেগে নতুন করে খুলে গেছে ক্ষতের মুখ।

'তুমি নিশ্চয় এমন কিছু জান যেটা জানা ওদের জন্য জরুরি ছিল।'

'আমার এখন হাসা উচিত, জানি। ওই সোনা কোথায় আমি জানি। বক্স ক্যানিয়নটা চিনি।'

'তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এটাই আশ্চর্য।'

'ঘরের মধ্যে আমাকে আটকে রেখে বাসায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল ওরা। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি, বেঁচে বেরোতে পারব ভাবতে পারেনি। যাই হোক, ওদের আমি বোকা বানিয়েছি।'

'মনে হচ্ছে দেশশুদ্ধ লোক ওই সোনা নেয়ার জন্য একসঙ্গে উঠে-পড়ে লেগেছে।'

'আমি কি করব বল ?' কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। 'ছেলেবেলায় আমি বুড়ো ন্যাথান হিউমের সাথে কাজ করতাম। জানি কোথায় আছে সোনা। কিন্তু যদ্দিন ন্যাথান হিউমের বউ বেঁচেছিল আমি নেয়ার কথা ভাবিনি।

'অন্যরা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরা জানত না কোথায় খুঁজতে হবে। বুড়ো ন্যাথানের স্বভাব জানতাম আমি, বুঝেছিলাম একদিন ওই সোনা আমার হবে। বুড়ো ছিল আমার মামাত ভাই, রক্ত-সম্পর্কের। আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র আমিই কাজ করেছি ওর সাথে। সোনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করতে বহুবার গেছি স্যান হুয়ানে।

'কার্নসরা জানত না আমার খোঁজ। কিন্তু তোমাকে ওদের ওয়াগনের কাছে দেখেই বুঝে ফেলল। ডানের গায়ের মার্কাটা যখন

দেখল ওরা, এল এইচ, তখনই বুঝে গেল আশপাশে কোথাও আছি আমি। ওরা জানত ওটা বুড়ো ন্যাথান হিউমের মার্কা। ওরা তোমাকে খুন করতে চাওয়ার পেছনে এটাও একটা কারন।'

'এর আগে তুমি সোনা উদ্ধারের চেষ্টা করনি কেন?'

আমার দিকে তাকাল বুড়ো। 'জায়গাটা তুমি দেখনি এখনও, ওটার সম্পর্কে যেসব কাহিনী চালু আছে সেগুলোও শোননি। কিন্তু আমি শুনেছি। এরকম একটা ইণ্ডিয়ানকে পাবে না যে এক রাত কাটাতে রাজি হবে ওই ক্যানিয়নে। এমনকি অনেকে ঢুকতেই চাইবে না ওখানে। ওরা বলে জায়গাটা অশুভ, হয়ত তাই।'

'তোমার নাম বলবে না আমাকে?'

'হ্যারি মাইমস। আমাকে ভুল বুঝ না। অশুভ আত্মার ভয়ে আমি বক্স ক্যানিয়নে যাইনি তা না। আসলে এর জন্য দায়ী কোমাঞ্চিরা। দুবার আমার মালসামান হারিয়েছি, একবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

'শেষবার ভাল ছিল আমার কপাল, ক্যানিয়ন পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর ওরা হামলা করল। আমার জিনিসপত্র লুট করার দিকেই নজর ছিল ওদের, সেই ফাঁকে আমি সরে পড়ি। লাস ভেগাসে ফিরতে প্রায় ছহপ্তা লেগেছিল আমার। যখন পৌঁছালাম ওখানে, এক বেলা খাওয়ার মত পয়সা ছিল না আমার কাছে। ঝাড়ুদারের চাকরি নিলাম একটা স্যালুনে, তারপর ওরা আমাকে বারটেণ্ডার পর্যন্ত তুলল। আবার সাজসরঞ্জাম কিনতে ছয় মাস লেগেছিল আমার।'

'এখানে এসেছ কিভাবে?'

'ঘোড়ার পিঠে—আর আবার কিভাবে? আমার কয়েকটা ঘোড়া

চুরি করে নিয়ে যায় ওরা, বাকিগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরে বাড়ি ফিরে আসে ওই ঘোড়াগুলো, আমি কয়েকটাকে ধরে বেরিয়ে পড়েছি। সময় লেগেছে—তবে এসেছি শেষপর্যন্ত।'

চুপ করল বুড়ো, হাঁপাচ্ছে। ওর অবস্থা এত খারাপ যে ওকে বেশি প্রশ্ন করতে মন চাইল না আমার। আহত হওয়া সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি ও, এখানে এসেছে। বুড়োর কষ্টের কথা ভেবে গা শিউরে উঠল আমার।

'এখন কি করবে বলে ভাবছ?'

'বোকার মত প্রশ্ন হয়ে গেল না? ওই সোনা উদ্ধার করব, নয়ত ওরা যাতে না পায় তার ব্যবস্থা করব। খোদার কসম, র‍্যালফ কার্নিকে খুন করব আমি।'

'মেয়েটাকে?'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল হ্যারি মাইমস, তারপর চোখ তুলল আমার দিকে। 'ওসমান, জানি আসলে ওরই প্রাপ্য এটা, কিন্তু একটা মেয়েকে আমি পারব না খুন করতে। যদিও আমার এই হাল করার জন্য ও-ই দায়ী। বিশেষ করে নখগুলো ও নিজের হাতে উপড়েছে।'

গিলভির দ্বারা এটা সম্ভব আমি বিশ্বাস করি।

খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল মাইমস, ওকে কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিলাম আমি। ওর মালপত্র কোথায় আছে আমাকে বলেনি ও, তবে অনুমান করলাম ক্রীকের ওপারে ঝোপের মধ্যে কোথাও থাকবে। ওর শরীরের যা অবস্থা, তাতে বুঝতে কষ্ট হয় না পায়ে হেঁটে এতদূর আসেনি ও।

ভার্জিনিয়ায় ন্যাথান হিউমের বিধবা বউয়ের মৃত্যু এখানে, প্যান-

হ্যাণ্ডেলের তৃণভূমিতে, এক নাটকের জন্ম দিয়েছে। হিউমের ভাইসহ প্রত্যেকেই ছুটে এসেছে ওই সোনার লোভে, এবং সবাই একসাথে। আমার দুর্ভাগ্য, ওদের এই বিবাদে জড়িয়ে গেছি আমি, এখন একজন মুমূর্ষু বুড়োমানুষ রয়েছে সাথে, আমার সাহায্য যার ভীষণ প্রয়োজন, এবং আবার যদি পাই খুঁজে তাহলে হয়ত পেনিলোপকেও উদ্ধার করতে হবে এই বিপদ থেকে।

ইণ্ডিয়ানরা ওই ক্যানিয়নকে ভয় পায় কেন? ওদের কথা আমি অবিশ্বাস করি না। লোকে অবশ্য বলে ওরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ওরা যা কিছু বিশ্বাস করে তার অধিকাংশের পেছনে যুক্তি আছে। একবার মেক্সিকো সীমান্তে ইণ্ডিয়ানরা আমাকে বলেছিল তারা বিশেষ একটা জায়গায় যাবে না কারণ ওখানে অশুভ আত্মারা বিচরণ করে। খোঁজ নিয়ে আমি জানলাম ওখানে মহামারী আকারে গুটিবসন্ত দেখা দিয়েছে। সেদিন বুঝেছিলাম, রোগের ছোঁয়াচ যেন না লাগে সেজন্য ওই জায়গাকে ওরা এভাবে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছিল। ওরা ধারণা করেছিল গুটিবসন্তের জন্য অশুভ আত্মারাই দায়ী···হয়ত বক্স ক্যানিয়নের ব্যাপারেও এরকম কিছু একটা আছে।

মাইমসের চারটে ঘোড়া—দুটো প্যাক আর দুটো স্যাডল হর্স—জড় করে আগুনের ধারে ফিরে এসে আরও খানিকটা কফি পান করলাম আমি, তারপর আগুনের শিখা মেরে কয়লাগুলো ফেলে রাখলাম শুধু। যখন মোটামুটি জমাট বাঁধল আঁধার, সবচেয়ে গাঢ় ছায়া যেখানে পড়েছে সেখানে আমার বিছানা সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এ জায়গা থেকে গনগনে কয়লার আলোয় বুড়োকে দেখতে পাব আমি, অথচ বাইরের কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

রাতে কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল, প্রতিবারই অবাঞ্ছিত শব্দ শোনার আশায় কান খাড়া করলাম। শেষমেষ, ভোরের দিকে যখন আবার জেগে গেলাম তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আর ঘুমাব না। জীবনে বহু রাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আমি—আমার মত জীবনযাপন করে যে লোক সে কখনও আগাম বলতে পারবে না কখন হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে তাকে।

শুয়ে শুয়ে আমি সেইসব রাতের কথা ভাবতে লাগলাম যখন এভাবে রাত জেগে কান খাড়া করে থাকতে হয়েছে আমাকে। ফেরার মানুষের জীবন বড় দুঃসহ, সুখ-শান্তির বালাই নেই তাতে।

কিছুক্ষণ পর একটা শব্দ শুনতে পেলাম। স্পষ্ট না, মনে হল হঠাৎ করে বুঝি তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে আমার কানের পর্দা, তারপর বুঝলাম কাছেপিঠে কেউ চলাফেরা করছে···তবে সেটা কি, ঠাওর করতে পারলাম না।

আগুনের দিকে তাকালাম। এখনও জ্বলছে কয়েকটা কয়লা। কম্বল মুড়ি দিয়ে আগুনের পাশে অঘোরে ঘুমাচ্ছে হ্যারি মাইমস। ওর দুর্বল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি।

বাঁ হাতে আমার গায়ের ওপর থেকে সাবধানে কম্বলটা সরিয়ে ফেললাম। এক জোড়া মোকাসিন-সর্বদা নাগালের মধ্যে রাখি আমি। ডান হাতে পিস্তল বাগিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টেনে আনলাম ওগুলো, কোনরকম শব্দ না করে পা গলিয়ে দিলাম ভেতরে।

ছোট্ট একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে, মাইমসের দিকে ছুঁড়ে মারলাম। ওর কাঁধে আঘাত হানল ওটা, মনে হল নিশ্বাস থেমে গেছে বুড়োর, তারপর আবার ওঠানামা করতে লাগল বুক। তবে কি ও জেগে আছে? আমার সন্দেহ হল জেগে আছে বুড়ো, শরীরের ওই

অবস্থায় যতটা সম্ভব একজনের পক্ষে তেমনিভাবে তৈরি আছে বিপদ মোকাবেলার জন্য।

নীরব পরিবেশ, তবে এই নীরবতার ধরন আলাদা। আমাদের ক্যাম্পের উত্তরে এতক্ষণ যেসব নিশাচর জীবজন্তু চলাফেরা করছিল এখন আর তাদের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। এরপর অস্পষ্ট একটা ফিসফিসে শব্দ শুনতে পেলাম আমি—গাছের ডাল প্যান্টে ঘষা খেলে যে রকম হয় অনেকটা তেমনি। এগিয়ে আসছে কে যেন—সম্ভবত একজনের বেশি।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম, সন্তর্পণে পিছিয়ে গেলাম এক পা, ডাল-পালাময় একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। এখন যদি-বা আমার বিছানাটা দেখা যায়, আমি একাকার হয়ে গেছি গাছের অন্ধকারের সাথে।

হাতে তৈরি আছে পিস্তল, তারপর হঠাৎ মত বদলে ওটা হোল-স্টারে রেখে ছুরি বের করলাম।

নিঃশব্দে কাজ সারতে ছুরির জুড়ি নেই, বিশেষ করে কাছ থেকে।

দশ

অন্ধকারে, ছুরিহাতে, অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। নিচু করে ধরে আছি ছুরি, ধারাল ফলা ওপর দিকে তুলে।

মৃদু আলোড়ন উঠেছে ক্রীকের পানিতে। কটনউডের ঝোপে বাতাসের ফিসফাস। আগুনের কুণ্ড থেকে লাকড়ি পোড়া গন্ধ আসছে, শুকনো পাতার হালকা সুবাস। যে লোকই আসছে খুব দক্ষতার সঙ্গে এগোচ্ছে সে, কারণ এখন আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না আমি।

একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা ধরে গেল আমার পায়ে, কিন্তু পাছে সামান্যতম শব্দ হয় এই ভয়ে নড়াচড়া করতে সাহস পেলাম না। এই অচেনা লোকটির যে রকম নিঃশব্দ চলাফেরা, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না ওর কান প্রখর। নিজে শোনা, আর অন্যকে না শোনানোর ব্যাপারে সচেতন থাকা এ দুটো একে অন্যের পরি-পূরক। তাই, যার মাঝে থাকে, একসাথে বাস করে এ দুই গুণ।

তারপর এমন জায়গায় একটা ছায়া দেখতে পেলাম যেখানে আগে কোন ছায়া ছিল না। চোখ কচলে আরেকবার তাকালাম আমি, নিশ্চিত হতে চাইলাম যে ভুল দেখছি না। না, ছায়াটা এখনও আছে ওখানে। সামনের এক পা এগোলাম আমি, তারপর আমার নাম শুনতে পেলাম। 'মিস্টার ওসমান ?'

পেনিলোপ।

এত স্বস্তি পেলাম যে শুধু একটা কথাই জোগাল আমার মুখে, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

জবাব দিল না ও, কিন্তু চট করে এগিয়ে এল আমার দিকে। 'আগুনের পাশে ওটা কে ?'

'হ্যারি মাইমস। নাম শুনেছ ?'

'চিনি। ওকে ডাক। ভোর হবার আগেই সরে পড়তে হবে আমা-দের।'

'কি ব্যাপার ?'

'টম ফ্রায়ারের নাম শুনেছ ? কিংবা নোব্‌ল্‌ বিশপ ?'

'ওরাও আছে নাকি ?'

'সিলভি এনেছে। কোথায় পেয়েছে জানি না, তবে আমি যতটা শুনেছি ওদের কথা, তাতে বুঝতে পারছি অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে এখন।'

'ফেরেরা আছে ওদের সঙ্গে ?'

'একহারা, শ্যামলামত একজন আছে। ওর নাম শুনিনি। আজ রাতে ক্যাম্পে এসেছে ওরা, কথাবার্তায় মনে হল তোমাকে চেনে।'

ঠিক, আমাকে চেনে ওরা, এবং আমি ওদের। মিসিসিপির পশ্চিম তীরে ওদের মত ভয়ঙ্কর আর তিনটে লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'তোমার কথাই ঠিক,' বললাম। 'আমাদের সরে পড়া দরকার।'

উঠে বসছিল মাইলস। আমরা আগুনের ধারে এগিয়ে যেতে, আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। 'আমি শুনেছি। চল, কেটে পড়ি। সোনা নিয়ে পালিয়ে যাই।'

বিছানাপত্র গুটিয়ে ঘোড়া জড় করতে মাত্র কয়েকটা মিনিট লাগল। মাইলসের বাড়তি স্যাডল হর্সে পেনিলোপ চড়বে, কারণ ওর নিজের কোন ঘোড়া নেই।

পানির কিনারে ঘোড়া নিয়ে গেলাম আমরা, তারপর স্যাডলে চেপে পার হলাম। বক্স ক্যানিয়নটা ঠিক কোথায় মাইলস জানে, তাই সামনে রইল ও।

বক্স ক্যানিয়ন জিনিসটা আমার একটুও পছন্দ না, ফাঁদ বলে মনে হয়—ঢোকার একটা মাত্র রাস্তা, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুপাশের দেয়াল ভীষণ খাড়া হয়ে থাকে। বিপদের গন্ধ পেলাম আমি—অবশ্য

এটাও ঠিক, এখানে সবকিছুতেই বিপদের গন্ধ আছে। অনেক আগেই এ নরক থেকে সরে পড়া উচিত ছিল আমার, কথাটা এখন আবারও ভাবলাম মনে মনে।

আমার পাশাপাশি চলছিল পেনিলোপ। 'তুমি আনাড়ি না,' বললাম। 'নাহলে এভাবে চলতে পারতে না।'

'ভার্জিনিয়ার জঙ্গলে আমি মানুষ। দশ বছর বয়েসে দৌড়ে হরিণ ধরতে শিখেছি।'

পেনিলোপ অসহায় এটা ভাবা আমার বোধহয় অন্যায়, মনে মনে আমি বললাম নিজেকে। দারুণ অন্যায়। কেন ? কারণ বনজঙ্গলে ও আমার মতই স্বচ্ছন্দ, এমনকি একবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে।

'আমাকে বাঁচিয়েছ তুমি,' ঈর্ষা মেশান গলায় বললাম। আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের কাছে আমি হারিনি, মনে হচ্ছে আমার এই অহঙ্কারে যেন ঘা দিয়েছে ও। 'ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' বলল পেনিলোপ।

'লুমিস কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না। আমি চলে এসেছি।'

মনে হল ও চিন্তিত বা দুঃখিত কোনটাই না। বোধহয় ওর আসল চেহারা জেনে গেছে এরমধ্যে। কিন্তু আমাকে ? এতটা বিশ্বাস পাচ্ছে কিভাবে যে সব সোনা নিয়ে সরে পড়ব না আমি ? অস্বস্তি-ভরে তাকালাম ওর পানে। হয়ত আগাগোড়া আমার সমস্ত ধারণাই ভুল। তবু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত—সিলভি কার্নসের সাথে ওর আকাশ-পাতাল তফাত।

যখন ফেরেরা, ফ্রায়ার আর নোব্‌ল্‌ বিশপের কথা ভাবলাম তখন শিরশির করে উঠল আমার গা। ওদের যে কোন একজনই বিপদ

বাড়ানর জন্য যথেষ্ট। আর একসঙ্গে তিনজন—হৃৎকম্প উপস্থিত হল আমার।

নোবল্ বিশপ ভাড়াটে বন্দুকবাজ। লোকে বলে ও বিশজন মানুষ খুন করেছে। অঙ্কটা কেটে অর্ধেকে নামিয়ে আনলে অসম্ভব মনে হয় না—কারণ প্রকাশ্যে খুন হয়েছিল ওরা। পেছন থেকে কজনকে মেরেছে তা অবশ্য জানার উপায় নেই, তবে বিশপের চেয়ে ক্রায়াডেরই এই কায়দাটা, মনে হয়, পছন্দ হবে বেশি। আর ফেরেরা—ওর অস্ত্র ছুরি।

তিনজনই পশ্চিমের কুখ্যাত লোক, ভাড়াটে খুনী, যেখানেই হানাহানির দরকার হয় টাকার বিনিময়ে সেটা করে দেয় ওরা। সন্দেহ নেই, হুকার বা বাকি দুজনের কারো কাছ থেকে ওদের খোঁজ পেয়েছে সিলভি, এবং ভাড়া করতে একটুও দেরি করেনি।

হ্যারি মাইমস বুড়োমানুষ, এ মুহূর্তে কিছুটা পঙ্গুও বটে, তবু এমনভাবে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে যেন অন্ধকারে ও দেখতে পায়। ওর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম আমরা, তারপর যখন ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছালাম সরে গেলাম কাছে।

'আমার ভাল ঠেকছে না,' বলল বুড়ো। 'এই জায়গাটা খুব খারাপ।'

'ভয় পাচ্ছ?' অবাক লাগছে আমার, কারণ বুড়োকে আমি কঠিন লোক বলেই জানি। অন্য সময় হলে ও হয়ত এই সামান্য প্রশ্নেই পিস্তল বের করত।

'তোমার যা খুশি বলতে পার। ইন্ডিয়ানরাই হয়ত জানে ভাল কি বলতে চায় তারা। আমি এই ক্যানিয়নটা পছন্দ করি না—ব্যাস।'

'আগে এসেছ?'

'হ্যাঁ···একগাদা হাড়গোড় পড়েছিল। অনেক লোক মরেছে ওখানে।'

'তাই। ন্যাথান হিউমের প্যাক ট্রেন মারা গিয়েছিল, বেশির ভাগই। ওদের কঙ্কাল থাকবে—এছাড়া আর কি থাকতে পারে বলে আশা কর তুমি?'

'অন্য আরও আছে,' মৃদু স্বরে বলল বুড়ো। 'মোদ্দা কথা, এই জায়গাটা আমার একদম পছন্দ না।'

'তাহলে চল, সোনা নিয়ে সরে পড়ি। আর যদি তা না করতে চাও, তবে এখুনি পালাতে হয়। কারণ ওরা ঠিকই আসবে—অহেতুক মারামারি আমি চাই না।'

ডানেরও পছন্দ হয়নি ক্যানিয়নটা। সরে আসতে চেষ্টা করল ও, ভেতরে না ঢোকার জন্য নানারকম কৌশল খাটাল। বাকি-ঘোড়াগুলোও ভয় পেয়েছিল, তবে ডানের মত খারাপ ব্যবহার আর কেউই করেনি।

ভেতরে ঢুকলাম আমরা, আঁধার ঘিরে ধরল আমাদের। সামনে থেকে থুক করে একবার কেশে উঠল হ্যারি মাইমস, তারপর রাশ টানল। 'পছন্দ কর চাই না কর, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। শ্যাওলাভর্তি একটা পুকুর আছে ওখানে, এখানে-সেখানে গর্তও আছে কিছু। আল্লা মালুম, কি আছে ওগুলোর ভেতর, তবে আমি জানতে যাব না।'

ঘোড়াগুলোকে বসালাম আমরা, কেউই নামতে চাইছি না স্যাডল থেকে, যদিও এই না চাওয়ার হেতু কি তা আমরা নিজেরাই জানি না। স্রেফ অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে আমাদের, এবং ঘোড়া-

গুলো বেয়াড়া আচরণ করছে। আমার নিজের ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি, এ মুহূর্তে ডানকে একা ছেড়ে দিয়ে আমি একটুও বিশ্বাস পাব না।

হঠাৎ খসখস করে উঠল একটা স্যাডল। 'আমি নামছি,' বলল পেনিলোপ। 'ঘুরে ফিরে দেখব একটু।'

'দাঁড়াও।' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। চুপ করে স্যাডলে বসে অপেক্ষা কর।'

প্রতিবাদ আশা করেছিলাম আমি, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। আবার স্যাডলে উঠে চুপ করে বসে রইল পেনিলোপ। ইতিমধ্যে আকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে, দেখা যায় এরকম আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই।

বেশ কয়েক মিনিট কথা বলল না কেউ, তারপর মাইমস মুখ খুলল। 'ভয় পাই বল আর যাই বল, আমি বাপু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না এখানে।'

পাথর, ঝোপঝাড় এসব আকৃতি পেতে শুরু করেছে এখন, ক্যানিয়নের দেয়ালগুলোও দেখতে পাচ্ছি আমরা। যে পথে ঢুকেছি সেটা ছাড়া বেরোবার অন্য কোন রাস্তা নেই। অন্তত আমার তাই মনে হল।

'কফি খেলে মন্দ হত না,' বললাম আমি।

'এখানে না। চল, সোনা নিয়ে কেটে পড়ি।'

'এত সোজা হবে না,' বললাম। 'কোনকালেই হয়নি।'

তবু, স্বীকার করতে দোষ নেই, বুড়োর মত আমিও এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচি। চারদিকে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা। অজস্র কঙ্কাল ছড়ান-ছিটান, এর সবই ন্যাথান হিউমের সেই প্যাক ট্রেনের

এমন মনে করার কারণ নেই—তুলনামূলকভাবে অনেক হালের হাড়গোড়ও আছে।

পুকুরটা দেখতে পেলাম আমরা, পেনিলোপের ঘোড়া যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই। কোন ঢেউ নেই, সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। একটা মরা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে শ্যাওলা নাড়া দিল পেনিলোপ। নিচের পানি তেলতেলে এবং কালচে।

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?' আচমকা বলে উঠল হ্যারি মাইমস। 'একটাও পাখি নেই এখানে। পোকামাকড় পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় ইণ্ডিয়ানদের কথাই ঠিক।'

অজানা একটা অনুভূতিতে আমাদের ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক আছে,' বললাম, 'যতটুকু শুনেছি তাতে মনে হয় সোনা ওই সামনেই কোথাও আছে।'

ছড়ান-ছিটান পাথরের পাশ দিয়ে পথ করে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম আমরা। সত্যিই, অসংখ্য হাড়গোড় পড়ে রয়েছে। একটা খচ্চরের চোয়াল, খটখটে সাদা, ভাঙাচোরা একটা বুকের খাঁচার অদূরে পড়ে আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যে রকম হয়, নেকড়ে বা কয়োটের দল সেভাবে খুবলে খায়নি কঙ্কালগুলো।

ক্যানিয়নের দেয়ালগুলো ভীষণ খাড়া, ঘোড়া উঠতে পারবে না। কোন কোন জায়গায় মানুষও পারবে না। তবু এখানে জীবনের প্রথম যে চিহ্ন চোখে পড়ল আমার তা হচ্ছে বুনো ঘোড়ার ট্র্যাক। বেশিদিন হয়নি বেশকিছু ঘোড়া এসেছিল এখানে, তবে পুরান ট্র্যাকও আছে, সবগুলোই চলে গেছে ক্যানিয়নের পেছনের অংশে। সন্দেহের বশে, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলাম আমি। 'তোমরা সোনা খোঁজ,' বললাম, 'একটা কোন রহস্য আছে পেছনে—আমি দেখতে যাচ্ছি।'

জবাবের অপেক্ষা না করেই, ওই মাস্ট্যাংগুলোর ট্র্যাক ধরে রওনা হলাম আমি, আর ডান সানন্দে সায় দিল। বক্স ক্যানিয়নটা ওর মোটেও পছন্দ হয়নি।

বুনো ঘোড়াগুলো সরাসরি ক্যানিয়নের পেছন দিকে চলে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া বোল্ডারের গোলকধাঁধায় ঢুকেছে। পাথর আর ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে ওরা, তারপর হঠাৎ সরু একটা ট্রেইলের দেখা পেলাম আমি, খাড়া হয়ে চলে গেছে ওপর দিকে, কোনমতে একজন ঘোড়সওয়ার চলতে পারবে। সোজা ওপরে বেশ কিছুদূর চলে গেছে ট্রেইলটা, তারপর বাঁক নিয়েছে। তবে আমার সন্দেহ রইল না, মেসার মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ওটা।

তাহলে বেরোবার আরেকটা পথ আছে, মনে মনে বললাম।

হঠাৎ অস্পষ্ট একটা ডাক শুনতে পেলাম আমি, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালাম। এতদূরে এবং উঁচুতে চলে এসেছি বুঝতে পারিনি এতক্ষণ। নিচে দেখতে পাচ্ছি পেনিলোপকে, খুদে একটা মানুষ হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে।

ফিরে গিয়ে দেখলাম মাইমস উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে। টেনে ওকে চিত করলাম আমি, দেখলাম মুখটা নীল হয়ে গেছে।

'এক্ষুণি ওকে সরাতে হবে এখান থেকে,' ঝটপট বললাম। 'এ অবস্থায় ওরা এসে পড়লে—'

বুড়োর অসুবিধার কারণ বুঝতে পারলাম না, তবে মনে হল একটা কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে ও, বুক ধড়ফড় করছে, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে স্বাভাবিকভাবে। ওকে আড়াআড়িভাবে স্যাডলে চাপিয়ে জিনের পেটির সঙ্গে বেঁধে দিলাম আমি, তারপর পেনিলোপসহ বেরিয়ে এলাম ক্যানিয়নের বাইরে। ঝটিতি গাছপালার আড়ালে

চলে গেলাম আমরা, তারপর যখন দেখলাম কেউ নেই কাছেপিঠে তখন ফিরে গেলাম ক্রীকের ধারে আমাদের আগের ক্যাম্পে।

ইতিমধ্যে খোলা হাওয়ায় মাইমসের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল কিছুটা। ওকে স্যাডল থেকে নামালাম আমি, ভীষণ অসহায় লাগছে নিজেকে, বুঝতে পারছি না কিভাবে শুশ্রূষা করব ওর। কিন্তু অল্পক্ষণের ভেতর আপনমনে বুড়োর জ্ঞান ফিরে এল।

'হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম। 'কি ব্যাপার?'

'জানি না। শুধু হঠাৎ বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি। এই একটা কথা বলে রাখছি তোমাকে—আর আমি যাচ্ছি না ওই বক্স ক্যানিয়নে। কোন না কোন গোলমাল আছে ওখানে। তোমার যা খুশি বলতে পার, আমার ধারণা জায়গাটা অশুভ।'

একটু বাদে উঠে বসল ও, তবে মুখটা অস্বাভাবিকরকমের ফ্যাকাসে হয়ে আছে। পানি খেতে গিয়ে বমি করে ফেলল।

'আমরা যা-ই করি, তাড়াতাড়ি করতে হবে,' বললাম আমি। 'আশপাশে বড্ড ভিড়। আমরা দেরি করলে ওরা পৌঁছে যাবে ওখানে।

'আমার বোধহয় সোনা আনতে যাওয়াই ভাল। বাড়তি একটা ঘোড়া নেব সঙ্গে, ওটায় কিছু আর বাকিটা ডানের পিঠে চাপিয়ে ফিরে আসব যত জলদি পারি।'

ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকাল পেনিলোপ, একসময় বলল, 'মিস্টার ওসমান, তুমি নিশ্চয় আমাকে বোকা মেয়ে ভেবেছ—নইলে একা সোনা আনতে যেতে চাইতে না।'

'না, ম্যাম। তোমার বুদ্ধি, সাহস দুই-ই আছে। একা চলতে

পারবে—আমার তো মনে হয় এভাবেই নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে কর তুমি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমাদের কারো থাকা উচিত মিস্টার মাইমসের কাছে।'

'আমার অসুবিধে হবে না,' বলল মাইমস। 'চল, তাহলে, তিন-জনই যাই।'

সত্যি বলতে কি, আমার একটুও ইচ্ছে নেই ওখানে ফিরে যাবার, বিশেষ করে পেনিলোপকে সঙ্গে নিয়ে তো নয়ই। আমাকে একটা ফাঁড়া কাটাতে সাহায্য করেছে ও, তবু আমার সাহায্য ওর দরকার। ওই সোনা উদ্ধার করা সহজ হবে বলে মনে হয় না আমার, এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না—তাও আবার একটা মেয়ের ব্যাপারে। কথাটা ওকে জানালাম আমি।

'তুমি তোমার নিজের দিকে খেয়াল রাখ,' ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দিল পেনিলোপ, তবে ঠিক রাগ একে বলা যাবে না। স্যাডলে চাপল ও, আমি আর মাইমস অনুসরণ করলাম।

এখন আমাদের দেখলে মনে হবে না আমরা তিনশ পাউণ্ড সোনার এক গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমাদের আচার-আচরণে কোনরকম উদ্দীপনার ছাপ নেই, যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ক্যানিয়নের মুখ ততই কমে আসছে চলার বেগ।

হ্যারি মাইমসের বুড়ো হাড়ে তেজ আছে এখনও, তবু জ্ঞান হারিয়েছিল সে, অথচ এর কারণ জানতে পারিনি আমরা। তবে অদ্ভুত গন্ধ আসছিল একটা, মাঝে মাঝে। আসলে ওটা আমার কল্পনা, না সত্যিই ভয়ানক কিছু জানি না বলে এ ব্যাপারে কারোকে কিছু বলিনি আমি।

প্রায় ক্যানিয়নের মুখের কাছে এসে আমরা ফাঁদে পড়লাম।

পেনিলোপের কথা আলাদা, কিন্তু আমি আমার গায়ের চামড়া বাঁচাতে কোন অজুহাত দেখাতে পারব না—আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার যে এরকমটা ঘটতে পারে। হঠাৎ করেই দেখলাম সিলভি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে, তারপর আমরা যখন রাশ টানলাম তখন ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়াল থেকে অন্যরা বেরিয়ে এল।

আমাদের বাগে পেয়েছে ওরা, সন্দেহ নেই। অসহায় অবস্থায় পেয়েছে। একসঙ্গে এতগুলো চোর-ডাকাতকে সাধারণত দেখা যায় না কোথাও। নোবেল বিশপ আর র‍্যালফ কার্নস আছে। হুকারকে দেখলাম, একটা হাত স্লিংয়ে বাঁধা। চার্লি হার্স্ট, টেক্স পার্কার, আর বিশপের দুই চ্যালাকেও দেখলাম।

'তো, মিস্টার ওসমান,' বলল সিলভি, 'মনে হচ্ছে আমরাই জিতলাম শেষপর্যন্ত।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না।'

ভাঁজ পড়ল সিলভির গালে, তারপর যখন পেনিলোপের দিকে তাকাল তখন শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। 'এবার পেয়েছি তোকে,' হিসহিস করে উঠল সিলভি, 'ঠিক যেখানে পেতে চাইছিলাম।'

'ক্যানিয়নটা কোথায়?' বিশপ জিজ্ঞেস করল।

বোকার মত শোনাল প্রশ্নটা, কারণ ও যেখানে বসে আছে সেখান থেকে একরকম অনায়াসে পাথর ছুঁড়ে মারা যায় ক্যানিয়নের ভেতরে। পরক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি। ক্যানি-য়নের মুখে পৌঁছাতে বেশকিছু বোল্ডারের পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, সম্ভবত সেজন্যই ওরা ভাবছে আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি।

'এখানে প্রচুর ক্যানিয়ন আছে, নোব্‌ল্, তুমি তোমার-টা বেছে

নাও।' সোজা বক্স ক্যানিয়নটা দেখালাম আমি। 'যেমন, ওখানে দেখতে পার।'

দাঁত বের করে হাসল ও। 'ওখানে তোমরা আগেই খুঁজেছ,' বলল। 'তোমাদের ট্র্যাক দেখেছি আমরা। তোমরা যখন চলে এসেছ, তার মানে ওই ক্যানিয়নে সোনা নেই। কাজেই এখন বল, জায়গাটা আসলে কোথায়?'

'জানলে খুশিই হতাম। এত ক্যানিয়ন—এর ভেতর কোন্‌টা হবে বুঝব কিভাবে বল?'

'নিজেদের ভাল চাও তো বল,' চোখ রাঙাল বিশপ।

'বোকার মত কথা বল না, নোব্‌ল্‌। জানই তো, আমরা বেশ কদিন হল আছি এখানে। সোনা নিয়ে পালাতে কতদিন লাগে মানুষের? আমরা যদি জানবই কোথায় আছে, কবে পালিয়ে যেতাম নিয়ে। ন্যাথান হিউম এদিকেই কোথাও সোনা লুকিয়েছিল বলে আমরা শুনেছি। জানি ওই গোলমালের সময় দুজন লোক পালাতে পেরেছিল। হয়ত আরও অনেকেই পালিয়েছিল যাদের কথা আমরা জানি না।'

'দুজন?' মুখ খুলল সিলভি। ও জানত না কথাটা।

'অবশ্যই, এক মেক্সিক্যান পালিয়ে যায়—হিউমের একজন প্যাকার ছিল ও। কিন্তু নিউ মেক্সিকোর গভর্নর তখন যারাই হিউমের কাজ করত তাদের সবাইকে খুঁজছিলেন। গভর্নরকে কেউ বলে দিয়েছিল হিউম শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সোনা পাচার করছে।

'ওই মেক্সিক্যান পালিয়ে যায় মেক্সিকোতে, তারপর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ওর কোমর ভেঙে যায়, ফলে আর আসতে পারেনি সোনা নিতে। কিন্তু তার মানে এই না, ওর কোন আত্মীয়-স্বজন

ফিরে আসেনি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও সোনা নেই ওখানে?' র‍্যালফের গলায় অবিশ্বাস।

'তাই,' জবাব দিলাম। 'বিশপ, তোমার কথা জানি না, তবে ফ্রায়ার নেভাডা আর কলোর‍্যাডোর কয়েকটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করেছে একসময়। ওকে জিজ্ঞেস করলেই তোমরা জানতে পাবে, লুকান সোনা সাধারণত হারিয়ে যায়, মানে কেউ খুঁজে পায় না। এধরনের গুপ্তধনের খোঁজ করতে গিয়ে বহু লোক তাদের জীবন দিয়েছে, কিন্তু পায়নি।'

'যতসব আজগুবি কথা,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল র‍্যালফ। 'সোনা এখানেই আছে···আমরা জানি আছে।'

'ভাগ্য চাই পাওয়ার। আমার দায়িত্ব ছিল এদেরকে এখানে নিয়ে আসা। তোমরা যদি পাও, নিয়ে নাও। কঙ্কাল দেখে চিনতে পারবে জায়গাটা।'

'কঙ্কাল?' এই প্রথম মুখ খুলল ফেরেরা।

'হ্যাঁ, কঙ্কাল। হিউম যখন খুন হয় তখন বহুলোক ওখানে মারা গিয়েছিল ওর সাথে, এবং তারপর থেকে আরও অনেক গেছে। কোমাঞ্চি আর উতেরা বলে ওই বক্স ক্যানিয়নটা নাকি অভিশপ্ত। কোন ইন্ডিয়ান রাত কাটাবে না ওখানে, যদি পারে ঢুকবে না পর্যন্ত।'

'শুনলে তো?' বলল হুকার। 'আমি বলেছিলাম না।'

'ওদের অস্ত্রপাতি কেড়ে নাও,' হুকুম দিল সিলভি। 'কথা কি করে আদায় করতে হয় আমি জানি।'

'নোব্‌ল্‌,' বললাম আমি, 'আমার অস্ত্র পাবে না তোমরা। তুমি কি মনে কর, বিপদের কথা জেনেশুনেও আমি বন্দুক ফেলে দেব?

তোমাদেরকে আমার বলার কিছু নেই, কাজেই এসব ঝামেলা করে কোন লাভ হবে না। খামোকা এজন্য চড়া মাশুল দিতে হবে তোমাদের।'

'ফালতু কথা বল না।' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যালফ। 'কেন, আমরা ইচ্ছে করলেই তোমাদের গুলি করে ফেলে দিতে পারি স্যাডল থেকে।'

'পার। তবে নোব্‌ল্ চেনে আমাকে, জানে মরতে হলে আমি একা মরব না। একবার এক লোককে দেখেছিলাম আমি, ষোলটা গুলি খেয়েও মরেনি—লড়ছিল। এই দূরত্বে কমসে কম তোমাদের মধ্যে দুজনকে তো শেষ করতে পারবই—তিন-চারজনও হতে পারে।'

এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো যে ওরাই তা আমাকে করতে সাহায্য করবে। ঝামেলা শুরু হলেই ঘোড়াসুদ্ধ ওদের মাঝে লাফিয়ে পড়ব আমি, তখন ওদের কেউ গুলি করলে ওরা নিজেরাই তাতে মরবে বেশি।

নোব্‌ল্ বিশপ বোকা না। জীবনে অনেক বন্দুকবাজি করেছে, জানে গুলি করলেই মানুষ পটাস করে মরে যায় না। কোন লোক যদি খেপে গিয়ে তেড়ে আসে আচমকা, তাকে মারতে হলে হৃৎপিণ্ড নয়ত মাথায় গুলি করতে হয়, অথবা চওড়া কোন হাড়ে যাতে এগোতে না পারে। আবার অন্যদিকে, অপ্রত্যাশিত গুলিতে অনেক সময় মারাও যায় মানুষ, বিশেষ করে যাদের স্নায়ু দুর্বল। গান ফাইটের অভিজ্ঞতা যাদের আছে, গুলিতে আহত হয়েছে দেখেছে এরকম লোকদের, তাদের কাছে এ ব্যাপারে অদ্ভুত সব গল্প শোনা যায়। বলতে কি, গান ফাইট সম্পর্কে কেউই হলফ করে বলতে পারবে না আগাম কি ঘটবে শেষপর্যন্ত।

বিশপ জানে আমি উগ্র, বেপরোয়া ধরনের মানুষ। জানে পিস্তলে আমার হাত চালু, নিশানা ভাল, এও জানে গোলাগুলি হলে কেউ না কেউ নির্ঘাত মরবে। যে রকম জটলা, তাতে যে-কেউ হতে পারে সেটা। এবং এরপরও যে সোনা মিলবে তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ আগেই বলেছি আমি, সোনা নাও থাকতে পারে।

বিশপ, ফ্রায়ার, ফেরেরা এরা ভাড়াটে লোক, পার্কারও বেশ চালু। আন্দাজ করতে পারল ওরা কি করব আমি, তাই আর ঝামেলা বাড়াল না। তাছাড়া, অহেতুক দাঙ্গা বাধিয়ে লাভ কি যেখানে সময়-সুযোগ বুঝে আমাদেরকে একজন একজন করে শেষ করতে পারবে? কিংবা এখন আমাদের সোনা উদ্ধারের সুযোগ দিয়ে পরে সেটা কেড়ে নিতে পারবে আমাদের কাছ থেকে? আমি জানি ওরা কি ভাবছে, কেননা ওদের জায়গায় থাকলে আমিও এ কথাই ভাবতাম।

সুর নরম করল বিশপ। 'ওর কথাই ঠিক।' বুঝলাম, অযথা ঝুঁকি নিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতে চায় না ও।

সময়, লোকসংখ্যা দুটোতেই ওদের পাল্লা ভারি। আমার বল-ভরসা বলতে শুধু একটা মেয়ে আর একজন পঙ্গু বুড়ো, তবে এত কম দূরত্বে ওদের গুলি ভেলকি দেখান অসম্ভব না। সেধে কে মরতে চায়!

'মারামারি করে লাভ হবে না এখানে,' বলে চলল বিশপ। 'তোমরা তোমাদের কাজে যাও, আমরা আমাদের-টায় যাব।'

সিলভি প্রতিবাদ করতে চাইছিল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, শুধু ওসমানকে ছেড়ে দাও। কিন্তু মেয়েটাকে মেরে ফেল। ওই সোনায় ওর দাবি আছে।' কথাগুলো বলার সময় এমন কুৎসিত

হয়ে উঠল ওর চেহারা যে শিউরে উঠলাম আমি। ফুলের মত সুন্দর একটা মেয়ে যে এতটা নীচ হতে পারে তা আমার জানা ছিল না আগে।

'না,' বলল বিশপ। 'তোমরা যেতে পার।'

ঘুরে ফিরতি পথ ধরলাম আমরা। বিশপকে পাশ কাটাবার সময় আমি ওকে নিচু গলায় বললাম, 'নোব্‌ল্, তোমরা যদি সোনা পাও, সিলভি কোন কফি বানালে খেও না।'

এরপর চলে এলাম আমরা, তবে আমি যখন শেষবারের মত তাকালাম পেছনে তখন দেখলাম বিশপ কৌতূহলী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে আমাদের। এক মিনিট পর, আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ও।

'আমি ভেবেছিলাম গোলাগুলি হবে,' বলল পেনিলোপ।

'ওরা মাতাল না,' স্পষ্ট সুরে বলল মাইনস, 'পাগলও না। ওদের অন্তত কয়েকটাকে খতম করতে পারতাম আমরা। তবু ফয়সালা হত না কিছু।'

একই কথা, এখনও ফয়সালা হয়নি কোন। নোব্‌ল্ বিশপ আর আমাকে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া করতে হবে একদিন।

কেন যেন আমার মনে হল, সেইদিন খুব বেশি দূরে নেই।

এগার

নিশ্চয় রোমেরোতে বিশপের সঙ্গে যোগাযোগ করে সিলভি, ভাবলাম আমি। বিশপ খুনে লোক, তবে ওর অস্ত্র-পিস্তল, বিষপ্রয়োগের চেয়ে একে আমি অনেক উচুতে স্থান দিই। অবশ্য এটাও ঠিক, তাই বলে ওকে ছোট করে দেখা উচিত হবে না।

'লুমিসের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন?' যেতে যেতে একসময় প্রশ্ন করলাম।

শ্রাগ করল পেনিলোপ। 'কে বলল ঝগড়া হয়েছে? আমরা আলাদা হয়ে গেছি—ব্যাস।'

কথাটা বিশ্বাস হল না আমার। ওই একগুঁয়ে বদমেজাজি বুড়োকে আর দেখব না এটাও মানতে পারলাম না।

'যা-ই করি,' বললাম আমি, 'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।' বললাম বটে কিন্তু আমার বুক কাঁপছে। ওই বক্স ক্যানিয়নে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বিশপের সাথে পিস্তল লড়ে আমি অনেক বেশি স্বস্তি পাব।

তাছাড়া মাইনসের অবস্থা খারাপ। রক্ত হারিয়ে বেড়ালের মত দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, হাত দুটোও একরকম অকেজো। তখন ক্যানিয়নে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ও। আমার বিশ্বাস এর কারণ

নিছক দুর্বলতা না, অন্যকিছু।

আমরা যখন ঝরনার পাড়ে এসে পানি ভেঙে ওপাশের উইলো বনে ঘেরা নিচু একটা দ্বীপে গিয়ে উঠলাম তখন ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করেছে ছায়ারা। দ্বীপ মানে, পানির মাঝখানে ষাট-সত্তর ফুট লম্বা এককালি জমি, চওড়ায় এর অর্ধেক। মোটামুটি আড়াল আছে গা ঢাকা দিয়ে থাকার মত, আর ঘাস আছে।

স্যাডল থেকে নেমে, মাইমসকে আমি সাহায্য করলাম নামতে, টের পেলাম দুর্বলতায় ও কাঁপছে। কম্বল বিছিয়ে যখন তার ওপর শুয়ে দিলাম ওকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো।

'কফি বানান দরকার,' বলল পেনিলোপ। 'আমাদের সবারই খিদে পেয়েছে।'

দ্বীপের ঢালু পাড় থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে একটা বিশাল মরা কটন উডের গুঁড়ির পেছনে ছোট করে আগুন ধরালাম আমি। দুটো একটা তারা ফুটেছে আকাশে। বাতাসের জোর বেড়েছে একটু। ব্যাপারটা চিন্তিত করে তুলল আমাকে, এখানে কেউ আসার চেষ্টা করলে বাতাসের শব্দে তার পায়ের আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাবে।

কথা বলছে না কেউ। আমরা সবাই ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন। প্রত্যেকেরই বিশ্রাম দরকার, বিশেষ করে মাইমসের। বুড়োর দিকে যখনই তাকাচ্ছি আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠছে। উপলব্ধি করলাম এখন যদিও আমার বয়েস কম, দেহে-মনে শক্তি, সাহস আছে, কিন্তু বুড়ো হলে এরকম অবস্থা হতে পারে একজন মানুষের। হ্যারি মাইমসের চেহারায় এখন আমি বার্ধক্যের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।

খানিকটা কফি খেল ও, কিন্তু আর কিছু মুখে দিল না, তারপর ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। আগুনের একপাশে

বসে পেনিলোপকে আমি বললাম, 'এ দেশের সমস্ত সোনা এক জায়গায় জড় করলেও ওই লোকের জীবনের চেয়ে দামী হবে না। ওই বুড়ো খুব ভালমানুষ।'

'জানি।' এরপর নীরব হয়ে গেল পেনিলোপ। আস্তে আস্তে কড়া কালো কফিতে চুমুক দিতে লাগলাম আমি, আন্দাজ করতে চেষ্টা করছি কি আছে আমাদের ভবিষ্যতে।

'ওই টাকা আমার দরকার, নোয়েল,' একসময় মুখ খুলল পেনিলোপ। 'ভীষণ দরকার। আমাকে তোমার স্বার্থপর মনে হতে পারে, কিন্তু সোনা না পেলে একদম পথে বসব আমি।'

এর জবাবে কিছু বলার মত খুঁজে পেলাম না আমি, তাই চুপ করে রইলাম। তবে ঠিকই ভাবতে লাগলাম সোনার ব্যাপারে।

ক্যানিয়ন থেকে বেশি দূরে নেই আমরা। কথাটা মনে হতেই আরেকটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়, ভাবলাম রাতের অন্ধকারে আমি একা ওখানে যেতে পারব কিনা? এর একটা অসুবিধে অবশ্য আছে। ওরা সম্ভবত পাহারায় রাখবে কারোকে। ক্লান্ত লাগছে ভীষণ, তবু মনে হল ঝামেলা চুকিয়ে ফেলি।

ওই ক্যানিয়ন আমাকে চিন্তায় ফেলেছে। যে লোক জীবনের খারাপ দিকটার মধ্যে থেকে অভ্যস্ত সে অল্পদিনের ভেতর তার সহজাত অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে শেখে। শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনযাপন যারা করে তাদের সাথে তার জীবনধারার অমিল অনেক—সবসময় সতর্ক থাকতে হয় তাকে। তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সমস্ত ইন্দ্রিয়, ফলে ধরাছোঁয়ার বাইরে এধরনের জিনিসকেও সে তখন বুঝতে পারে। আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি একটা কোন গোলমাল আছে ওই ক্যানিয়নের ভেতর।

একটুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর, ঠিক করলাম রাতে যাব না। দিনের আলোতেই যেখানে সোনার কাছে পৌঁছান সহজ হয়নি, সেখানে অন্ধকারে ঝোপঝাড় আর বোল্ডারের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে পারার প্রশ্নই ওঠে না।

এখন আমার জন্য সবচেয়ে জরুরী যেটা তা হচ্ছে লুমিস, সিলভি আর র‍্যালফ—এই তিন আপদকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝেড়ে ফেলা ঘাড় থেকে। কাজেই ওদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে আমাকে ওরা কেমন লোক। পশ্চিমের লোকদের নিয়ে সমস্যা হয় না, কারণ তার সবই জানাশোনা ব্যাপার। এর পেছনে অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। পশ্চিমের সবকিছুই প্রায় খোলামেলা, কোনকিছু লুকাবার মত জায়গা নেই। মানুষজন কম, শহরগুলো ছোট ছোট, ফলে যা কিছু করে একজন মানুষ তা চাপা থাকে না।

তবে রেলরাস্তার সাথে সাথে পশ্চিমে নতুন ধরনের লোকজন আসার ফলে পালটাতে শুরু করেছে এখানকার জীবনধারা। গোড়ার দিকে, যখন জীবন খুব কঠিন ছিল তখন যেসব জোচ্চর, দুর্বল মানুষ পশ্চিমে টিকতে না পেরে চলে গিয়েছিল তারা এখন আরামে আসতে পারছে।

জ্যাকব লুমিস এমন এক ধরনের মানুষ যে, দুদিন আগে বা পরে, ঠিকই আসত—যদিও তার আগমনে একটুও লাভবান হত না এ দেশ। সহজেই সোনা হাতাতে পারবে ভেবেছিল, নইলে সিলভি আর র‍্যালফ কখনই আসত না পশ্চিমে।

বিশপ আমাকে গুলি করার চেষ্টা করতে পারে, আমি জানি। ক্রায়ার হয়ত চেষ্টা করবে গুমখুন করতে, তবে এটা প্রত্যাশিত ব্যাপার, কম বা বেশি। এটা ইন্ডিয়ান এলাকা, এখানে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় একজন মানুষকে। কিন্তু বিষপ্রয়োগ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, সিলভি আর···ওদের চরিত্রে একটা কিছু গোলমাল আছে, শয়তানি আছে, মনটা কুটিল।

অবশেষে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম আমি, যদিও চোখ বন্ধ করার সময় জানতাম যখন জেগে উঠব তখন আমাকে গোলাবারুদের মুখোমুখি হতে হবে। সূর্য আরেকবার অস্ত যাবার আগে র‍্যাবিট ইয়ার্স পাহাড়ের গায়ে অনেক রক্ত লাগবে—মানুষের রক্ত।

আমার চোখ দুটো যখন আবার খুলে গেল, কান খাড়া করলাম অবাঞ্ছিত শব্দ শোনার আশায়, তখন মিটমিট করে কয়েকটা তারা জ্বলছে আকাশে, মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে কটনউড়ের পাতা। একে একে শব্দগুলো শুনলাম আমি—পাতার খসখস, ক্রীকের পানির কলকল, ঘোড়াদের ঘাস চিবানর স্বস্তিকর শব্দ। অদূরে পানির ওপরে লাফিয়ে উঠল একটা মাছ।

বুটজোড়া তুলে নিয়ে ওগুলোকে ঝাড়লাম আমি—রাতের বেলায় মাকড়সা বা বিছারা সাধারণত বাসা বাঁধে জুতোর ভেতরে—তারপর পায়ে গলিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, মাটিতে ঠুকে বসিয়ে নিলাম খাপে খাপে। এরই মধ্যে টুপিটাও চাপিয়েছি মাথায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথম যে কাজটা করে একজন কাউহ্যাণ্ড তা হচ্ছে টুপি পরা। কোমরে গানবেল্ট জড়িয়ে হোলস্টারটা বসালাম জায়গামত, চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে দিলাম উরুর সঙ্গে।

এখনও সকাল হয়নি পুরোপুরি। একটামাত্র লাল কয়লা জ্বলছে আগুনে। হাত-পা টানটান করে আড়মোড়া ভাঙলাম আমি, উইনচেস্টারের গা থেকে শিশির মুছে ফেললাম, একটা উইলো ডাল ভেঙে নিয়ে ক্রীকের ধারে গেলাম দাঁত মাজতে।

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে আমি জেব্রা-ডানের পাশাপাশি হলাম, আদর করে মলে দিলাম কান, নিচু, বন্ধুত্বের সুরে কথা বললাম দু-একটা, তারপর স্যাডল চড়িয়ে আমার বিছানা গোটালাম, তৈরি হলাম যাত্রার জন্য।

বুড়ো ঘুমাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে চলছে শ্বাস-প্রশ্বাস। ওই বুড়োর প্রাণ খুব শক্ত, এই ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে। পেনিলোপের ব্যাপারে এটুকু বলতে পারি—

ও নেই। ওর বিছানা আছে, কিন্তু ও চুপিসারে সরে পড়েছে। ওর ঘোড়াটাও নেই।

ডান গোলমাল করেনি কারণ পেনিলোপ ছিল ক্যাম্পের লোক, আমাদেরই একজন। এত গভীর ঘুম আমি ঘুমিয়েছিলাম যে ওর যাওয়ার শব্দ শুনতে পাইনি।

এভাবে সটকে পড়া উচিত হয়নি ওর। অবশ্য আমারও এত অসাড়ে ঘুমান উচিত হয়নি যাতে ও তা করতে পারে। বলতে কি, আমার অজান্তে কেউ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এটা ভাবতেই আমার রাগ হচ্ছে ভীষণ—নিজের ওপরেই। পাশাপাশি দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। পশ্চিমে আমার বেঁচে থাকা নির্ভরই করে পাতলা ঘুমের ওপর।

হাঁটু গেড়ে, মাইমসের কাঁধে হাত রাখলাম। নিমেষে চোখ খুলে গেল ওর, মনে হল ও যেন আদপেই ঘুমায়নি।

'তোমার আত্মীয়া সরে পড়েছে। কি ঘটেছে ওর কপালে কিছুই বলা যায় না।'

উঠে বসে টুপির দিকে হাত বাড়াল বুড়ো। 'নিশ্চয় ওই অলক্ষুণে ক্যানিয়নে গেছে। আমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।'

মাইমস তৈরি হতে হতে, ওর ঘোড়ার পিঠে আমি জিন চড়ালাম, তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যে সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা।

ঘোড়া হাঁটিয়ে ক্রীক পার হলাম, এগোলাম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ভোরের আকাশের পটভূমিতে অন্ধকার দেখাচ্ছে র‍্যাবিট ইয়ার্সকে। কাছেই কোন এক ঝোপের মধ্যে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। আমি জানি আমরা একটা সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছি, কামনা করলাম সব যেন ভালয় ভালয় শেষ হয়।

নিচু অঞ্চল দিয়ে, যথাসম্ভব আড়ালে থেকে এগোলাম আমরা, তারপর যখন ক্যানিয়নের প্রবেশমুখের কাছে এসে পড়লাম কেবলমাত্র তখনই বেরিয়ে এলাম ফাঁকা জায়গায়। অসংখ্য ট্র্যাক রয়েছে, কিন্তু আমরা সেগুলো দেখে বুঝতে পারলাম না কিছু। আগের মতই, ডান ঢুকতে চাইল না বক্স ক্যানিয়নে, তারপর আমি তাড়া দিতে এগিয়ে গেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আমরা বেরিয়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত অনেক ঘোড়াই ঢুকেছে ক্যানিয়নে, বেশ বুঝতে পারলাম আমি।

প্রথম যাকে আমরা দেখলাম সে স্টিভ হুকার—মরে পড়ে আছে। দলা পাকিয়ে পড়ে আছে মাটির ওপর, একটা হাঁটু বুকের কাছে তোলা, হোলস্টারেই আছে ওর পিস্তল, ফিতে দিয়ে বাঁধা অবস্থায়।

'দ্যাখ!' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল মাইমস, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল হুকারের ট্র্যাকের দিকে।

পায়ে হেঁটে এসেছিল হুকার, ওর মত লম্বা একজন মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটা আশা করা যায় তার চেয়ে সামান্য ছোট পদক্ষেপ ফেলছিল। বুঝতে পারলাম এখানে ও এসেছিল সন্ধ্যের পর। অচেনা, অসমান মাটিতে হাঁটাচলা করার সময় স্বভাবতই একজন

তার স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট ছোট পা ফেলে থাকে।

এলোমেলো পায়ে কিছুদূর এগোবার পর হাঁটু ভেঙে পড়ে যায় ও, ফের উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে, তারপর আবার পড়ে যায়। এবার উঠে দাঁড়ানর পর মাত্র দুই-তিন কদম ফেলতে পেরেছিল হুকার, তার পরপরই ও মারা যায়।

'কাল রাতে কিছু একটা হয়েছে এখানে,' চাপা, ভয়ার্ত স্বরে বলল মাইমস। 'ওসমান, আমি চললাম এখুনি।'

'দাঁড়াও এক মিনিট,' বললাম আমি। 'এভাবে আধখামচা কাজ করে চলে যাবার কোন মানে হয় না।'

একমাত্র হুকারের লাশটা ছাড়া গতকালের সঙ্গে আর কোন তফাত নেই আজকের পরিবেশের। স্যাডল থেকে নেমে ওকে চিত করলাম আমি। কোন জখম নেই, রক্তের দাগ নেই। ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে মুখখানা, ঈষৎ নীলচে রঙ ধারণ করেছে। তবে এই শেষোক্ত ব্যাপারটা ভোরের আলোর প্রভাবেও মনে হয়ে থাকতে পারে, কিংবা হয়ত এটা আমার নিছক কল্পনা।

র‍্যাবিট ইয়ার্সের মাথায় জমে রয়েছে নিচু মেঘ, পাতলা কুয়াশার একটা চাদর পাশ কাটিয়ে গেল ওদের। থমথমে পরিবেশ। কালচে লাভার পাথরগুলো ভয় জাগায় মনে। কোন শব্দ নেই, পাখপাখালি বা ছোটখাট জীবজন্তু কিছু চোখে পড়ল না আমার।

নসেসে সেই রাতে মেক্সিক্যান কি যেন বলেছিল আমাকে?

একটা বোল্ডারের নিচে গর্তের ভেতর লুকান হয় সোনা, পরে ঢেকে দেয়া হয় পাথর ছড়িয়ে। বোল্ডারের গায়ে ন্যাথান হিউম একটা ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। ওই ঘটনার পর প্রায় চল্লিশ বছর বা তার কিছু বেশি কেটে গেছে—ঠিক কোন্ সালে ন্যাথান হিউম আটকা পড়েছিল ওই মরণফাঁদে আমার তা জানা নেই।

'মাইমস, তুমি খুঁজে দেখ একটা সাদা ক্রুশচিহ্ন দেখতে পাও কিনা,' পাছে অন্য কেউ আড়ি পেতে শোনে এই ভয়ে নিচু স্বরে বললাম আমি। 'তাড়াহুড়ো থাকলে পাথরের গায়ে মানুষ যে রকম চিহ্ন দিয়ে রাখে সেই রকম।'

একই সময় আমরা দুজনেই দেখতে পেলাম ওটা এবং ঘোড়া হাঁটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

ধূসর মেঘগুলোকে কালচে দেখাচ্ছে আরও, নিচে নেমে এসেছে, বাতাস স্যাঁতস্যাঁতে। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ছেঁকে ধরল আমাকে; এই অদ্ভুত, অশুভ ক্যানিয়নের কোনকিছুই আমার ভাল ঠেকল না।

উইনচেস্টারটা স্যাডল বুটে রেখে দিয়ে ঘোড়া থেকে নামলাম আমি, কাছেই শক্ত একটা ঝোপের সঙ্গে বাঁধলাম ডানকে। তারপর হোলস্টারে পিস্তল ঢিলে করে দিয়ে হেঁটে নেমে গেলাম সেই ঢালু জমিতে যেখানে বোল্ডারটা আছে। ওটার গোড়ায়, ক্রুশচিহ্নের নিচে, স্তূপ হয়ে পাথর পড়ে আছে কিছু।

আশপাশে নজর বোলালাম আমি। 'সাবধান থেক,' বললাম মাইমসকে। 'আমাকে দেখতে হবে না—ওরা আসছে কিনা তাই খেয়াল কর।'

'কিন্তু আমি ভাবছি মেয়েটা গেল কোথায়?' উদ্বেগ ফুটল মাইমসের গলায়। 'এভাবে ও না পালালেও পারত।'

'এস, সোনাটা বের করে নিই আগে। তারপর ওর খোঁজে যাব। আমার বিশ্বাস ও নিজেকে সামলাতে পারবে।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিছু লুকাতে হলে এরকম জায়গায় লুকানই স্বাভাবিক। ইন্ডিয়ানদের মোকাবেলা করতে গিয়ে মানুষ

সাধারণত এধরনের জায়গাতেই পিছিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুবিধা আছে, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা একবার ক্যানিয়নের দেয়ালে চড়তে পারলে ওদের জন্য ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে টার্গেট প্র্যাকটিসের মত।

একে একে পাথরগুলো সরাতে শুরু করলাম আমি, বেশির ভাগই ভাঙাচোরা চ্যাপটা পাথর বা বোল্ডারের টুকরো। একজন লোকের পক্ষে যতটা সম্ভব, তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছি, কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখছি শব্দ যেন পারতপক্ষে না হয়। কাছেপিঠে আছে কেউ এরকম সন্দেহ করছি, তা নয়, আসলে ওই ক্যানিয়নটাই এমন যে লোকে ওখানে পা টিপে টিপে চলতে চাইবে, কথা বললে নিচু গলায়।

গতকাল থেকে আমার মাথাব্যথা আর ছিল না, কিন্তু এখন তা আবার শুরু হল, নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। একটু বাদে কাজ থামিয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলাম আমি, দাঁড়ালাম হেলান দিয়ে। সত্যি, ভাবতেই অবাক লাগে মাথায় চোট পেলে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়ে মানুষ।

মাইমসকে চিন্তিত দেখাল। 'কি ব্যাপার? তোমাকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে।'

'মাথাব্যথা,' জবাব দিলাম। 'অ্যানড্রুর বুলেট লেগেছিল।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ও তাকাল আমার দিকে। 'কই, আমাকে বলনি তো আগে? অ্যানড্রু, না? ওর কি হয়েছে শেষপর্যন্ত?'

'ভুল বলেছি। অ্যানড্রু না, গুলি করেছিল র‍্যালফ। আর অ্যানড্রু এসেছিল কাজটা শেষ করতে।'

মাত্র কয়েক ফুট দূরে, আমার ঘোড়াটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল বাতাস সেখানে অনেক হালকা। কিছুক্ষণ পর নেমে গিয়ে আবার

কাজে হাত দিলাম আমি, কিন্তু সবে কয়েকটা পাথর সরিয়েছি এই সময় ফের ঝিমঝিম শুরু হল মাথায়, অস্থির বোধ করতে লাগলাম শরীরের ভেতর। বুঝলাম, আর বেশিক্ষণ থাকা চলবে না এখানে।

'কাছেপিঠে যদি ডোবা থাকত,' মাইমস বলল, 'মনে করতাম বদ্ধ গ্যাস লাগছে তোমার নাকে। অনেকসময় হয় এরকম—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।'

টলতে টলতে আবার ঘোড়ার কাছে উঠে এলাম আমি, ক্যান্টিনা নিয়ে পানির ছিটা দিলাম চোখে-মুখে, তারপর খানিকটা মাথায় ঢাললাম। মুহূর্তখানেক পর যখন একটু ভাল বোধ করলাম তখন আবারও নেমে গেলাম গর্তে। এবং প্রায় তক্ষুণি পেয়ে গেলাম সোনা।

পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির সৃষ্ট একটা ফাটলের ভেতর ঢোকান ছিল ওটা। একটুও দেরি না করে, বের করতে শুরু করলাম।

মাইমস, শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও, গর্তে নেমে এসে সাহায্যের হাত বাড়াল। আনন্দে আত্মহারা হলাম আমরা। ফাটলের ভেতর থেকে একে একে সোনার তালগুলো বের করছি আমি, আর মাইমস সেগুলো নিয়ে ওর দুই প্যাক হর্সের স্যাডব্যাগে রাখছে।

উত্তেজনায় আমাদের নীরবতার বাঁধ ভেঙে গেল। অনর্গল হাসছি আমি, কিছুতেই যেন থামতে পারছি না। তবে জানি যেকোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে অন্যরা।

যখন সোনা তোলা শেষ হল, ঘোড়াগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছিল, গুপ্তধনের গর্ত থেকে মাত্র ছয় সাত ফুট দূরে, সেখানে উঠে গেলাম আমি। ঢালের কিনারে পৌঁছে পড়ে গেলাম মাটিতে, অনেক কষ্টে খাড়া করলাম নিজেকে, তারপর ঘোড়ার বাঁধন খুলে একলাফে উঠে বসলাম স্যাডলে।

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না ডান, সোজা পাহাড়ে ওঠার খাড়া ট্রেইলটার দিকে ছুটল। আর এটাই বাঁচিয়ে দিল আমাদের।

ভীষণ কাশছিলাম আমি, এত যে কোনমতে টিকে রইলাম স্যাডলে। সঙ্গে সোনা নিয়ে, আমার ঠিক পেছনে আছে হ্যারি মাইমস। ট্রেইল ধরে ওপরে উঠতে শুরু করেছি আমরা এ সময় পেছনে, অনেকদূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তারপর ক্যানিয়নে ঢুকতে দেখলাম বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে। প্রথমেই হুকারকে দেখতে পেল ওরা, তারপর আমরা সোনা তোলার সময় আমাদের ঘোড়াগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ওদের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করল। সোনা বের করতে আমি যেখানে নেমেছিলাম সেটা চোখে পড়ল ওদের, শূন্য ফাটলটা দেখতে পেল। ওরা ওই গর্তের আশপাশে জড় হতে হতে আমরা খাড়া ট্রেইল বেয়ে উঠে গেলাম অনেকটা ওপরে।

তারপর লোকগুলো যখন দেখতে পেল আমাদের তখনও আমরা ওদের রাইফেলের আওতায় রয়েছি। ওই ফাটলের ভেতর ছিল সোনা···এখন দেখল সেটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

কে প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছিল বলতে পারব না আমি, মোট কজন ছিল ওরা তাও জানি না। শুধু জানি টেক্স পার্কার ছিল, কিংবা ওর ঘোড়ার পিঠে অন্য কেউ, আর মেক্সিক্যান সমব্রেরো মাথায় একজন, সম্ভবত চার্লি হার্স্ট। বিশপকে দেখতে পেলাম না ওদের মাঝে, পেনিলোপকেও না। যা কিছু দেখার মাত্র ওই একনজরেই দেখেছিলাম আমি, এরপর আর কোন সুযোগ পাইনি।

চকিতে রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়েই গুলি করল একজন। নলের মুখে আগুনের ঝলকানি দেখতে পেলাম আমি, পরমুহূর্তে সারা

পৃথিবী যেন বিস্ফোরিত হল আমাদের মুখের ওপর। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ একটা, তারপর আকাশ স্পর্শ করল আগুনের লেলিহান শিখা।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়লাম আমি, বুঝতে পারলাম না স্যাডল থেকে কেউ আমাকে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে, নাকি ভয় পেয়ে ঘোড়াটাই ফেলে দিল ঝটকা মেরে। তবে সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে কিনার থেকে সরে গেলাম কিছুটা, পেছন ফিরে তাকালাম ক্যানিয়নের দিকে।

বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে আগুনের লকলকে জিভ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে, গ্রাস করছে প্রতিটা গর্ত, তারপর পাহাড়ের গায়ে তিন ফুট চওড়া একটা ফাটলে ছোবল মারল। ওই ফাটলটা এর আগে দেখেছিলাম আমরা, তবে কাছে যাইনি।

এখন ফাটলের মুখে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, গুমগুম করে ভয়ঙ্কর এক গর্জন হচ্ছে অবিরাম, বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ছুটতে শুরু করলাম টলতে টলতে। আতঙ্কে কাঁপছি, প্রাণপণ চেষ্টা করছি ওই গর্জনের আওতা থেকে দূরে সরে যেতে।

আমার ঘোড়ার কোন চিহ্ন নেই, হ্যারি মাইমস বা প্যাক হর্স দুটোকেও দেখতে পেলাম না কোথাও। তবু সেই মুহূর্তে একটা চিন্তাই কেবল এল আমার মাথায়: আমাকে পালাতে হবে।

মেসায় উঠে প্রায় আধমাইল যাবার পর মাইমসকে দেখতে পেলাম। এখনও স্যাডলে আছে ও, সঙ্গেই রয়েছে মোটবাহী ঘোড়াগুলো। আমার জেব্রা-ডানকে ধরবার চেষ্টা করছিল মাইমস, কিন্তু ভয়ার্ত মাস্ট্যাং ধরা দিচ্ছিল না কিছুতেই।

ধীরপায়ে, পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি

এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। বার কয়েক বাউলি কাটল ডান, তারপর একসময় শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে স্যাডলে ওঠার সুযোগ দিল আমাকে।

সোজা পশ্চিমে ছুটে চললাম আমরা, ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর প্রচণ্ড শব্দ থেকে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই মাথায়। জীবনে বহু লোকের মৃত্যু দেখেছি আমি, কিন্তু অমনটা আর কখনও দেখিনি।

চকিতে আরেকটা কথা খেয়াল হল আমার। পেনিলোপ···ও কোথায়?

বার

আমাদের কারোরই কথা বলার মত মনের অবস্থা নেই। সোজা এগিয়ে যাচ্ছি সামনে, তবে নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য ঠিক করিনি। স্রেফ বক্স ক্যানিয়ন থেকে দূরে সরে যাওয়াই এ মুহূর্তে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

অবশেষে মাইমসই মুখ খুলল আগে। 'নিশ্চয় কোনরকম গ্যাস হবে···বা তেল। পেনিসিলভানিয়ায় যে লোকটা তেলের খনি পেয়েছে তার ব্যাপারে জান কিছু? ওরকম কোনকিছুতে আগুন লাগেনি তো?'

এর জবাব আমি জানি না, তবে মনে হচ্ছে এধরনেরই কিছু একটা

হবে। ঘটনাটা সত্যিই এমন পিলে চমকানো যে তিনশ পাউণ্ড সোনা আছে আমাদের কাছে এটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি আমরা।

পেনিলোপের কথা মনে হতে আবার বাস্তবে ফিরে এলাম আমি। কোথায় ও? লুমিস, আমি নিশ্চিত, তখন ছিল না ওই লোকগুলোর সাথে। কমপক্ষে চার-পাঁচজন ছিল ওখানে, সম্ভবত ফ্রায়ার আর ফেরেরা ছিল ওদের মাঝে, নয়ত পার্কার আর হার্স্টের অন্য কোন বন্ধু বান্ধব।

'গা ঢাকা দিতে হবে আমাদের,' বললাম আমি। 'সোনাটা লুকাতে হবে কোথাও।'

ক্যানিয়নে থাকার সময় যে বিষাক্ত বাষ্প ঢুকেছিল আমার ফুসফুসে তার জের এখনও কাটেনি। সম্ভবত স্টিভ হুকারের মৃত্যুর কারণও এই একই জিনিস। রাতের বেলায় হয়ত আরও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এর, কিংবা ওর হৃৎযন্ত্র হয়ত দুর্বল ছিল। আসল কারণ কোনদিনই জানতে পাব না আমরা, জানার তেমন একটা আগ্রহও আমার নেই। আমি জ্যান্ত জিনিসে বিশ্বাস করি।

স্টিভ হুকার তার দুঃখজনক পরিণতির জন্য নিজেই দায়ী, নিজের রাস্তায় চলেছে সে। এ রাস্তা যদি তাকে যমের বাড়ি নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে এক অর্থে নিজেকে সে বুলেট অথবা ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছে, কারণ ও যে পথে চলছিল তাতে শেষপর্যন্ত এর যেকোন একটা পরিণতিই ওর কপালে জুটত। কোন মানুষ যখন ভায়োলেন্সের জীবন বেছে নেয়, বা পরের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে রোজগারের ধান্দা করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই একটামাত্র পরিণামের দিকে ঠেলে দেয় নিজেকে। জেতার প্রশ্ন ওঠে না তার—তার বিপক্ষের পাল্লাই ভারি বেশি।

একনাগাড়ে প্রায় মাইল চারেক পশ্চিমে এগোলাম আমরা, তারপর ছুটো প্যাক হর্সসহ মাইমসকে আগে যেতে দিয়ে, জংলা-ঘাসের সাহায্যে যতটা পারা যায় আমাদের ট্র্যাক মুছে ফেললাম আমি।

ঘোড়া হাঁটিয়ে সিয়েনেকুইয়া ক্রীকের কাছাকাছি গিয়ে আবার আমি দেখা পেলাম মাইমসের। খোলা জায়গায় ক্রীকের পাড় থেকে কয়েক ফুট উঁচু একটা বালিয়াড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও। ঠিক এমন একটা জায়গাই আমরা খুঁজছিলাম এতক্ষণ। সোনা নামিয়ে বালিয়াড়ির কিনারে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর ওটা পুঁতে রাখলাম আমরা, তারপর ওপর দিয়ে বালু ছড়িয়ে দিলাম। যখন সারা হল কাজ তখন বালিয়াড়ির বাকি অংশ থেকে ওই জায়গাটাকে চেনার উপায় রইল না আলাদা করে। নিজেদের ট্র্যাক মুছে, আমরা ফিরতি পথ ধরলাম।

বেলা বেশি হয়নি এখনও—সূর্য সবে দিগন্তের ওপরে ঘণ্টা-খানেকের পথ অতিক্রম করেছে। র‍্যাবিট ইয়ার্সের ধোঁয়ায় কাল হয়ে আছে আকাশ, তবে মনে হল আস্তে আস্তে পাতলা হতে শুরু করেছে ধোঁয়া।

পেনিলোপকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, যদি ও বেঁচে থাকে, আমার বিশ্বাস আছে। থাকতে হবে।

ওভাবে মাঝরাতে পালান···নিশ্চয় আমরা, বা আর কেউ যেতে পারার আগেই সোনার কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিল ও, নইলে এমন উদ্ভট আচরণ করত না।

কিন্তু গেল কোথায় ও? কি হয়েছে? ক্যানিয়নে যায়নি, আমি নিশ্চিত। এর অর্থ মাঝপথে কেউ বাধা দিয়েছে ওকে, বা একপাশে

সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে।

একসময় মাইমসকে আমি বললাম, 'এই ঘোড়াটা যখন তুমি আমাকে দাও তখন ভাবিনি আবার কখনও দেখা হবে তোমার সাথে। তখন আমি শুধু ব্যবধান বাড়াতে চাইছিলাম।'

'আসলেই তোমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল ওরা, ওইরকম খ্যাপাটে লোকজন আমি আর কখনও দেখিনি।' মাইমসের ছুঠোঁট একান-ওকান হয়ে গেল। 'হাতে পেলে বোধহয় তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। কেউ কেউ তো আমাকেই ঝুলিয়ে দিতে চাইছিল।'

'মত পালটাল কেন?'

'আমার কেবিনে পুরান একটা দশ-গেজি শটগান ছিল। তুমি রওনা হয়ে যাবার পর ফিরে গিয়ে আমি লোড করি ওটা। জিনিসটা কিন্তু বেশ কাজের—চেহারাটা একবার দেখলেই গরম মানুষের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

'তারপর এসে যখন চোখ রাঙাল আমি ওদেরকে শটগানটা দেখিয়ে বললাম, আমি তোমাকে ধার দিয়েছি একটা ঘোড়া।

'সিলভি যখন এসেছিল তখন যদি হাতের কাছে থাকত ওটা হয়ত খুন করতাম ওকে। আজ পর্যন্ত কোন মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিনি আমি, কিন্তু ওকে মারতে বোধহয় আমার হাত কাঁপত না।'

ইতিমধ্যে আমরা র‍্যাবিট ইয়ার্স ক্রীকের ধারে এসে পড়েছিলাম, এখন পাহাড়ের দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ট্র্যাক সন্ধান করছি রাস্তায়। শিগগিরই তা পেয়ে গেলাম আমরা।

বাকবোর্ডের ট্র্যাক, পাহাড়ের খুব পাশ দিয়ে উত্তরে চলে গেছে। ছোটার বেগ কমিয়ে পিছু নিলাম, বিপদ মোকাবেলায় হাতে রাই-ফেল প্রস্তুত।

ছদিন ব্যবহার করা হয়েছে এরকম একটা ক্যাম্প দেখতে পেলাম আমরা, তবে এখন কেউ নেই। আমরা বক্স ক্যানিয়নের কয়েক মাইলের ভেতর রয়েছি, ওদের পরের ক্যাম্প কাছেপিঠেই কোথাও হবে। ক্যানিয়নে যে আগুন জ্বলছে এখন তার ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি; হালকা হয়ে এসেছে তবে এখনও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

রাশ টানল হ্যারি মাইমস। 'নোয়েল, আমি এমনিতে ভয় পাই না, তবে আমরা বোধহয় বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। ওই দলটা আশেপাশে কোথাও আছে, খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে সোনা কেড়ে নেয়ার জন্য—অথবা আমাদের চামড়া।'

'মেয়েটার সাহায্য দরকার,' আমি বললাম, 'ওকে নিরাপদ না দেখে চলে যেতে পারব না আমি। আমার স্বভাব না এটা।'

'তুমি কেমনতর আউট ল?'

'এখনও ভেবে দেখিনি, তবে ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না।'

আবার রওনা হলাম আমরা, ঝোপঝাড় আর গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলছি, বারবার থেমে কান খাড়া করছি শব্দ শোনার জন্য।

হঠাৎ করেই দেখা পেলাম বাকবোর্ডটার—বা যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার। নিচু একটা বালিয়াড়ির ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে ওটা, তারপর ডালপালা চাপিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, কেবল দুটো হুইল রিম, হাব, আর কিছু পোড়া স্পোক। এখনও ধোঁয়ার গন্ধ জেগে আছে ওখানে।

অকুস্থলে যেসব ট্র্যাক ছিল সেগুলো দেখে শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম আমরা, পাহাড়ের দিক থেকে এসে বাকবোর্ডের ঘোড়াগুলো

ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে কেউ। ছোটখাট লড়াই হয়েছে একটা, ছড়ানছিটান খালি কার্তুজ, আর একটা গাছের গায়ে বুলেটের আঁচড় দেখতে পেলাম। ঘোড়ার খুরের আঘাতে কয়েক জায়গায় এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে মাটি।

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওরা ফ্লিঙ্ককে মারতে পারেনি,' মন্তব্য করল মাইমস। 'ওই দোআঁশলার ব্যাপারে তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় ও দারুণ ধূর্ত হবে।'

এখন বিকেল। কান পাতলাম আমরা, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেলাম না।

এখনও আগুন জ্বলছে ক্যানিয়নে। তেলতেলে ধোঁয়ায় কালচে হয়ে আছে আকাশ। নিচু এলাকা দিয়ে চলছি আমরা, বিপদের ভয়ে সতর্ক হয়ে আছি। মাইমস কি ভাবছে আমি আন্দাজ করতে পারি, জানি আমারও ওই একই অবস্থা। মনে হচ্ছে আমরা যেন অনন্তকাল ধরে ছুটছি। এ মুহূর্তে আমার যা চাহিদা তা হচ্ছে দীর্ঘ বিশ্রাম আর পেট পুরে খাওয়া। কফি খেতে চাই আমি, তবে নিজের বানান না, চাই কোন নামকরা হোটেলের খাওয়া খেতে।

র‍্যাবিট ইয়ার্সের পুব পাশে চলে এসেছি আমরা, আবার পৌঁছে গেছি ক্রীকের ধারে। এবার লাকড়ির ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম, ঘোড়াসুদ্ধ নেমে গেলাম ক্রীকের পাড়ে ভেজা বালুতে।

সামনেই কোথাও বিপদ ওত পেতে আছে আমাদের জন্য। ওরকম খুনে-বদমাশ লোকদের কাছে শান্তির আশা করা বোকামি। তার ওপর একটা মেয়ে আছে ওখানে, হয়ত-বা দুজন। মেয়েদের আমি ভয় পাই দারুণ। পুরুষদের তাও বোঝা যায়, কিন্তু একটা মেয়ে কখন কি করবে তা আগাম জানবার জো নেই।

এক বুড়ো আউট-ল একবার আমাকে বলেছিল, 'মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। ওরা চেঁচামেচি শুরু করবে, না অজ্ঞান হয়ে যাবে, নাকি বন্দুক বের করতে ছুটবে—আগেভাগে বুঝতে পারবে না তুমি।'

আর সত্যি সত্যি ওরা ছিল ওখানে, দুজনেই। ওদের ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে গিয়ে আমরা দেখলাম আগুনের একপাশে পেনিলোপ আর সিলভি বসে আছে মুখোমুখি।

একটা পাথরের ওপর বসে আছে জ্যাকব লুমিস, মুখ আমাদের দিকে, পাশেই পড়ে আছে ওর ব্ল্যাংকেট রোল। নোব্‌ল্ বিশপ রয়েছে, চেহারা শান্ত, চোখ সতর্ক, কিছুই এড়াচ্ছে না নজরে। আর ফ্রায়ার···ক্যানিয়নে যারা মারা গেছে আমি ভেবেছিলাম তাদের ভেতর ও-ও ছিল, কিন্তু এখন দেখলাম আমার ভুল হয়েছিল। আর ওর পাশে রয়েছে মেক্সিক্যান—ফেরেরা।

ক্রিকই আমাকে ভাবিয়ে তুলল সবথেকে বেশি। ও নেই ক্যাম্পে। একটু বাদে জঙ্গলের ভেতর থেকে যখন ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে এল ক্রিক ক্রূরতায় চকচক করে উঠল লুমিসের চোখ। বিশপ তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কোনরকম উত্তেজনা ধরা পড়ল না ওর হাব-ভাবে। বিশপ আর আমি, আমরা পরস্পরকে জানি। ফাস্ট গান হিসেবে আমাদের নামডাক আছে, দুজনই জানি গোলাগুলি শুরু হলে আমাদের কেউ একজন আঘাত পাবে। ফলে কারোরই সেধে লাগতে যাবার বাসনা নেই, তবে আমরা জানি পরিস্থিতি আমা-দেরকে সে অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

আমরা ওখানে হাজির হবার আগে কি মতলব আঁটছিল ওরা আমি জানতে চেষ্টা করলাম না, তবে আন্দাজ করলাম সেটা ভয়ানক

কিছু একটা হবে—এবং আমাকে রোধ করতে হবে তা।

'পেনিলোপ,' বললাম আমি, 'সবই শেষ হয়ে গেছে। চল, তোমাকে র‍্যাস্তা কে পৌঁছে দিই।'

বিশপের চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে। 'কি হয়েছে ওখানে?'

'মাটির নিচে তেল থাকার ফলে সম্ভবত গ্যাস জমেছিল ক্যানি-য়নে। ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরোচ্ছিল চুঁয়ে। ভারি জিনিস, তাই যেসব জায়গা নিচু সেখানে মাটির কাছাকাছি জমা হয়েছিল। আমি আর হ্যারি মেসায় উঠছি এই সময় একজন—কে বলতে পারব না—উত্তেজিত হয়ে গুলি করল।

'বারুদ জিনিসটা কেমন হয় জানই। ও গুলি ছুঁড়তেই একটু আগুন দেখা দিল রাইফেলের মাযলে, আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা ক্যানি-য়নটা যেন বিস্ফোরিত হল। যেখানেই গ্যাস ছিল আগুন ধরে গেছে। ওরা বাঁচার কোন সুযোগই পায়নি।'

'আমরা গিয়েছিলাম ওদিকে,' বিশপ বলল, 'কিন্তু ঢুকতে পারিনি, থাকিওনি বেশিক্ষণ। চারদিকে কেবল আগুন আর আগুন।'

'কতক্ষণ জ্বলবে বলে মনে হয়?' ফ্রায়ার জিজ্ঞেস করল।

'কি করে বলব? কয়েক বছর, হয়ত। যদ্দিন গ্যাস আছে জ্বলতে থাকবে আগুন।'

'সোনার কি হল?' র‍্যালফ কার্নস জানতে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'কি আবার হবে? আমার মনে হয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ওটা পাওয়ার কোন আশা নেই।'

'যদি না,' আমার চোখে চোখ রেখে বলল সিলভি, 'আগুন ধরার আগেই কেউ বের করে থাকে।'

'সেটা একটা কথা বটে,' স্বীকার করলাম আমি, 'তবে আমার

মনে হয় অত সময় ওরা পায়নি। হঠাৎ করেই চারদিকে আগুন ধরে যাওয়ায় কেউ পালাতে পারেনি ওখান থেকে।'

'আমি ওদের কথা বলছি না,' মুখ ঝামটা মারল সিলভি, 'আমি বলছি তোমার কথা।'

মিনিটখানেক চুপ করে রইল সবাই, পেনিলোপ তাকাল আমার দিকে, চোখে আশা, প্রশ্ন।

সহজ ভঙ্গিতে হাসতে চেষ্টা করলাম আমি। 'সোনা যদি পেতাম, তাহলে এতক্ষণে ডেনভারের পথে থাকতাম আমি। তোমাদের সাথে কথা বলে নিশ্চয় সময় নষ্ট করতাম না।'

'আমারও সেই কথা,' বলল ফ্রায়ার। 'সোনা পেলে আর কেন ফিরে আসবে ও?'

'ওর জন্য,' সিলভি বলল, 'তুমি দেখতে পাও না পেনিলোপের জন্য ওর কত দরদ?'

ওরা সবাই একযোগে তাকাল আমার দিকে, আমি শুধু ঠোঁট ওলটালাম। 'আজব কথা বলছ তুমি, সিলভি। পকেটে ওই পরিমাণ টাকা থাকলে কোন মেয়ের জন্য হা-পিত্যেশ করতে হয় না পুরুষের, বরং মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়। কেন, অত সোনা নিয়ে যদি একজন লোক ডেনভারে যায়, মেয়েরা তাকে ছেঁকে ধরবে।

'পেনিলোপের কথা যদি বল, ও খুব ভাল মেয়ে। আমরা ঠিক করেছি স্যান্তা ফে-তে নিরাপদে পৌঁছে দেব ওকে। এই মাইমস ওর আত্মীয় হয়।'

আমরা এখন কি অবস্থায় আছি আমি জানি। ফ্রায়ার বিশ্বাস করেছে আমাকে, ফেরেরাও তাই। বিশপ···ওর চিন্তাভাবনা ও

এখনও মনের মধ্যেই রেখেছে—কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। সিলভি আর লুমিস, ওদের মন অত্যন্ত কুটিল, কারোকে বিশ্বাস করে না, সন্দেহ করে সবাইকে। এখানে আটকে রাখার কোন একটা ছুতো বের করতে পারলে, আমি জানি, সিলভি কিছুতেই আমাদের চলে যেতে দেবে না। জানি, সোনা মিলুক চাই না মিলুক, জ্যাকব লুমিস পেনিলোপকে ভোগ করতে চায়। এই নির্জন পাহাড়ে অসহায় অবস্থায় ওকে কাবু করতে চায় সে। ওর নীচ মনকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

বোধহয় তখনই, স্থির করলাম আমি শেষপর্যন্ত আমাদের গোলাগুলির আশ্রয় নিতে হবে।

যদিও এরকম জটলার মাঝে বিশপের সঙ্গে বুলেট বিনিময় করতে আমার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। খুব সম্ভব ওরও মনের কথা এটা, কিন্তু আমরা এখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে না পারলে সিলভিরা নির্ঘাত একটা দাঙ্গা বাধিয়ে বসবে।

'স্যাডলে ওঠ, পেনিলোপ,' বললাম আমি, 'আমরা চলে যাচ্ছি।'

কথা বলছি, কিন্তু আমার চোখ সজাগ, আশপাশে কোথায় কি আছে না আছে দেখে নিচ্ছি।

ক্রীকের পাড়টা নিচু, সমতল, কেবল ঘেসোজমির কিনারে এসে উঁচু হয়েছে সামান্য। চারধারে গাছপালা আছে, ছড়ান-ছিটান পাথরচাঁইও আছে কিছু। ওদের কয়েকটা ঘোড়া হাতের বাঁয়ে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে গাছতলায়। মাইমস যে ঘোড়াটা ধার দিয়েছিল পেনিলোপকে সেটা রয়েছে বাকবোর্ডের ঘোড়াগুলোর সঙ্গে। জিন খসিয়ে ফেলা হয়েছে, গলায় ইণ্ডিয়ান ধাঁচের লাগাম বাঁধা। সন্দেহ নেই, ক্লিফ তৈরি করেছে ওই লাগাম।

'ও যাবে না ' সিলভি বলল। 'এটা আমাদের পারিবারিক গোলমাল, আমরা এখানেই তার ফয়সালা করব।'

বিশপ চুপ করে রয়েছে। আমি জানতে চাইছিলাম ওর মত, কিন্তু বুঝলাম একেবারে বাধ্য না হলে ও কেবল শুনে যাবে।

'ঝামেলা করে কোন লাভ নেই,' বললাম। 'তুমি আর র‍্যালফ তোমাদের নিজেদের রাস্তায় যাও। আর ও যাক ওর রাস্তায়।'

'অ্যানড্রুকে পেয়েছি আমরা,' র‍্যালফ বলল।

তাহলে ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছে শেষপর্যন্ত। যা ঘটবে বলে ভেবেছিলাম, অথচ কামনা করছিলাম যেন না ঘটে, এখন সেভাবেই গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার রূপ নিতে শুরু করেছে।

'তুমি আমাকে গুলি করেছিলে, র‍্যালফ,' বললাম আমি। 'অ্যানড্রু চেষ্টা করেছিল কাজটা পাকা করতে—তবে পারেনি।'

'আমার ধারণা তুমি সোনা পেয়েছ,' বলল লুমিস। 'নাহলে চলে যাওয়ার জন্য এত তাড়া কিসের?'

শ্রাগ করলাম আমি। 'থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কি? খেলা তো শেষ হয়ে গেছে।'

হঠাৎ মনে হল সুর নরম করছে সিলভি। 'ঠিক আছে। এস, সবকিছু ভুলে যাই। আমরা সাপারের জোগাড় করছিলাম, তোমরাও খাবে এস—কফি চড়াচ্ছি আমি।'

অনেক সহ্য করেছি এসব, ভাবলাম আমি, আর না। 'তোমার কফি আমার ভাল লাগে না, সিলভি। আমার জন্য একটু বেশি কড়া। পেন, তুমি ঘোড়া নিয়ে এস। আমরা চলে যাচ্ছি—এক্ষুণি।'

পেনিলোপ রওনা হল ঘোড়া আনতে, সিলভি ঝাঁপ দিল ওর দিকে। পেনিলোপকে সাহায্য করতে আমার এখন এগিয়ে যাওয়া উচিত, অথচ যেতে পারছি না কারণ নড়াচড়া করলেই ওদের কেউ একজন গুলি করবে আমাকে।

পরক্ষণে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, কারো সাহায্যের দরকার নেই ওর। সিলভি দুহাতে ওর চুল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু পেনিলোপ সে সুযোগ দিল না ওকে।

এরপর যে দৃশ্য আমি দেখলাম তাতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হল। মনে হল, বহু কিছু শেখা এখনও বাকি আছে আমার। পেনিলোপের নিরাপত্তার ব্যাপারে সবসময় চিন্তিত ছিলাম আমি, অথচ এখন দেখলাম ও হচ্ছে একটা পাহাড়ি সিংহী, ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও নিজেই করতে জানে। দুহাত ওপরে তুলে সিলভি ঝাঁপ দেয়ামাত্র ঝট করে একটু নিচু হল পেনিলোপ, ঘুসি মারল সিলভির পেটে। বাতাসের অভাবে খাবি খেল সিলভি, মুখ হাঁ হয়ে গেল, হাত নামিয়ে খামচে ধরল তলপেট। এবার চটাস করে ওর গালে চড় মারল পেনিলোপ, তারপর ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে দোল খেয়ে উঠে বসল স্যাডলে।

'থামাও ওকে!' খেঁকিয়ে উঠল লুমিস। 'বিশপ, তুমি থামাও ওকে—নাহলে আমাকে একটা পিস্তল দাও, আমি থামাচ্ছি।'

নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়ল না বিশপ। আড়চোখে লুমিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাছে পিস্তল নেই এজন্য তোমার খুশি হওয়া উচিত, বুড়ো। থাকলে নোয়েল ওসমান তোমাকে খুন করত।'

এরপর ওখান থেকে বেরিয়ে আবার পশ্চিমের পথ ধরলাম আমরা। কিন্তু আমার ভয় কাটেনি। নোবল্ বিশপ ওই সোনা কেড়ে নিতে চাইবে, আমার কথা ও কতটা বিশ্বাস করেছে সে

ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। কেবল এটুকু বুঝতে পারছি তখন ক্রীকের ধারে গান ফাইটে যেতে চায়নি ও। লোক খুব বেশি ছিল ওখানে, পিস্তলও ছিল বেশি। ফলে কারো বাঁচা-মরা নির্ভর করত পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর—দক্ষতার ওপর না। নিশানা করা বুলেট যা করতে না চায়, এলোপাতাড়ি গুলিতে অনেকসময় ঠিক সেটাই ঘটে যায়।

দ্রুতবেগে এগোচ্ছি আমরা। সোনা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি সরে পড়ব এই তল্লাট ছেড়ে। কামনা করি আর যেন ওই খুনে-বদমাশদের সাথে দেখা না হয়।

আমরা এখন র‍্যাবিট ইয়ার্সের উত্তরপুবে রয়েছি, গোধূলি আলোয় লাল হয়ে আছে চূড়াগুলো। ক্যানিয়নের দিকে ম্লান একটা আভা দেখা যাচ্ছে আকাশে, এমনকি এতদূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি গর্জন।

র‍্যাবিট ইয়ার্স ক্রীকের দিকে যাচ্ছি আমরা, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছি আমি, তবে যতদূর দেখতে পাচ্ছি কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না। আমরা যখন পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে চলে এলাম তখন তারা ফুটতে শুরু করেছে, প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক।

'ওরা এত সহজে হাল ছাড়বে না, ওসমান,' বলল মাইমস। 'ঠিক আসবে।'

'তাই।'

পেনিলোপ অংশ নিচ্ছে না কথাবার্তায়, আমিও এতেই খুশি। কাল রাতে ওভাবে আমাদেরকে ফেলে যাওয়ায় ওর ওপর আমার রাগ এখনও পড়েনি।

সিয়েনেকুইয়া ডেল বারো মাউন্টিনকে দিকচিহ্ন হিসেবে ব্যবহার

করে সরাসরি পশ্চিমে এগোলাম আমি, তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে যাবারও বেশ পরে বার কয়েক ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিয়ে আবার ফিরে এলাম পাহাড়ের গোড়ায়। এখান থেকে উত্তরপুবে ক্রীক অভিমুখে রওনা হলাম আমরা যেখানে আমাদের সোনা লুকান আছে।

আচমকা রাশ টানল মাইমস। 'ওসমান, কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার। একটা কিছু গোলমাল আছে।'

আসলেই তাই···কিন্তু কি ধরনের গোলমাল? সহজে সরে পড়তে পেরেছি আমরা, খুব সহজে। আমি নিশ্চিত অনুসরণ করা হয়নি আমাদের। কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে যে তার কোন প্রয়োজন ছিল না? বা এমনও তো হতে পারে দিনের বেলায় লক্ষ্য রাখা হয়েছিল আমাদের গতিবিধির ওপর? সোনা পুঁতে রাখতে যদি নাও দেখে থাকে, এ অঞ্চলে দেখেছে আমাদের।

ওরা হয়ত জানে আনুমানিক কতদূর গিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু ঠিক কোথায় তা জানার কথা না। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল আকাশ, মেঘ ছিল নিচুতে, গাছপালা, ঝোপঝাড় এগুলোর বাধা থাকাও স্বাভাবিক। খানিক ভাবনাচিন্তা করে বুঝতে পারলাম, ওরা সম্ভবত র‍্যাবিট ইয়ার্সের চূড়া থেকে নজর রেখেছিল।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল পেনিলোপ।

'মাইমসের ধারণা আমরা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি।'

'তা কিভাবে সম্ভব? ওরা সবাই পেছনে আছে।'

'তাই কি?'

হালকা বাতাসে নড়ে উঠল সামনের ঘাস, লতা-পাতা, তবে ক্যানিয়নের ধোঁয়া ভেসে এল না কারণ ওটা এখন আমাদের পুবে।

ভারি মেঘ জমেছে আকাশে, চারদিক নিকষ অন্ধকার। ছটফট করে উঠল একটা ঘোড়া, পা ঠুকল। ওরা পানি চায়, বিশ্রাম চায়, ঘাস চায়। কেন যেন আমার মনে হল সেই সৌভাগ্য পেতে আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'চল, এগোন যাক।'

আগে বেড়ে, জেব্রা-ডানকে ছলকি চালে হাঁটালাম আমি, একটু সংশয় হলেই কান খাড়া করছি থেমে, কিন্তু ঘাসের বুকে অতিচেনা খুরের আঘাত আর স্যাডল লেদারের খসখস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

আবার যখন থামলাম আমি তখন আমরা সিয়েনেকুইয়া ক্রীকের দুশ গজের ভেতর এসে পড়েছি, কিন্তু এবারও কোন আওয়াজ শুনতে পেলাম না।

বুদ্ধিটা যারই হোক, ফ্রিঞ্চ নিশ্চয় পাহাড়ের ওপর চড়েছিল। ইণ্ডিয়ান রক্ত বইছে ওর শরীরে। র‍্যাবিট ইয়ার্সের চূড়ায় উঠতে অসুবিধে হবে না। আমরা সোনা উদ্ধার করেছি ওখান থেকে এটা দেখতে পাবে না, কিন্তু প্যাক হর্স ছুটোর চলাফেরার ভঙ্গি থেকে অনুমান করে নিতে পারবে।

সেক্ষেত্রে এখন তাহলে কি করবে ওরা? আমরা সোনা বের করে ফের রওনা দেয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে কাছেপিঠে কোথাও? বিশপ অবশ্য এটাই চাইবে, কিন্তু অন্যদের কি অত ধৈর্য হবে?

সহসাই আমি বুঝতে পারলাম, কি করব আমি।

তের

'হ্যারি, তুমি সিয়েরা গ্র্যাণ্ড চূড়াটা চেন? এখান থেকে পশ্চিমে?'

'চিনি।'

'এর ছ-সাত মাইল দক্ষিণে একটা লাভার পাহাড় আছে, প্রায় চারশ ফুট উঁচু। সোনাগুলো আমরা ঘোড়ায় চাপানর পর তুমি আর পেন সোজা পশ্চিমে ওই পাহাড়টার কাছে চলে যাবে, এবং এর দক্ষিণ পাশে লুকিয়ে থাকবে কোথাও।

'ইচ্ছে করলে মিডল ফর্ক ক্রীকে তোমাদের ঘোড়াগুলোকে তোমরা পানি খাওয়াতে পারবে, তবে পানির কোন অভাব হবে না। ছড়ান-ছিটান অসংখ্য পুকুর আছে ওদিকে। দরকার হলে ক্যারিযোতে চলে যেয়ো, তবে তোমরা যে পথে পাহাড়টার কাছে যাচ্ছ তাতে ক্যারি-যোতে গেলে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল ঘুরতে হবে তোমাদের। আমি হলে ট্রেইল ছেড়ে যেতাম না কোথাও।'

'তুমি কি করবে?' জানতে চাইল পেনিলোপ।

'এখন রাত। তোমরা যদি নিঃশব্দে চলে যাও, ওরা টের পাবে না। যেসব পাথর পড়ে আছে এখানে আমি সেগুলোর পেছনে থাকব, গর্ত খুঁড়ব এখানে-সেখানে যাতে ওরা ভাবে সোনাটা আমরা কোথায় লুকিয়েছি সেটাই দেখছি খুঁজে। এভাবে, মনে হয়, ওরা

এসে পড়ার আগে আমি তোমাদের ঘন্টাখানেকের পথ এগিয়ে থাকার সুবিধা দিতে পারব।'

'তারপর যখন ওরা আসবে?'

'তা এক-আধটু ঝামেলা তো হবে?, পেনিলোপ। আমার কথা ওরা শুনতে চাইবে না, তবে যাতে শোনে তার চেষ্টা করব।'

'তারপর?'

'তোমার সঙ্গে যোগ দেব এসে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল পেন, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ওরা ছজন—সিলভিকে ধরলে সাত···আর তুমি একা।'

'ওরা এসে পড়ার আগেই সরে পড়তে পারব হয়ত।'

'এ ঝুঁকি তুমি নিচ্ছ কেন?'

'সোনা তো কম না।'

'মিস্টার মাইমস আর আমাকে মেরে ফেলাটাই কি আরও সহজ হত না? আমরা মোটে দুজন।'

'দেখ, এসব বাজে কথা বলার সময় নেই এখন। যাই হোক, সহজ রাস্তাটা আবার আমার ধাতে সয় না। চল, যাই ওখানে। আমাদের কপাল ভাল থাকলে, কোনরকম ঝামেলা বাধার আগেই সোনা নিয়ে চলে যেতে পারবে তোমরা।'

কথা শেষ করে আর একমুহূর্ত দাঁড়ালাম না আমি, ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোলাম ক্রীকের দিকে। কাছেপিঠে কোথাও আছে লুটেরারা, আমি নিশ্চিত, আমরা সোনা বের করা পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ···সবকিছুই এখন নির্ভর করছে সোনা পাবার ওপর। তবু সিলভি আর র‍্যালফ সম্পর্কে হলফ করে বলা যায় না কিছু। কখন হুট করে হামলে পড়বে ওরা তা বোঝার উপায় নেই কারো।

হাত দিয়ে বালু খুঁড়ে সোনার তালগুলো বের করলাম আমরা। তারপর লুকাবার সময় যা করেছিলাম, তেমনিভাবে আমি গুনে গুনে ওগুলো পেনিলোপ আর মাইমসের কাছে দিলাম, আর ওরা তা প্যাক হর্স দুটোর পিঠে চাপাল। ওরা যখন আবার উঠে বসল প্যাক স্যাডলে আলতোভাবে মাইমসের হাত ছুঁয়ে রওনা হওয়ার সংকেত দিলাম আমি।

তারপর, আশপাশে কোন শ্রোতা থাকলে যেন শুনতে পায় এভাবে গলা চড়িয়ে বললাম, 'আগেই বলেছিলাম আরেকটু সামনে হবে!'

'তুমি এখানে চেষ্টা কর,' ইশারা বুঝতে পেরে জবাব দিল হ্যারি, 'আমি ভাটিতে খোঁজ করছি।'

পেনিলোপ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঘুরে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'যাও! আমার জন্য এখন প্রতিটা মিনিট মূল্যবান!'

ঘাড় ফেরাল পেনিলোপ, আচমকা মাথা নুয়ে চুমু খেল আমার ঠোঁটে। সবিস্ময়ে শিউরে উঠলাম আমি, মনে হল ও বুঝি ছুরি মেরেছে আমাকে।

তারপর চলে গেল পেন।

হাত তুলে বালিয়াড়ির ঢালে একটা পাথর আঁকড়ে ধরলাম আমি, টান মেরে গড়িয়ে ফেলে দিলাম ক্রীকের পানিতে।

'শ্-শ্-!' বিরক্তি প্রকাশ করলাম। 'দেশসুদ্ধ লোককে জানাতে চাও নাকি?'

এরপর আরও কিছুক্ষণ হাতড়ে ফিরলাম অন্ধকারে, বালু খুঁড়লাম কিছু, ইচ্ছে করে পা দিয়ে মাড়িয়ে একটা শুকনো গাছের ডাল

ভাঙলাম, তারপর ভাঙা ডালের একটা টুকরো দিয়ে গর্ত খুঁড়লাম আরেকটা।

'আরও সামনে,' বললাম আমি। 'ওপাশে দশ কদম পরে।'

ধীরলয়ে, কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। হঠাৎই নিজেকে খুব বোকা মনে হল আমার। এভাবে বেশিক্ষণ বোকা বানান যাবে না কারোকে। ডানের দিকে ঘুরে গেল আমার চোখ।

কাছেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়াটা, মাটিতে লাগামের খুঁটা বাঁধা। একটামাত্র লাফ, তারপর স্যাডলে চড়ব আমি, পালিয়ে যেতে পারব এখান থেকে। কি মূল্য আছে টাকার? মানুষের জীবন কিনতে পারবে? বিশেষ করে সেই জীবন যখন আমার নিজের?

সহসা, সামনের বালিয়াড়িতে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর একটুও দেরি না করে, সরে গেলাম আমার ঘোড়ার কাছাকাছি। আবার সেই নড়াচড়া। জানা কথা, আমার কোন বন্ধু নেই ওখানে। ঝট করে সিক্স-গুটার বের করেই শব্দ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম একবার। পরক্ষণে শুয়ে পড়লাম বালুতে, দ্রুত কয়েকটা গড়ান দিয়ে সরে গেলাম পাঁচ-ছয় ফুট দূরে, তারপর যখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসছি বালিয়াড়ির কিনারে তখন একটু আগে যেখানে ছিলাম আমি সেদিকে একসঙ্গে ছুটে এল ছুটো পিস্তলের গুলি।

আচমকা আগুন ধরে ওঠার পটপট শব্দ হল, তারপর ক্রীকের ওপাশে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল একটা ঝোপ। মরা জুনিপারের ঝোপের ভেতর ম্যাচের কাঠি ফেলেছে কেউ। লকলকিয়ে বেড়ে উঠল শিখা, দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল চারদিক। সঙ্গে সঙ্গে ছুটো পিস্তলের শব্দ শুনতে পেলাম, তারপর একটা রাইফেলের

তীক্ষ্ণ আওয়াজ, আমার পায়ের কাছে লাফিয়ে উঠল একদলা বালু। এরপর ঝপাৎ করে একটা কিছু লাফিয়ে পড়ল পানিতে, পেছন ফিরে একজন লোককে দেখতে পেলাম আমি, গুলি করলাম।

লোকটা কে তা জানি না, তবে মাঝপথে গুলি খেল সে, বাঁকা হয়ে গেল শরীর, পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও, পারল না, হাঁটু পানিতে সাঁতার কেটে দূরে সরে গেল।

আচমকা টান পড়ল আমার শার্টের আস্তিনে, চামড়া জ্বলে উঠল, তারপর দৌড়াতে শুরু করলাম আমি, হোঁচট খাচ্ছি, টাল সামলে ফের ছুটছি। সামনে আরেকটা গাছে আগুন ধরে উঠল, তার ঠিক ওপাশেই দেখতে পেলাম আমার ঘোড়াকে।

ঢালু পাড় বেয়ে ওঠার সময় এবার ফেরেরাকে চোখে পড়ল, বড়জোর ষাট ফুট দূরে আছে, রাইফেলের নিশানা স্থির করছে আমার দিকে। হাতেই ছিল আমার সিক্স-গুটার, গুলি করলাম চকিতে, একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়েই ট্রিগার টিপলাম আবার। লুটিয়ে পড়ল ফেরেরা, রাইফেল তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি ততক্ষণে সরে গেছি দৃষ্টির আড়ালে, ঝরনাবক্ষে নেমে গিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি আমার ঘোড়ার দিকে। বুকে হেঁটে পাড়ে উঠলাম আমি, লাগাম আঁকড়ে ধরেই লাফিয়ে চড়ে বসলাম স্যাডলে, মুহূর্তের জন্য রেকাবে পা ছোঁয়ালাম না।

আগুন, গোলাগুলি কোনটাই মনঃপূত হচ্ছিল না জেত্তা ডানের, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। পেছনে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি হল কয়েকটা, তারপর নীরবতা নামল।

জানি, এখন আমার পয়লা দায়িত্ব ওদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া, যাতে ওরা পেনিলোপ, মাইমস আর সেনার নাগাল না

পায়। তাই উত্তরে চললাম আমি, নর্থ ক্যানাডিয়ান নদীর ধারে যেসব পাহাড়-পর্বত রয়েছে সেখানে।

তাছাড়া, এভাবে আমার ঘোড়াকেও বিশ্রামের সুযোগ দিতে পারব। দিনের পর দিন একনাগাড়ে ছুটতে পারে বুনো মাস্ট্যাং, খুব সামান্য পানিতেই পিপাসা মেটাতে পারে, কিন্তু একজন আরোহীকে বয়ে নেয়া একেবারে আলাদা ব্যাপার।

কিছুক্ষণ জোরকদমে ছোটার পর, ডানের গতি কমালাম আমি, রাস্তা বদল করলাম, তারপর পিস্তল আর রাইফেলে গুলি ভরে নিলাম আবার। ঘন্টাখানেক বাদে রাশ টানলাম একটা ক্রীকের ধারে গর্তমত জায়গায় নেমে গিয়ে। জিন খসিয়ে খানিক দলাইমলাই করলাম ডানকে, এমন জায়গায় লাগামের খুঁটা পুঁতলাম যেন সহজেই ও পানির কাছে যেতে পারে। এরপর গর্তের এককিনারে ঘাসের ওপর কম্বল বিছালাম আমি, টানটান হয়ে শুয়ে বললাম নিজেকে, আমি ঘুমাতে পারব না। কিন্তু এর এক মিনিট পরেই মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম নিজের কাছে, কারণ যখন জেগে উঠলাম তখন পুরোপুরি সকাল। রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে ঝরনায়, গাছপালায়, ঘেসোজমিতে। উইলো ঝোপে পাখি ডাকছে।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম আমি, তাকিয়ে রইলাম যেখান দিয়ে গাছের পাতা গলে রোদ আসছিল সেদিকে, কান খাড়া। কাছেই গাছের ডালে বসে কিচির-মিচির করছিল একটা ঘুঘু, একটু বাদে সে উড়ে পালাল। উঠে বসলাম আমি, হ্যাট চাপালাম মাথায়, বুটজোড়া ঝেড়ে নিয়ে পা ঢোকালাম ভেতরে, উঠে দাঁড়ালাম।

গানবেল্ট কোমরে জড়িয়ে বাক্‌ল্ বাঁধলাম, ডানের কাছে হেঁটে গিয়ে একটুক্ষণ কথা বললাম ওর সাথে। যা কিছুই করি, আমার

কান সজাগ রয়েছে, অবাঞ্ছিত কোন শব্দ হলে টের পাব। র হাইডের ফিতে দিয়ে নিচু করে উরুর সাথে হোলস্টার বেঁধে আবার ফিরে গেলাম আগের জায়গায়, বিছানাপাটি গোটালাম। তারপর স্যাডলব্যাগ থেকে কার্তুজের বাক্স বের করে পূরণ করলাম বেল্টের খালি লুপগুলো।

খিদে পেয়েছে আমার, কিন্তু সামান্য যা খাবার ছিল সঙ্গে কফি ছাড়া তার সবই শেষ হয়ে গেছে। শিকার করতে হলে গুলি ছুঁড়তে হবে, কিন্তু আমি অহেতুক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম না। এই প্রথম নাস্তা না খেয়ে পথে নামছি এমন নয় কিংবা শেষ তাও নয়। ক্রীকে গিয়ে পানি খেলাম আমি, তারপর ঘোড়াকেও খাইয়ে স্যাডল চড়ালাম ওর পিঠে।

কোরামপও ক্রীক ধরে পশ্চিমে এগোলাম আমি, এ পথে সিয়েরা গ্র্যাণ্ডের দক্ষিণে পৌঁছাতে পারব। গেল কদিনের মেঘ অবশেষে বৃষ্টি নামিয়েছে, ঠায় পড়ছে। শীত করছিল আমার, তাই স্লিকার চাপালাম গায়ে। মাঝে মাঝে থেমে ব্যাক ট্রেইল জরিপ করছি, কিন্তু চোখে পড়ছে না কাউকে।

তবে কি ওরা মাইমস আর পেনিলোপের পিছু নিয়েছে? নির্ঝঞ্ঝাটে রওনা হবার সুযোগ পেয়েছিল ওরা, কিন্তু ওরকম দু-দুটো ভারি মালঠাসা প্যাক হর্স নিয়ে দ্রুত এগোতে পারবে না। তবে, হ্যারি মাইমস ঝানু লোক, কিভাবে ফেউ খসাতে হয় নিশ্চয় জানে।

অন্যদিকে, আমি দুজনকে ঘায়েল করার ফলে ওদের মাথা হয়ত কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারে। ওদের জানবার কথা না আমি পেনিলোপ আর মাইমসের সঙ্গে নেই, বা যোগ দিতে যাচ্ছি ওদের সাথে। আমার গোলাগুলির পরিণতি কি হয়েছে শেষপর্যন্ত সে

ব্যাপারে আমার কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। দুজন লোক চোট পেয়েছে, কামনা করছি যেন না মরে, যদিও মরা লোকের চেয়ে আহত মানুষ বেশি বিপজ্জনক।

সেই রাতে, সূর্যাস্তের ঠিক আগমুহূর্তে, একটা শীপ ক্যাম্পের দেখা পেলাম আমি। হাজারখানেক ভেড়ার একটা পাল, আর পাহারাদার কুকুরসহ তিনজন মেক্সিকান মেষপালক। তিনজনই সুশস্ত্র কারণ জায়গাটা ইন্ডিয়ান এলাকা, তবে লোকালয়ের প্রায় কাছে এসে পড়েছি আমরা। ওদের সাথে যোগ দিলাম আমি, কথা বলে জানালাম ওরা লাস ভেগাসে থেকে আসছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায় নিলাম তিন মেক্সিকানের কাছ থেকে। 'তোমাদের দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই,' বললাম। 'আমার পেছনে লোক লেগেছে।'

ওদের একজনের গালে ভাঁজ পড়ল, দুকান স্পর্শ করল হাসি। 'সি, অ্যামিগো। আমার পেছনেও লোক লেগেছিল একবার। ভায়া কন দাইওস।'

ওদেরকে ওখানেই রেখে, কোরামপওয়ের দক্ষিণ শাখা অনুসরণ করে কিছুদূর এগোলাম আমি, তারপর ওটা যখন আপনাআপনি হারিয়ে গেল সিয়েরা গ্র্যাণ্ডের বঙ্কর ঢালে তখন ক্যাম্প করলাম রাতের মত। ভোরে ট্রেইলের সমান্তরালে উঁচু জমি বা একটা বেঞ্চের দেখা পেয়ে সেখানে উঠে গেলাম আমি, পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগোতে শুরু করলাম, তারপর আমার ডান দিকে যখন নাক বরাবর দেখতে পেলাম লাভার পাহাড়টা তখন রাশ টানলাম।

নিচের মাটি থেকে এই বেঞ্চ শ-পাঁচেক ফুট উঁচু হবে, সামনে লাভার পাহাড় আর তার চূড়ো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। একটা

চ্যাপটা পাথরের ওপর বসে পাহাড়ের আশপাশের এলাকা জরিপ করলাম সময় নিয়ে। এখন আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কম-পক্ষে পাঁচ মাইল দূরে হবে ওই জায়গা। সিয়েরা গ্র্যাণ্ড পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে পথঘাট ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো, ফলে দূরত্বটা নেহাত সামান্য না।

সবে সকাল হয়েছে। কোনরকম প্রাণের আভাস নেই ওখানে। ধুলোর মেঘ উড়ছে না···কিচ্ছু নেই। প্রায় এক ঘণ্টা নজর রাখার পর ফের স্যাডলে চাপলাম আমি, ডানকে সুযোগ দিলাম নিজের পথ খুঁজে নিয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে যাবার। উপত্যকার উলটো দিকে এগিয়ে চললাম আমরা, যথাসম্ভব ধুলো না ওড়াতে চেষ্টা করছি। আগের দিন বৃষ্টিপাত হবার ফলে কোনরকম বেগ পেতে হল না এতে।

লাভার প্রান্তরে পৌঁছে সতর্কতার সাথে এগোলাম আমি, হাতে তৈরি রাখলাম উইনচেস্টার।

কেউ নেই···একটা ট্র্যাক পর্যন্ত না।

হয় ওরা আদৌ আসেনি এখানে, নয়ত যা কিছু ট্র্যাক ছিল সেগুলো ধুয়ে-মুছে গেছে বৃষ্টির পানিতে। কিছুক্ষণ আশপাশে ঘোরা-ঘুরি করলাম আমি, কেবলমাত্র এক জায়গায় দেখা পেলাম একটা ট্র্যাকের। ঠিক ট্র্যাক বললে বাড়িয়ে বলা হবে, অনেকটা ট্র্যাকের মত: একটা ঝোপের কিনারে সামান্য দেবে রয়েছে মাটি, ঘোড়ার খুরের চাপ পড়লে যেমনটা হতে পারে তেমনি।

একসময় আবার ফিরে এলাম পাহাড়ের কাছে। ওদেরকে আমি বলেছিলাম পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে কোথাও থাকতে, তাই একটা মেসকিটের ডালে ঘোড়া বেঁধে রেখে ঢাল বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে।

ভাল এক জোড়া বুটের কি ক্ষতি করতে পারে লাভা আমি জানি, আর আমার টার অবস্থা সেখানে এমনিতেই শোচনীয়। লাভার ওপর হেঁটে বেড়ালে বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক টিকবে, তাই সামনেই যে সবথেকে উঁচু টিলাটা পেলাম সেটার মাথায় উঠে গিয়ে নজর বোলালাম চারদিকে।

প্রথমে যা চোখে পড়ল আমার সেটা একটা খালি কার্তুজের খোল, চকচক করছে প্রখর রোদ্দুরে। তার একটু ওপাশে, ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করে আছে এক পাটি বুট আর একটা স্পার।

ওখানে পৌঁছাতে মাত্র দুমিনিট লাগল আমার। লোকটা হ্যারি মাইমস, মারা গেছে।

খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল পিঠে, কিন্তু যথেষ্ট তেজ ছিল ওর বুড়ো হাড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চেষ্টা করেছে পালাবার। ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হাত দুটোতে তার আলামত স্পষ্ট।

গুলি খাওয়ার পরপরই বোধহয় পিস্তল হাতছাড়া হয় মাইমসের। আশপাশে কোথাও ওটা দেখলাম না আমি, খোঁজার চেষ্টাও করলাম না। তাড়া করে ওর কাছে এসেছিল আততায়ী, শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে খালি করেছে নিজের পিস্তল।

আর কোন লাশ নেই ওখানে, ঘোড়া নেই, সোনা নেই—পেনি-লোপ নেই।

পেনিলোপ?...আমার বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। আচ্ছা, ও খুন করেনি তো মাইমসকে? এমনও তো হতে পারে পেনিলোপই গুলি করেছিল ওর পিঠে, তারপর পিছু নিয়ে এখানে এসে বুকে গুলি করে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে?

অন্য আর কে আসতে পারবে এত কাছাকাছি...তাছাড়া,

পেনিলোপই-বা এখন কোথায়?

আর দেরি করলাম না আমি, পশ্চিমে এগোলাম, বারবার আগু-পিছু করে ট্র্যাক খুঁজছি। প্রায় মাইলখানেক পর একটা ঝরনার ধারে দেখতে পেলাম কতগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ। পানি পেরিয়ে পাড়ে ওঠার সময় কাদায় পিছলে গিয়েছিল খুর। ট্র্যাকগুলো পরখ করলাম ভাল করে, বুঝলাম ওদের দুটো ঘোড়ার পিঠে ভারি মোট আছে।

এরপর কিছুদূর পর পর দেখা পেলাম ওদের ট্র্যাকের, কিন্তু আরও মাইলটাক অনুসরণ করার পর ব্যাক ট্রেইল জরিপ করতে ঘাড় ফেরাচ্ছি এ সময় হঠাৎ মনে হল যেন চোখের কোণে ডান দিকে আরেকটা ট্রেইল দেখলাম। কাছে যেতে, সত্যি সত্যি দেখা পেলাম আরেকটা ট্রেইলের—নিঃসঙ্গ একজন ঘোড়সওয়ার, রাস্তার একধার দিয়ে এগিয়েছে, মাঝে মাঝে থেমেছে মেসকিট ঝোপের পাশে। বোঝাই যায়, আরও একজন গেছে এ পথ দিয়ে। নিঃসঙ্গ ঘোড়-সওয়ারটা কে হতে পারে আমি বুঝতে পারলাম না, তবে এটুকু জানি সোনাবাহী ঘোড়াগুলো পেনিলোপের সাথে রয়েছে এবং ওই দলে কোন অচেনা ঘোড়া নেই।

আর আমাদের পেছনে গোড়া থেকেই যারা লেগেছে তাদের মধ্যে কজন বেঁচে আছে, চলাফেরা করতে পারবে তাও জানি না আমি। হয়ত সবাই।

দুপুর নাগাদ দেখা পেলাম আরও একটা ট্রেইলের।

চোদ্দ

এই নতুন ট্রেইলে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে এসেছে চারজন অশ্বারোহী, এবং ওদের দুটো ট্র্যাক আমার চেনা। বিশপের লোকদের ঘোড়া ওগুলো। তাহলে পেনিলোপকে যে নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার অনুসরণ করছে সে কে?

সোজা পশ্চিমে এগিয়েছে ট্রেইল, তারপর আচমকা হারিয়ে গেছে বহু ট্র্যাকের এক গোলকধাঁধার ভেতর। রাশ টেনে, রেকাবের ওপর দাঁড়ালাম আমি, তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম মাটির দিকে।

পেনিলোপের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ধাওয়াকারীরা, খুঁজতে গিয়ে খুরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে মাটি। একপাশ দিয়ে চক্কর মেরে, আবার সেই নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারের ট্রেইল ধরতে চেষ্টা করলাম। ওর আচরণ দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে লোকটা একজন দক্ষ ট্র্যাকার, ধাওয়াকারীদের আগে আসার ফলে পেনিলোপ কোন্ দিকে গেছে ওর তা জানাই স্বাভাবিক।

নরম বালুর ওপর দিয়ে গেছে পেনিলোপ যেখানে পরিষ্কার হয়ে ফোটে না ট্র্যাক। এরপর নিশ্চয় মেষপালকদের দেখতে পায় ও এবং ওরা যেদিকে যাচ্ছে আগে আগে এগিয়ে যায় সেই পথ ধরে যাতে ওদের ট্র্যাকের মাঝে হারিয়ে যায় ওর নিজের-গুলো।

ভেড়ার পাল পশ্চিমে গেছে, পেনিলোপের পথও ওটাই, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। উত্তরে যেতে চাইবে না ও, কারণ ওদিকে লোকালয় বহুদূরে, ফলে নিজেকে বাঁচাতে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে না। পশ্চিম এই অর্থে ওর জন্য সুবিধাজনক, কিন্তু এটা হয়ে যাবে অতি প্রত্যাশিত ব্যাপার, যে কেউ একটু চিন্তা করলেই বের করে ফেলতে পারবে ওর হদিস। কাইমায়ন পশ্চিমে, ওখানে হয়ত যেতে পারে ও···আবার নাও পারে। বুড়ো মাইমস খুন হবার আগে ওর সাথে কি কথাবার্তা হয়েছিল পেনিলোপের তা যদি জানবার কোন উপায় থাকত, তাহলে এখন অনেক সুবিধে হত আমার। বুড়ো চিনত এই এলাকা, নিশ্চয় এ ব্যাপারে বহু কিছুই ওকে বলেছে সে।

এই ভেড়াগুলো ওর ট্র্যাক গোপন করার জন্য একটা চমৎকার কাভার। তবে লুমিস, বিশপ আর ওদের দলবল সোজা এগিয়ে যাবে এমনটাই স্বাভাবিক, তারপর যখন ভেড়ার পালের দেখা পাবে তখন পেয়ে যাবে ওর ট্র্যাক। তবু আশ্বস্ত হতে পারলাম না আমি। যদি এমন হয় যে ও মোড় নিয়েছে অন্য কোনদিকে?

গড়পড়তা লোকের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে এ মেয়ে। ও এখন একা পথ চলছে, তিনশ পাউণ্ড সোনাসমেত ওর কাছে দুটো প্যাক, আর একটা বাড়তি স্যাডল হর্স, অর্থাৎ মাইমসের ঘোড়াটা আছে। সম্ভব হলে সবাইকে বোকা বানাতে চেষ্টা করবে। আমার বিশ্বাস প্রথম সুযোগেই ভেড়ার পালের সঙ্গ ত্যাগ করবে পেনিলোপ। সন্দেহ নেই, ওদের চেয়ে বেশ অনেকটা এগিয়ে আছে ও। অত সোনা কাছে থাকার ফলে ও সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখবে, এমনকি মেষপালকদের ব্যাপারেও ঝুঁকি নেবে না কোন।

তাই ভেড়ার পালের ডান পাশ দিয়ে এগোলাম আমি, চোখ খোলা, লক্ষ্য রাখছি আশপাশ থেকে আর কোন ট্র্যাক বেরিয়েছে কিনা। সামনে একটা জুনিপার আর পিননের বন রয়েছে, সেদিকে যাচ্ছে পালটা। প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ঘাস আর পানি আছে ওখানে। এই দিকেই মাইলখানেক দূরে রয়েছে যমজ পাহাড়, আর এর বাঁয়ে নিচু একটা টিলা।

যখন সেই নিচু টিলাটার কাছে পৌঁছালাম, লাগাম টেনে মাটির দিকে তাকালাম আমি। টিলার পাশ দিয়ে নাক বরাবর ডান দিকে চলে গেছে ভেড়াগুলো, তবে সচরাচর যেমন হয়, পাল থেকে বোধহয় এসেছে কিছু ছড়ান-ছিটান ট্র্যাক, কুকুরের পায়ের দাগ আছে ওগুলোর মাঝে। কিন্তু কোন ঘোড়ার ট্র্যাক নেই, তবু কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি।

ডান ধারে যে যমজ পাহাড়টা রয়েছে, ঘুরে তাদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। জীবনে বহুবার পসির তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছে আমাকে, তাই এ ধরনের জায়গার গুরুত্ব বুঝি। পেনিলোপ যদি ওই দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গিয়ে থাকে তবে মেষপালকরা যতক্ষণ ওগুলো না পেরোচ্ছে আর দেখতে পাবে না ওকে, এবং ততক্ষণে ও লুকিয়ে পড়তে পারবে। ফলে ওদের জানবার উপায় থাকবে না ও কোন্ দিকে গেছে।

পাহাড় দুটোর শেষমাথায়-অকস্মাৎ বেশকিছু ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল আমার, ওর মধ্যে একটা চেনা। তারপর এর আধমাইল পর আবার দেখতে পেলাম কিছু। যখনই সুযোগ এসেছে নরম বালু বা কঠিন পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়েছে পেনিলোপ, একরকম কোন নিশানাই ফেলে যায়নি পেছনে।

ভাবনায় পড়লাম আমি। কোথায় যাবে পেনিলোপ? কাইমারন সবচেয়ে কাছে; ওটাকে যদি পাশ কাটায়, পাহাড়-পর্বতের ভেতর দিয়ে উত্তরে বাঁক নিয়ে এলিজাবেথটাউন, নয়ত টাওসে যেতে পারবে। পথ ভীষণ দুর্গম, তবে ওর সাহস আছে এবং, বোঝা যায়, পরিকল্পনা আছে একটা। আমার ধারণা হল, কাইমারনে যাবে না পেনিলোপ।

সত্যি একটা মেয়ে বটে, পুব থেকে এসে ভালই ঘোল খাওয়াচ্ছে আমাদের। যুবতী একটা মেয়ে, একদম একা, চার-চারটে ঘোড়া আর তিনশ পাউণ্ড সোনা নিয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে···কোথায়?

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওর ট্রেইল, তাই জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে অনুসরণ করলাম আমি। ও যখন ক্যানাডিয়ান নদী পার হয় তখন আমার চেয়ে ঘণ্টাখানেকের পথ এগিয়েছিল, তবে প্যাক হর্স দুটোকে একটু বেশি জোরে ছোটাচ্ছে মেয়েটা। একটা মানুষ বহন করার চেয়ে সোনার মত ভারি জিনিস বহন করা অনেক বেশি কষ্টের।

আমরা এখন যেখানে রয়েছি সেটা গরুবাছুরের এলাকা। আগে হোক বা পরে, পথে কাউহ্যাণ্ডদের সঙ্গে দেখা হবে ওর। বাস্তবিক হয়েওছিল তা, এবং এখানে দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে পেনিলোপ। নিজের গুলো দিয়ে ওদের কাছ থেকে তিনটে তেজী ঘোড়া সংগ্রহ করেছে। তবে, ট্র্যাক দেখে বুঝলাম, ঘোড়া বদলাবার আগে সোনা পাহাড়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল ও।

আমি যখন কাউহ্যাণ্ডদের ক্যাম্পে পৌঁছালাম তার আধঘণ্টা আগে ওখান থেকে চলে গেছে পেনিলোপ। দেখলাম, এককোণে

রাখা আছে ওর ঘোড়াগুলো। নির্জীব হয়ে পড়েছে পথের ধকলে, বদলে নিয়ে ভালই করেছে মেয়েটা।

পেনিলোপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলাম না আমি। সবসময় কাউ-হ্যাণ্ডরা যা করে, সাদর অভ্যর্থনা জানাল আমাকে। খেতে খেতে ঘোড়া বদলের ব্যাপারে আপসরফা করলাম একটা। ডানকে হারাতে চাই না আমি, ওদেরকে সে কথা জানাতে ওরা আমাকে তাজা একটা ঘোড়া দিয়ে বলল পরে যেকোন একসময় এটা ফেরত দিয়ে ডানকে আবার নিয়ে যেতে পারব আমি। এতে আমি রাজি হয়ে গেলাম।

'দূরে কোথাও যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল একজন।

শ্রাগ করলাম। 'হ্যাঁ। মোরায়, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। ওদের নাম ওসমান।'

'নাম শুনেছি।' এবার সমীহের চোখে ওরা তাকাল আমার দিকে, কারণ ও'নীল আর অ্যাঞ্জেলকে নিউ মেক্সিকোর লোকেরা সম্মান করে।

পেনিলোপ হিউমকে অনুসরণ করছি এটা আমি জানতে দিলাম না ওই কাউহ্যাণ্ডদের। ওরা কিছু জানলেও, তা বলবে না আমাকে, সবাই সুন্দরী একটা মেয়ের পক্ষ নেবে এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য এজন্য ওদের দোষ দেব না আমি।

'উত্তরে একদল লোককে দেখলাম,' যেচে তথ্য জোগালাম। 'মনে হল কারোকে তাড়া করছে।'

ওরা আমাকে যে ঘোড়াটা দিল সেটা সঙ্কর জাতের, মর্গ্যান রক্ত আছে গায়ে, রঙ কাল। গঠন দেখে বোঝা যায় জোরে ছুটতে পারবে।

ঘোড়া বদলাবার আগে পেনিলোপ যেখানে সোনা লুকিয়ে রেখে-

ছিল, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সেখানে এলাম আমি। চলে যাবার সময় এখানে ফিরে এসে প্যাক স্যাডল আর সোনা নিয়ে গেছে ও। ঘোড়া বদলাতে গিয়ে যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছিল এবার চেষ্টা করেছে সেটা পুষিয়ে নিতে, তাই দ্রুতবেগে এগিয়েছে।

চকিতে ফোর্ট ইউনিয়নের কথা মনে পড়ল আমার···পেনিলোপ ফোর্ট ইউনিয়নে যাচ্ছে। সৈন্য আছে ওখানে, ও নিরাপদে থাকতে পারবে। তবে একটা সমস্যা আছে: এত সোনাসহ একাকী একটা মেয়েকে পথ চলতে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই নানান প্রশ্ন জাগবে মানুষের মনে।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর আবিষ্কার করলাম ওর ট্র্যাক ফোর্টের পাশ দিয়ে চলে গেছে সোজা। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে দিগন্তে ওর দেখা পাচ্ছি আমি। ও আমাকে দেখতে পেয়েছে কিনা জানি না, তবে পেলে নিশ্চয় বুঝতে পারবে আমার সাথে একটা মোকাবেলা হবে ওর। হ্যারি মাইমসকে খুন করেছে কে, আমি জানতে চাই। এদিকে, সেই নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারের আর কোন নাম-নিশানা নেই। অন্য-দেরকেও দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ, বিজলি চমকের মত, একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে। বুঝতে পারলাম কোথায় যাচ্ছে পেনিলোপ—লোমা পার্ডায়।

লোমা পার্ডা মোরা নদীর তীরে ছোট্ট একটা শহর। খুনোখুনি, মারদাঙ্গা লেগেই থাকে। ফোর্ট ইউনিয়নের সৈন্যরা ফূর্তি করতে যায়। ভবঘুরে, আর বাজারে মেয়েছেলেদের যাতায়াতও আছে কিছু। ওখানকার লোকেরা আমাকে চেনে। কিন্তু সোনা নিয়ে ওর লোমায় যাওয়া আর ক্ষুধার্ত একদল নেকড়ের সঙ্গে একটা মেষ-

শাবকের দেখা করতে যাওয়া একই ব্যাপার।

ও যখন শহরে ঢোকে আমি তখন বড়জোর ওর দু তিন মাইল পেছনে ছিলাম, তবু কিছুই করতে পারলাম না। ওখানে পৌঁছে দেখলাম কোরাল করা হয়েছে ঘোড়াগুলো এবং পেনিলোপ নেই। মনে হল ওর সাথে আমার দেখা হোক এটা যেন একেবারেই চায় না ও।

কোরালের দু-তিনটে বাড়ি পরেই হার্ডির স্যালুন। কিন্তু আমি জানতাম পেনিলোপ থাকবে না ওখানে, তাই রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের মেক্সিক্যান ক্যান্টিনায় ঢুকলাম খেতে। অসময়ে একজন খদ্দের পেয়ে খুশি হল ওরা। ক্যান্টিনার মালিক আমার পরিচিত, খাবারের ফরমাস নিতে ভেতর থেকে যে মহিলা বেরিয়ে এল, সে আমাকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, 'সিনর নোয়েল, এ কি হাল করেছ নিজের? ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে!'

ঘাড় ফিরিয়ে আয়নায় দেখলাম নিজেকে; দাড়ি কামান, গোসল, ধোয়া জামাকাপড় সবই এখন একসাথে দরকার আমার। ঘুমটাও জরুরি।

'সিনরা,' বললাম, 'তুমি কোন মেয়েকে দেখেছ—কয়েকটা ঘোড়া-সহ একটা মেয়ে?'

'আচ্ছা? তাহলে এই ব্যাপার? সি, দেখেছি। আজই এসেছে, এই অল্প কিছুক্ষণ আগে।'

'কোথায় ও? চলে গেছে?'

'চলে যাবে? লোমা পার্ডায় যাবার জায়গা আছে কোন? কোথাও যায়নি, এখানেই আছে।'

'কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল মহিলা। 'এখানেই কোথাও হবে। আমি কি করে জানব?'

আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে দেখা যায় রাস্তাটা, কোন লোকজন গেলে দেখতে পাব, তাই খাবারের ফরমাস দিয়ে ওখানেই রয়ে গেলাম, খেতে খেতে চেষ্টা করলাম জেগে থাকতে।

দিনের এ সময় মানুষ বিশেষ থাকে না রাস্তায়। তবে আর কিছু-ক্ষণ পরেই জেগে উঠবে গোটা শহর, ফোর্ট ইউনিয়ন থেকে সৈন্যরা আসবে ঘোড়াগাড়িতে চেপে। নানাধরনের মানুষ আসবে শহরে। এখানে খুনোখুনি একটা নিত্যকার ব্যাপার, তার ওপর যদি সোনার গন্ধ পায় তখন কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শহরেরই কোথাও আছে পেনিলোপ—আর তিনশ পাউণ্ড সোনা।

এখানে আমার কি ভূমিকা থাকতে পারে? পেনিলোপকে পালা-নর সুযোগ আমি ই দিয়েছি, মাইমসকেও দিয়েছিলাম; তবে ও মারা গেছে, খুন হয়েছে। আর পেনিলোপ আমার জন্য বসে থাকার প্রয়োজন বোধ করেনি, এমনকি একটা নিশানা পর্যন্ত রেখে আসেনি যা দেখে আমি বুঝতে পারি কোথায় গেছে ও। পৃথিবীতে আরও বহু জায়গা থাকতে, ও এখানে এসেছে। এ জায়গার খোঁজ পেনিলোপ জানে ও এখানে আসার আগে পর্যন্ত এটাই মাথায় আসেনি আমার।

ওই সোনায় আমার একটা অধিকার আছে। আমিই সেই লোক যে উদ্ধার করেছে ওটা, অথচ এখন এই ক্যান্টিনায় বসে আছি পকেটে মোটে চারটে ডলার নিয়ে। মাথায় বিশ্রী ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, প্রমাণ দিচ্ছে সোনা উদ্ধার করতে গিয়ে কত ভয়ানক বিপদ ঘাড়ে নিয়ে-ছিলাম আমি।

এবার, হঠাৎ করেই, আমার প্রথমবারের মত মনে পড়ল লুমিস আর পেনিলোপকে পথ দেখিয়ে আনার জন্য আমাকে যে মজুরি দেয়া হয়েছিল তার কথা। পঞ্চাশ ডলার···

তাহলে, একেবারে ফতুর হয়ে যাইনি আমি। পঞ্চাশ ডলার একজন কাউহ্যাণ্ডের দুমাসের বেতন, এর চাইতে কমে কাজ করে এমন লোকদের কথাও আমি জানি।

এইসব কথা ভাবছি বসে, হঠাৎ নোব্‌ল্ বিশপকে দেখলাম রাস্তায়। ওর সঙ্গে আছে জ্যাকব লুমিস, এবং র‍্যালফ আর সিলভি কার্নস। বাইরে থেকে শহরে ঢুকেছে ওরা, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে অনবরত, ঝোড়ো কাকের মত চেহারা, চোখে লোভের আগুন।

আমাকে দেখতে পায়নি ওরা, আর কোরালে যদি কাল ঘোড়াটাকে দেখেও থাকে চিনতে পারবে না।

কিন্তু পেনিলোপ কোথায়? সোনা?

এবার সত্যিই উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করলাম আমি।

মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আমি ছুটে এসেছি এখানে, একজন নিপট ভাল মানুষ খুন হয়েছে, মারা গেছে আরও কয়েকজন লোক—কি প্রয়োজন ছিল এত হানাহানির? ডাগর চোখের একটা মেয়ে যাতে সবটা নিয়ে সরে পড়তে পারে সেই জন্যই কি? ন্যাথান হিউম ওর আত্মীয় হলই-বা, তাতে কি? বহুকাল যাবৎ মাটির নিচে পোঁতা ছিল ওই সোনা, আমার সাহায্য না পেলে ওই মেয়ের পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর হত না ওটা খুঁজে বের করা।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, এত দ্রুত যে আরেকটু হলেই উলটে পড়ছিল টেবিল, একটা আধুলি আমার প্লেটের পাশে ফেলে দিয়ে হাঁটা দিলাম দরজার দিকে।

সিনরা দৌড়ে এল আমার পেছন পেছন। 'এক মিনিট দাঁড়াও, সিনর! তোমার খুচরা!'

'রেখে দাও। আবার কখনও যদি খালি পকেটে আসি খাইয়ে দিও।'

বিকেলের রোদে তেতে আছে বাইরের প্রকৃতি, কিন্তু আমি পরোয়া করলাম না। হনহন করে রাস্তা পেরিয়ে ব্যাট উইং দোর ঠেলে হার্ডির স্যালুনে ঢুকলাম গিয়ে। হার্ডি নিজেই দাঁড়িয়েছিল বারে, দেখলাম আমার দিকে ঘুরে গেল ওর চোখ, ঈষৎ কুঁচকে গেল।

'হার্ডি,' কোনরকম ভণিতা না করে বললাম আমি, 'আজ বিকেলে একটা মেয়ে এসেছে শহরে। এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। এই শহরে কোথায় কি ঘটে সব তুমি জান—আমার ওই মেয়েকে চাই, এক্ষুণি!'

'দুঃখিত। আ—'

'হার্ডি, আমি নোয়েল ওসমান। আমাকে তুমি ভাল করেই চেন।'

দোনোমনো করল হার্ডি। হাঁক দিলেই পনের-বিশজন কঠিন লোককে পাশে পেয়ে যাবে ও। সেক্ষেত্রে আমি তুমুল লড়াইয়ে জড়িয়ে যাব, তবু পরোয়া করলাম না। মনে হয় হার্ডিও উপলব্ধি করতে পারল তা।

'স্ন্যাপিং অ্যানির কাছে আছে। ওর ড্যান্স-হলে না—কেবিনে। তোমার ইচ্ছে হয় যাও। তবে ওর কাছে বন্দুক আছে, শুনেছি দরকার হলে ব্যবহারও করবে।'

'আমার ওপর করবে না।' বললাম বটে, কিন্তু পুরোপুরি নির্ভয় হতে পারলাম না আমি।

বাইরের রাস্তায় নামতেই কড়া রোদে ধাঁধিয়ে গেল আমার চোখ, বার ছয়েক পিটপিট করলাম। এখনও রাগ পড়েনি আমার, পেনিলোপের সঙ্গে দেখা করে সত্যি ঘটনাটা কি তা আমি জানতে চাই। ওর কারণে আমি লড়াই করেছি, সাহায্য করেছি ওকে পালাতে, সোনা উদ্ধার করে দিয়েছি—অথচ ও একলা সরে পড়েছে।

মাইমস মারা গেছে। ওকে কি পেনিলোপ খুন করেছে? ও ছাড়া আর কে অত কাছে আসতে পারবে? এইসব চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার মাথায়, তবে অন্তর থেকে এগুলো আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না।

স্যান্টি অ্যানির কেবিন শহরের শেষপ্রান্তে কটনউড বনের ভেতর। ধুলিধূসর রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম আমি, ভাবছি এ সময় আমার কাছে একটা ঘোড়া থাকলে ভাল হত। কোন ভাল কাউ-হ্যাণ্ডই পারতে রাস্তায় হাঁটে না, কিন্তু এখন ঘোড়া আনতে যাবার সময় নেই, আর তাছাড়া দূরত্ব এমন কিছু বেশি না। পেনিলোপের কাছে যাচ্ছি, পাশাপাশি জানি আমার মতই নোব্‌ল্ বিশপ আর তার দলবল খুঁজছে ওকে।

অ্যানি নিজেই খুলল দরজা। পশ্চিমে বহু শহরে কাজ করেছে স্যান্টিং অ্যানি, ফোর্ট গ্রিফিন আর ডজ এ দুজায়গায় যখন ছিল তখন মাঝে-সাঝে আলাপ হত আমাদের।

'অ্যান, আমি পেনিলোপ হিউমের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'ও এখানে নেই, নোয়েল।'

'অ্যান,' রুক্ষ সুরে বললাম আমি, 'তুমি জান আমার কাছে ওসব ফালতু কথা খাটবে না। ও আছে এখানে আমি জানি, আর ওরও জানা দরকার লুদিস, বিশপ ওরাও এসে পড়েছে।'

'আসতে দাও ওকে,' ভেতর থেকে শোনা গেল পেনিলোপের গলা।

অ্যানি সরে দাঁড়াল একপাশে, আধো-অন্ধকার কামরায় ঢুকে টুপি খুললাম আমি। ছাই রঙের একটা রাইডিং ড্রেস পরে আছে পেনিলোপ, চমৎকার দেখাচ্ছে। ও এত সুন্দর হতে পারে এর আগে আমি বুঝতে পারিনি, যদিও আন্দাজ করেছিলাম মেয়েটা দেখতে ভালই।

'মিস্টার ওসমান, আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ!'

'মানে মাইমসের মত?'

'বেচারা আংকল হ্যারি···সুযোগই পায়নি কোন। ক্লিঙ্কের কাজ।'

'ক্লিঙ্ক?'

তাই তো, ওর কথা একবারও মনে হয়নি কেন আমার? ওর গায়ে ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে, মানুষের অজান্তে তার খুব কাছে চলে যাবার কায়দা ও জানে।

'তুমি আশা কর তাই বিশ্বাস করব আমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই আশা করি। তুমি নিশ্চয় এটা বিশ্বাস করবে না অমন ভাল একটা মানুষকে খুন করব আমি।'

'দরকারের সময় তো, দেখছি, সবকিছু ভালই সামলে নিয়েছ একলা।' ধপ করে এক চেয়ারে বসে পড়লাম আমি, পাশেই টুপিটা ফেলে রাখলাম মেঝের ওপর। 'আমাদের কিছু কথা বলা দরকার।'

আড়চোখে অ্যানির দিকে তাকাল পেনিলোপ। 'এখন না।'

অ্যানি ওর দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে। 'আমি বরং চলে যাই, তোমাদের আলাপ করতে সুবিধে হবে তাহলে। নোয়েলকে নিয়ে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই,' শেষের কথাটা অ্যানি বলল

পেনিলোপকে লক্ষ্য করে।

স্মিত হাসলাম আমি। 'এত বিশ্বাস!'

'আমি জানি তুমি ভদ্রলোক। আউট-ল হতে পার, তবে ভদ্র।'

'ধন্যবাদ।'

'আমি একটু শহরের বাইরে যাচ্ছি। জেনির সঙ্গে দেখা করতে।'

টুপি তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল স্যাণ্টিং অ্যানি, বেরিয়ে গিয়ে দরজা টেনে দিল বাইরে থেকে।

'তুমি ভালই পথ চলতে পার,' ঈর্ষাকাতর স্বরে পেনিলোপকে বললাম আমি। 'চমৎকার কৌশল খাটিয়েছিলে ভেড়াগুলোর সাহায্যে।'

'অথচ বোকা বানাতে পারিনি কারোকে।'

'হ্যাঁ, পেরেছ। ওদেরকে বোকা বানিয়েছ।' কঠোর চোখে পেনি-লোপের দিকে তাকালাম। 'তবে আমাকে পারনি।'

'এভাবে পালানর ব্যাপারে ভাল একজন শিক্ষক পেয়েছিলাম আমি। বোধহয় সেরা।'

'কে?'

'আবার কে? অবশ্যই তুমি। তোমার সমস্ত কাজ-কারবার লক্ষ্য করেছি আমি, দেখেছি কিভাবে নিজের ট্র্যাক গোপন করার চেষ্টা করেছ। তুমি খুব হুঁশিয়ার লোক।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল পেনিলোপ। ওর সেই দৃষ্টির অর্থ করতে পারলাম না আমি। একসময় ও বলল, 'তুমি সোনার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে না।'

'এখনই জিজ্ঞেস করতাম।'

'আমার মনে হয় আউট-ল হিসেবে তুমি খুব যোগ্য না, মিস্টার

গুসমান। আমার ধারণা, একজন সফল আউট-ল প্রথমেই জানতে চাইত সোনার খোঁজ।'

'হয়ত।'

ঘরের চারপাশে নজর বোলালাম আমি। ছোট একটা বাসার ছোট্ট একটা কামরা, তবে বেশ সাজান গোছান—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব ব্যাপারে তেমন একটা জানাশোনা নেই আমার, তবে জীবনে বহু বাড়িতে গেছি তাই জানি কোন্‌টা সুন্দর আর কোন্‌টা নয়।

'অ্যানকে চিনলে কিভাবে?' প্রশ্ন করলাম।

'ওর চাচী আমার মায়ের সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করত। জানতাম ও লোমা পার্ডায় থাকে। আর কোথাও যাওয়ার মত জায়গা ছিল না আমার। তুমি বোধহয় ভাবছ, কোন ভদ্র মেয়ের অ্যানকে এমনকি চেনা পর্যন্ত উচিত না?'

'না, সেরকম কিছুই ভাবছি না। অ্যান ভাল মেয়ে। ওকে আমি অনেকদিন হল চিনি···মোটামুটি।'

'তোমার কাছে সোনা আছে কেউ জানতে পেলে কি ঘটবে আন্দাজ করতে পার কিছু? রক্তারক্তি শুরু হয়ে যাবে শহরে। আর ঠিক এ মুহূর্তে ওরা খুঁজছে তোমাকে।'

'অ্যানের এক পরিচিত লোক আছে—ক্রেইটার। ওর সাহায্যে আমাকে ও স্যাস্তা ফে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।' একটুক্ষণ চুপ করে থাকল পেনিলোপ, তারপর যোগ করল, 'কফি বানিয়েছি আমি—খাবে?'

কফিপট আর কাপ আনতে রান্নাঘরে গেল ও, গদিআঁটা চেয়ারে আমি খানিকটা হেলান দিলাম। এধরনের শৌখিন আসবাবকে

মোটেও বিশ্বাস করি না আমি। বেঞ্চ, বাংক, অথবা স্যালুন চেয়ার এগুলোই আমার বেশি পছন্দ, অভ্যস্ত। তাছাড়া আমি গায়ে গতরে বেশ লম্বা-চওড়া, এসব ঠিক যেন আমার মাপে বানান হয় না। তবে পরিবেশটা আরামদায়ক, ছিমছাম। ঘরের চারপাশে নজর বুলিয়ে মনে মনে গৃহকর্ত্রীর রুচির তারিফ করলাম। এমনকি টেবিলের ওপর সেলাই মেশিনের পাশ থেকে যে পিস্তলের বাঁটটা উঁকি দিচ্ছে সেটাও ঝকঝকে।

কফি নিয়ে ফিরে এল পেনিলোপ, একটা কাপে আমাকে ঢেলে দিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল, পিস্তলের কাছাকাছি।

'আজ রাতেই ফ্রেইটারের রওনা হবার কথা,' বলল ও। 'দশটা ওয়াগন আছে ওর। অ্যান চেষ্টা করছে তার একটা যেন আমি পাই।'

'সোনা কোথায়?'

এ প্রশ্নের জবাব দিল না পেনিলোপ, তবে বলল, 'আমি চাই তুমি এর একটা অংশ নাও। এটা তো সত্যি, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি পেতাম না ওটা, রাখা অনেক পরের কথা।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'এখানে আমার বসে থাকলে চলবে না। লুমিসকে ধরতে হবে···আর ক্লিঙ্ককে।'

'সাবধান থেক ওর ব্যাপারে। আমাকে পালাতে হয়েছে। ক্লিঙ্ক মিস্টার মাইমসকে খুন করার পর আমার আর কিছু করার ছিল না। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম ওকে।'

একটুক্ষণ কফি কাপটা হাতে ধরে রইলাম আমি, কেন যেন খেতে মন উঠছে না। মানুষকে বিশ্বাস করি না আমি তা না, তবে আমার মনে হল যতক্ষণ লাগা উচিত কফি আনতে তার চেয়ে বেশি দেরি করেছে ও। ছোট্ট একটা চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখলাম কাপ, উঠে

দাঁড়ালাম।

'তুমি যাবে না?'

'কাছেপিঠেই থাকব। তারপর যখন তোমার যাবার সময় হবে, চলে আসব।'

ঝুঁকে পড়ে টুপি তুলে নিলাম আমি। পিস্তলের কাছে রয়েছে ওর হাত—ব্যাপারটা কি নিছক দুর্ঘটনা? আবার সোজা হতে বেশ অনেকটা সময় নিলাম আমি, দেখলাম পেনিলোপ তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকমের উজ্জ্বল। আশ্চর্য, ওকে বিশ্বাস করতে চাইছি আমি, মনে হচ্ছে করা যায়, অথচ সাহস পেলাম না ঝুঁকি নিতে।

পেনিলোপকে পাশ কাটিয়ে ঝট করে চলে গেলাম রান্নাঘরে, ওপাশের দরজা খুলে বাইরে পা রাখলাম। পেছনের ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চোখ ফেরালাম আমি, ফাঁকায় বেরিয়ে আসার আগে পাপড়ি ফেললাম বার ছয়েক।

একটা আস্তাবল আছে এদিকে, আর একফালি উঠন। কটনউডের ছায়ায় ঘেরা বাড়ি। বাসার ভেতরে একটা ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেলাম, তারপর সামনের অংশে এসে পড়লাম আমি, তাকালাম রাস্তার উলটো দিকে এবং ডাইনে-বাঁয়ে। প্রথমে ঝট করে, সামনেই কোন বিপদ আছে কিনা দেখার জন্য, দ্বিতীয়বার আস্তে আস্তে, গা ঢাকা দেয়া যায় এসব জায়গা জরিপ করলাম।

পেছনে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়ার আওয়াজ সতর্ক করে দিল আমাকে। চকিতে ঘুরেই দেখলাম লুমিস শটগান তাক করছে। বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার শরীরে, ঝটিতি সরে গেলাম একপাশে, পিস্তল বের করে গুলি করলাম ওর বুকে। প্রায় একই সময়ে সশব্দে

গর্জে উঠল লুমিসের দোনলা বন্দুক। খানিক আগে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানকার মাটিতে বিঁধল বুলেট।

চোখের পলকে কটনউড বনে ঢুকে গেলাম আমি, ছুটলাম লম্বা একটা দালানের পেছন দিয়ে, গতি কমালাম, তারপর হেঁটে রাস্তায় উঠে যোগ দিলাম স্যালুন থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে।

'কি ব্যাপার ?' জানতে চাইছিল কে যেন।

'গুলি হয়েছে রাস্তার ওপাশে,' আমি বললাম। 'বোধহয় মুরগি শিকার করছে কেউ।'

ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে হার্ডির স্যালুনে গিয়ে ঢুকলাম। বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছে ওখানে, তবে বিশপকে দেখতে পেলাম না।

আমার পরবর্তী গন্তব্য কোরাল। ঘোড়া বের করে স্যাডল চাপালাম ওর পিঠে, তারপর কোরালের বাইরে তবে একটু পেছন দিকে বেঁধে রাখলাম।

চকিতে একটা চিন্তা এল আমার মাথায়, উঁকি দিলাম কোরালের ভেতরে। পেনিলোপের সবকটা ঘোড়াই আছে ওখানে। কিন্তু প্যাক স্যাডলগুলো দেখতে পেলাম না কোথাও। পেনিলোপ যখন শহরে ঢোকে আমি তখন ওর খুব বেশি পেছনে ছিলাম না; এবং সেটা ও নিশ্চয় টের পেয়েছিল। স্যাস্টিং অ্যানি কোথায় থাকে জানার কথা না ওর, কাজেই ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না সোনা। লোমা পার্ডার রাস্তায় যুবতী একটা মেয়েকে তিনটে ঘোড়াসহ, তার মধ্যে দুটো আবার প্যাক হর্স, দেখা গেলে সন্দেহ জাগবে মানুষের মনে, এটা নিশ্চয় অনুমান করেছিল ও। তাহলে, ওর কি করার থাকতে পারে এ অবস্থায় ?

কোরালে সোনা আনবে না পেনিলোপ, কারণ সেক্ষেত্রে ওকে

নিজের হাতে নামাতে হবে ওগুলো, একটা একটা করে···যদি না জিনের পেটি ঢিলে করে দেয় যাতে আপনাআপনি গড়িয়ে পড়ে যায় স্যাডল দুটো। তবে শহরে এটা ওর না করার সম্ভাবনাই বেশি, কেননা খলে ফেটে গিয়ে ভেতরের মালপত্র বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া অত ভারি মোট দেখলে মানুষের মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক।

সুতরাং, সোনা নিশ্চয় শহরের বাইরে কোথাও আছে, এখানে আসার আগে ঝটপট কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখে এসেছে পেনিলোপ।

পনের

স্যাডলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, ভাবছি পেছনে ফেলে আসা ট্রেইলের কথা। ওদিকে সোনা লুকাবার মত নিরাপদ জায়গা নেই। উপরন্তু, পেনিলোপের ট্রেইল অনুসরণ করে লোমা পার্ডায় এসেছি আমি, তাহলে আমার অজান্তে ও অন্য কোনদিকে গেল কিভাবে ?

তারপর মনে পড়ল সারাক্ষণ ওর ট্রেইল অনুসরণ করে শহরে আসিনি আমি। অন্য আরও যারা আসা-যাওয়া করেছে এদিকে তাদের সঙ্গে যখন ওর ট্র্যাক মিশে গেছে তখন আমি ধরেই নিয়ে-

ছিলাম ও এই শহরে আসছে, তাই আর ওর ট্রেইলে থাকিনি।

স্যাডলে উঠে কোরালের পেছন দিয়ে ঘুরে একটা গলিতে ঢুকলাম আমি, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোলাম শহর সীমান্তের দিকে। এখন সরাসরি আস্তাবলের ভেতরে যদি কেউ না থেকে থাকে তবে আর দেখতে পাবে না আমাকে।

আরেকটা ট্রেইল আছে, মনে পড়ল, লোমা পার্ডা থেকে পশ্চিমে স্যাংগর ডি ক্রিস্টো মাউন্টিন্সের দিকে চলে গেছে, তারপর দক্ষিণে লাস ভেগাস হয়ে স্যান্টা ফে-তে। ফ্রেইটাররা কখনও কখনও ব্যবহার করে ওই ট্রেইল, আমি জানি। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে শহরের কাছাকাছি এসে ঘুরে ওদিকে চলে গিয়েছিল পেনিলোপ, এবং ওখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সোনা?

দশ মিনিটের মধ্যে নাগাল পেয়ে গেলাম ওই ট্রেইলের, চলতে চলতে সম্ভাব্য হাইড-আউটের খোঁজে তাকালাম ডানে-বাঁয়ে। ভাবছি, পরে সুযোগ বুঝে চট করে তুলে নেব এরকম একটা ভারি-মাল যদি আমি নিজে লুকিয়ে রাখতে চাই তবে কোথায় লুকাব সেটা?

এখনও আলো আছে, যদিও সূর্য ডুবে গেছে, এবং শিগগিরই আঁধার নামবে। ট্রেইলের নরম বালুতে কোনরকম শব্দ হচ্ছে না আমার ঘোড়ার খুরের। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু যা চাইছিলাম সেরকম কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না আমি।

তারপর, একেবারে শেষমুহূর্তে, যখন আঁধার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে, তখন এক জায়গায় দেখলাম ঘাসের ডগা থেঁতলে গেছে, আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু পাইন পাতা আর ছালবাকল। থেমে, জায়গাটা জরিপ করলাম আমি। একটা কিছু ছিল ওখানে,

এমন কিছু যেটা এখন নেই।

চিহ্ন দেখে স্পষ্ট বুঝলাম একটা পাইন গাছ উপড়ে পড়েছিল ওখানে, দশ ফুটের বেশি উঁচু হবে না, ঝড়ে কিংবা আর কোনভাবে ভেঙে পড়েছিল।

গাছটা আছে, কয়েক ফুট দূরে পড়ে আছে একধারে, কাণ্ডের সাথে যোগসূত্র রয়েছে এখনও, কিছু ছালবাকল জড়িয়ে রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রথমে যেখানে পড়েছিল ওটা মাথায় ধরে টেনে সেখান থেকে একপাশে কেউ সরিয়ে ফেলায় নিচের ওই থেঁতলান ঘাসগুলো বেরিয়ে পড়েছে চোখের সামনে।

ট্রেইল থেকে একটু দূরে ঘোড়া বেঁধে রেখে, গাছটার কাছে ফিরে এলাম আমি। টেনে একধারে সরাতেই পেয়ে গেলাম প্যাক স্যাডলগুলো, সম্পূর্ণ ভরা, ফ্রেইট ওয়াগন যে পথে যাবে সেখান থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে পড়ে আছে নিরীহভাবে। প্রতিটা স্যাডলে দেড়শ পাউণ্ড করে সোনা রয়েছে।

উবু হয়ে, সোনাভরা স্যাডল দুটো দুহাতে আঁকড়ে ধরলাম আমি, সোজা করলাম হাঁটু। হেঁটে সরে গেলাম পঞ্চাশ কদম দূরে, স্যাডলগুলো মাটিতে রেখে বিশ্রাম নিলাম একটু, তারপর আবার এগোলাম। মিনিট কুড়ি পর ফিরে এসে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ালাম ওখানে, খুরের চাপে মাটিতে মিশিয়ে দিলাম সমস্ত ট্র্যাক। তারপর শহরে ফিরে এসে একটা বন্ধ দোকানের সামনে হিচ রেইলে বেঁধে রাখলাম ঘোড়া।

তিনশ পাউণ্ড মাল বওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয় আমার জন্য, ছেলেবেলা থেকেই ষাঁড় আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কুস্তি লড়ে বেড়ে উঠেছি আমি, জাহাজঘাটায় কুলির কাজ করেছি। এরপর বেয়াড়া

১৪—ছায়া উপত্যকা

ঘোড়া পোষ মানিয়েছি, ল্যাসো ছুঁড়ে ধরেছি হাজার পাউণ্ডি লংহর্ন ষাঁড়। মনে হয় জন্ম থেকেই আমি শক্তিশালী, যা তুলতে পারি, বইতেও পারি সেটা···বেশির ভাগ সময় বয়েছি।

তবে সোনা সরিয়ে ফেলেও দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলাম না আমি। রাতের মত নিশ্চিন্ত, কিন্তু সকাল হলেই অন্যান্য আরো অনেকে খুঁজতে শুরু করবে ওটা। যাই হোক, ওয়াগন ট্রেন নিয়ে যদি রওনা হয় কোন ফ্রেইটার, আমি থাকছি তার সঙ্গে। ওয়াগন চালানর অভিজ্ঞতা আমার আছে।

অন্ধকারে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আমি আমার পিস্তল আর ছুরি দুটো পরখ করলাম, তারপর হাঁটা দিলাম হার্ডির স্যালুনের উদ্দেশে, কারণ শহরে যদি কোন ফ্রেইটার থাকেই তবে এ সময় সে ওখানেই থাকবে।

ইতিমধ্যেই ফোর্ট ইউনিয়ন থেকে আসা সৈন্যে স্যালুন ভরে উঠেছে প্রায়। হার্ডির নাচনেওয়ালিদের সাথে ঢলাঢলি করছে। এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কঠিন চেহারার জনাকয়েক মেক্সিক্যান। ওরা হার্ডির নিরাপত্তা রক্ষী, নিজেদের কাজে দক্ষ।

আমি ভেতরে ঢুকতেই হার্ডির চোখ খুঁজে নিল আমাকে, ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাবার সময় ওগুলো সেঁটে রইল আমার ওপর। বারে পৌঁছে ড্রিংকের ফরমাস দিলাম আমি, তারপর বললাম, 'গ্রেসিয়াস, হার্ডি, আমি ওকে পেয়েছি।'

দায়সারাভাবে কাঁধ ঝাঁকাল হার্ডি। 'বুয়েনো। অ্যান আমাকে বলেছে তুমি লোক ভাল।'

'একটা কথা, হার্ডি। এখানে যদি কোন ঝামেলা বাধে, তুমি এস না তার ভেতর। তোমার সাথে কোন ঝগড়া নেই আমার—করতেও

চাই না।'

'সি। বুঝেছি।' হাত বাড়িয়ে একটা গ্লাস তুলে নিল ও, পানীয় ঢেলে এগিয়ে দিল আমার দিকে। 'তোমার সৌভাগ্য কামনা করে, সিনর।' পান করলাম আমরা, তারপর সাবধানে বারের ওপর ওর গ্লাস নামিয়ে রাখল ও। 'নোবল্ বিশপ শহরে এসেছে—তোমার খোঁজ করছিল।'

'আমি কোন ঝামেলায় যেতে চাই না, হার্ডি। তবে ও যদি আমার সাথে দেখা করতে চায়, জানে কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে।'

'ব্যাপারটা কি সিনোরিটাকে নিয়ে?'

ও যা মনে করছে তাতেই ওকে সন্তুষ্ট রাখা ভাল, ভাবলাম। 'ও সুন্দরী,' বললাম আমি, 'এবং ভদ্রমহিলা।'

'আমিও তাই শুনেছি।'

'সত্যি বলতে কি,' বললাম আমি, 'আমি চাকরি খুঁজছি। এমন একটা যাতে কিছুদিন অন্তত গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়। ফ্রেইট রাইডার বা ওয়াগন চালান এরকম কিছু। তবে স্টেজ না···ফ্রেইটারকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু একজন স্টেজ ড্রাইভারকে সবাই পায়।'

'এই শহরে এক লোক আছে—নাম ওলি শ্যাডক। আজ রাতে কয়েকটা ওয়াগন নিয়ে রওনা হচ্ছে ও। লাস ভেগাসে আরও নেবে।'

দেয়ালের ধারে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম আমি, শ্যাডকের প্রতীক্ষায় রইলাম। মোটামুটিভাবে আমাকে ধৈর্যশীল মানুষ বলা চলে, তবে এখন ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠেছি, কেননা সোনা মানুষের চিন্তার বোঝা বাড়ায়। বিশপ বা সিলভিদের দেখতে পাচ্ছি না কোথাও, এটাই আমাকে আরও ভাবিয়ে তুলেছে।

শ্যাডক আসতে হার্ডি ওকে আমার টেবিলে পাঠিয়ে দিল। বুঝ-

লাম হার্ভি চাইছে আমি যেন তাড়াতাড়ি বিদেয় হই।

ওলি শ্যাডক স্বাস্থ্যবান, হাস্যোৎফুল্ল মানুষ, হালে পাক ধরেছে সোনালি চুলে। করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'ওসমান মানেই আমার বন্ধু। আমারও বাড়ি টেনেসি।'

'ও'নীলদের চেন ?'

'ওদের মা আর ছোট ভাইদের আমিই নিয়ে এসেছি। আমার দেশ কাম্বারল্যাণ্ডে।'

'আমি ক্লিক মাউন্টিন।'

'ওখানকার লোকরা বেশ ভাল। আমার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আছে। বল, তোমার কি খেদমত করতে পারি ?'

'ড্রাইভারের চাকরি দাও আমাকে, পয়সা না দিলেও চলবে। তবে আজ রাতে যখন রওনা হবে তখন আমি শেষ ওয়াগনটা চালাতে চাই।'

নরম হয়ে এল শ্যাডকের চেহারা। 'ওই মেয়েটার সাথে কোন ব্যাপার কি ?'

'একরকম তাই। ও যে মালটা তুলবে বলে ভাবছে সেটাই তুলব আমি। ওর ভাগ ও স্যান্তা ফে-তে গিয়ে পাবে···আমি কেবল আমার-টার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছি।'

'তুমি একজন ওসমান—এটুকুই যথেষ্ট আমার জন্য।' ওয়েটারকে একটা বোতল দিয়ে যেতে ইশারা করল শ্যাডক। 'নোয়েল, আমিই অ্যাঞ্জেলকে নামিয়েছি রাজনীতিতে। বলতে কি, টেনেসিতে আমি শেরিফ ছিলাম, তাই ওরা পশ্চিমে চলে এসেছে।

'ও'নীল লং হিগিনসকে খুন করে হিগিনসদের সাথে ওদের বিবাদ শেষ করল। আমার দায়িত্ব ছিল ওকে গ্রেফতার করা, ঝামেলা

এড়াতে ও পশ্চিমে চলে এল···আমি আবার ওদের একরকম আত্মীয় কিনা।'*

'ওয়াগনের মাঝখানে আমার মালভর্তি ছুটো প্যাক স্যাডল রাখার জায়গা দিতে পারবে তুমি ?'

'নিশ্চয়ই।' শ্যাডক তার গ্লাসে পানীয় ঢালল। 'ও'নীলকে তুমি চেন ?'

'না। তবে নাম শুনেছি।'

ইতিমধ্যে ভরে উঠেছিল স্যালুন, তাই বেরিয়ে যেতে চাইলাম আমি; তাছাড়া, পেনিলোপ কেমন আছে সেটাও জানা দরকার। ওই মেয়ে আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। বুঝতে পারছি না ও আমাকে খুন করার মতলব আঁটছে কিনা। হয়ত কফি আনতেই রান্নাঘরে অত দেরি হচ্ছিল ওর···আবার, লুমিসকে সংকেত দিচ্ছিল এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

একটু বাদে উঠে পড়ল ওলি শ্যাডক, বিদায় নেয়ার আগে আমাকে জানাল কোথায় দেখা করতে হবে ওর সঙ্গে। আমার কপাল নেহাত ভাল, তাই এখানে পারিবারিক এক বন্ধুকে পাশে পেয়েছি। এর আগে ওর নাম শুনেছি আমি, তবে সেটা নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিজোনার মধ্যে ওর ফ্রেইটিং ব্যবসার ব্যাপারে, ওলি টেনেসির পাহাড়ের লোক তা আমি জানতাম না।

খানিক বাদে উঠে পড়লাম আমি, পানীয়ের দাম চুকিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম সন্তর্পণে। হার্ভি চলে যেতে দেখল আমাকে, স্বস্তির ছাপ ফুটল ওর চেহারায়। আগেই বলেছি লোমা পার্ডায় খুনোখুনি একটা রোজকার ব্যাপার, তবে কেউই চায় না

* দ্রষ্টব্য : বসতি।

নিজের ব্যবসা নষ্ট করতে।

শান্ত শীতল রাত। কাল আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারা, মৃদু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে কটনউডের পাতা। অন্ধকারে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে চোখ সইয়ে নিলাম আমি, ভেতর থেকে হালকা কথাবার্তা আর গানের সুর ভেসে আসছে। বাতাসে ভাসছে লাকড়ি পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ।

এখন আর কোনরকম ঝামেলা চাই না আমি। সোনা লুকিয়ে রেখেছি, শহর থেকে বেরোবার উপায় বের করেছি একটা, আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে রওনা হয়ে যাব আমরা। এ অবস্থায় একটুও ঢিল দেয়া চলবে না সতর্কতায়।

দেয়াল ঘেঁষে এগোলাম রাস্তার দিকে, দালানের কোণে একটুক্ষণ দাঁড়ালাম অন্ধকারের ভেতর, তাকালাম এদিক-ওদিক। শহরের শেষমাথায়, ন্যাষ্টিং অ্যানির কেবিনের জানালায় আলো দেখতে পেলাম। ওখানে যেতে চাইছি আমি। অ্যান এতক্ষণে নিজের কাজে চলে গেছে, তবে পেনিলোপ থাকবে। অপেক্ষা করছে আমারই মত।

তবে ও আমাকে দেখার আশায় বসে নেই তা জানি, মেয়েদের চোখে পড়ার মত আকর্ষণীয় পুরুষ আমি না। চোখের সামনে তুলে ধরলাম আমার হাত দুটো। পিস্তল বা যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করার জন্য মানানসই, ভারি জিনিসপত্র তোলা এগুলো চলবে, তবে কমনীয়তার কোন ছোঁয়া পায়নি ওরা, পাবে সে আশাও নেই। পেনিলোপের মত সুন্দরী একটা মেয়ে···

কোন লাভ নেই এসব চিন্তা করে। আমাকে ফেলে চলে এসেছে ও, কোন চিহ্ন রেখে আসেনি পেছনে। হ্যারি মাইম্‌সকে হত্যা করে থাকতে পারে, এবং হয়ত ফাঁদ পেতেছে আমার জন্য। হতে পারে

ওর কথাই সত্যি, মাইম্‌স নিহত হবার পর একা থাকতে ভয় করছিল ওর, কিন্তু ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। তবে মেয়েটা দেখতে এত উষ্ণ, প্রিয়দর্শিনী যে মাঝে মাঝে আমার মত রুক্ষ লোকেরও বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায়।

কাছেপিঠেই কোথাও আছে সিলভি আর তার সেই ভাই। সিলভির ব্যাপারে এতক্ষণ বিশেষ চিন্তাভাবনা করিনি আমি, তবে ও নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে অনেক করেছে। সম্ভবত এ মুহূর্তে নোবল্ বিশপকে নিয়ে চক্রান্ত আঁটছে কোন।

রাস্তায় পা রাখলাম আমি, এগোলাম ঘোড়াটা যেখানে বেঁধে রেখে এসেছি সেদিকে। আশপাশের জানালা গলে মৃদু আলো এসেছে বাইরে, ভৌতিক পরিবেশ, গা ছমছম করে। ঘোঁৎ করে একবার নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা, আমার হাত শুঁকল। ওর জন্য চিনি এনেছিলাম একমুঠ, খেতে দিলাম। তারপর বাঁধন খুলে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম ওকে নিয়ে।

শিগগিরই শেষ হবে সমস্ত ঝামেলা। আর মিনিট কয়েক বাদে ফ্রেইট ওয়াগনের চালকের আসনে বসব আমি, ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাব শহর ছেড়ে। তারপর সোনা তুলে নিয়ে রাখব ওয়াগনের মেঝেতে, ঢেকে দেব ভাল করে, লাস ভেগাস আর স্যান্তা ফে-র দিকে এগিয়ে যাব।

পেনিলোপ যখন দেখবে সোনা উধাও হয়েছে তখন কি করবে? সঙ্গে আসবে, না পেছনে রয়ে গিয়ে চেষ্টা করবে খুঁজে পেতে?

এইসব চিন্তাভাবনা করতে করতে ঘোড়ায় চাপলাম আমি, ওয়াগন ট্রেন যেখান থেকে ছাড়বে ঘোরাপথে রওনা হলাম সেদিকে। পেনিলোপ আর অল্পক্ষণের ভেতর এসে পড়বে ওখানে।

স্যাংগর ডি ক্রিস্টোসের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে, বয়ে আনছে পাইনের সুবাস আর তুষারপাতের স্মৃতি। গির্জার পাশে এসে থামলাম আমি, তাকালাম সামনে। কোন একটা স্যালুন থেকে হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে, তারপর একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম···হবে কোন মাতাল সেপাই বা কাউহ্যাণ্ডের কাজ। শহরের পেছনের পাহাড়ে নক্ষত্রের সাথে কথা বলে উঠল একটা কয়োট, গলার সুরে মনে হল কাতর ফরিয়াদ জানাচ্ছে কোন ব্যাপারে।

যখন ওয়াগন বহরের কাছে পৌঁছালাম আমি, একেবারে পেছনে যেটা রয়েছে রাশ টানলাম সেটার পাশে গিয়ে, মাটিতে নেমে ঘোড়া বাঁধলাম টেইল-গেটের সাথে। স্যাডল বুট থেকে উইনচেস্টার বের করে রাখলাম সিটের পেছনে, তবে নাগালের মধ্যে।

ওয়াগন বহরের আরেক মাথা থেকে এগিয়ে এল এক লোক। 'ওসমান ?' ডাকল সে।

'এখানে।'

আমার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার। 'ওই মেয়েটার সাথে তোমার সম্পর্ক আছে ?'

'খানিকটা।'

'এখনও আসেনি ও, এদিকে ছাড়ার সময় হয়ে এল। না যাবার সিদ্ধান্ত নেয়নি তো ?'

'মনে হয় না।' একটুক্ষণ চিন্তা করলাম আমি। এটা কি আরেকটা ফাঁদ ? ও আমাকে বলেছে আজ রাতেই যাবে। আমি কি যাব ওর খোঁজে ? নাকি সিলভি আর র‍্যালফ শেষপর্যন্ত ধরে ফেলেছে ওকে ?

'কতক্ষণের মধ্যে রওনা হতে চাও ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'পনের মিনিট। আরেকটা ওয়াগন আসার অপেক্ষায় আছি, ওদিকে মাল তোলা হচ্ছে।'

'আমি গিয়ে নিয়ে আসছি ওকে।'

ওলি শ্যাডক বলল, 'তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা কর। ও যখন আসবে বলেছে, ঠিকই আসবে।'

'নাহ্‌, আমিই যাই একবার।'

'ওসমান, শহরে কানাঘুষা শুনেছি আমি। তুমি একটু সাবধানে থেক। বন্দুকবাজ ভাড়া করছে কে যেন। লোমা কেমন জায়গা তোমাকে বলতে হবে না নিশ্চয়···টাকা দিলে সবই পাওয়া যায়, আর মানুষের জীবন আরও সস্তা।'

'কে ভাড়া করছে ?'

'জানি না।'

মুখে পাহাড়ি হাওয়ার ঝাপটা আরাম লাগছে আমার। কোন মানুষের মৃত্যুর জন্য এটা বড় অসময়। অদ্ভুত ব্যাপার, মুখে বাতাসের ঝাপটার কথা যতটা ভাবছি আমি, সোনা বা পেনিলোপকে নিয়ে তার অর্ধেকও না। সোনার ব্যাপারে আমার কোন মোহ নেই। হাতে পেলে খরচ করে ফেলি, এবং তারপর ভুলে যাই।

'তুমি কি মেয়েটার প্রেমে পড়েছ ?' ওলি জিজ্ঞেস করল।

তাই পড়েছি কি ? আমার মনে হয় না। প্রেম কি জিনিস তাই ভাল করে জানি না আমি, মেয়েদের থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকি, মায়ার বাঁধনে জড়াই না কারো সাথে। তাছাড়া, কোন্ মেয়েই-বা চাইবে আমাকে ভালবাসতে ? আমি হচ্ছি একজন রুক্ষ কঠোর দীর্ঘদেহী মানুষ, সম্বল বলতে দুটো বলিষ্ঠ শক্ত হাত, আর একটা পিস্তল আর রাইফেল।

আর কেউ হলে আমি এখন হয়ত ঠাট্টা-তামাশা করতাম, কিন্তু প্রশ্নটা করেছে ওলি। আমার আত্মীয়-স্বজনকে ও চেনে, আমাদের দেশের মানুষ। 'ওলি, আমি এখনও ঠিক জানি না,' জবাব দিলাম। 'পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। আরেকটা যে মেয়ে, সিলভি, ও একদম বিষ। কিন্তু পেনিলোপ? ম্, মনস্থির করতে পারিনি এখনও।'

'আস্তে চল, বাছা, আস্তে চল।'

ওলি একভাবে দিয়েছিল পরামর্শটা, কিন্তু আমি সেটা দুভাবে ব্যবহার করতে চাইলাম। ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে বুটজোড়া খুলে মোকাসিন পরলাম।

'ওলি, আমি ফিরে আসব। তুমি শুধু একটু অপেক্ষা কর।'

ওখান থেকে অ্যানির বাসা দেড়শ গজের বেশি হবে না, কটনউড বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম আমি। গলা শুকিয়ে গেছে, ধড়ফড় করছে বুক—তবে সেটা বিপদের আশঙ্কায় না মেয়েটার কারণে তা জানি না। কোন মেয়ের ব্যাপারে এরকমটা হবার অধিকার আমার নেই, মনে মনে বললাম নিজেকে। কিন্তু যত কিছুই বলি, কোন লাভ হল না।

হার্ডির স্যালুনের গান শুনতে পাচ্ছি আমি: লোকজন হল্লোড় করছে ওখানে, জুয়া খেলছে, ফূর্তি করছে। দেখলাম হিচ রেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে তিন ঠ্যাংয়ে, অন্ধকার রাস্তা ধরে স্যালুনের দিকে যাচ্ছে এক লোক, মাথায় বিরাট সমব্রেরো, হাঁটার তালে তালে স্পার দুটো বাজছে ঝুনঝুন।

বুড়ো একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে স্ল্যান্টিং অ্যানির বাসার দিকে তাকালাম আমি। সবগুলো জানালা আলোকিত। ঝলমলে, উজ্জ্বল। তবু হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা খালি খালি মনে হল, নিজের করে

ভীষণভাবে পেতে চাইলাম অমন একটা আলো ঝলমলে বাড়ি, যেখানে আমার প্রতীক্ষায় আলো জ্বেলে জানালার ধারে বসে থাকবে কোন মেয়ে। পরক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম, কি লাভ এসব ভেবে, নোয়েল ওসমানের জীবনে এগুলো আসবে না কোনদিন।

গাছতলা দিয়ে হেঁটে এগোবার সময় এতটুকু শব্দ করছে না আমার মোকাসিন। বন-জঙ্গলে বন্য জীবজন্তুর মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে শিখেছি আমি সেই ছেলেবেলায়। বুট থাকলে শব্দ হত, কিন্তু মোকাসিন থাকায় শরীরের পুরো ভর চাপানর আগেই পায়ের তলায় ডালপালার উপস্থিতি টের পাচ্ছি বলে সরে যেতে পারছি সময়মত।

বাসাটা যখন আর মাত্র পনের ফুট দূরে তখন আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, সেঁটে রইলাম একটা কটনউডের গায়ে। বাড়ির ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে না, কাছে সরে গেলাম আমি, উঁকি দিলাম একটা জানালার পাশ দিয়ে।

একটা টেবিলে বসে কফি ঢালছে পেনিলোপ, আর উলটো দিকে বসে আছে সিলভি কার্নস।

সিলভির পাশেই, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, বসে রয়েছে নোব্‌ল্ বিশপ। র‍্যালফ কার্নস তখন এক প্লেট কেক নিয়ে আসছিল রান্নাঘর থেকে। প্লেটটা ও টেবিলে নামিয়ে রাখছে এই সময় পেনিলোপ সময় সম্পর্কে বলল কিছু একটা। সবার মাথা ঘুরে গেল ঘড়ির দিকে।

কফি ঢালা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিল পেনিলোপ, নিজের কাপ তুলে নিয়েছে হাতে। ওদেরকে একে অপরের শত্রু বলেই জানি আমি, অথচ কেমন সুন্দর কফি খাচ্ছে একটেবিলে বসে। মনে হল আমি, বোধহয়, আসলে একটা বোকার হদ্দ।

তারপর পেনিলোপ নামিয়ে রাখল তার কাপ, থালাবাসনের

ব্যাপারে সিলভিকে কিছু একটা বলে উঠে গিয়ে ওর বনেটটা তুলে নিল। ঘুরে বিদায় জানাল সবাইকে।

ভূতের মত, আমি ফিরে গেলাম জঙ্গলে, জোরে পা চালিয়ে ওয়াগন ট্রেনের কাছে ফিরে এলাম।

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল ওলি।

'এক্ষুণি এসে পড়বে ও,' আমি বললাম।

'কথা হয়েছে তোমার সাথে?'

'না, তবে ও আসছে।'

'যেহেতু তোমরা দুজনেই থামতে চেয়েছ, তোমার ঠিক সামনের ওয়াগনেই থাকছে ও।'

'ওর ওয়াগন চালাচ্ছে কে?'

'রেইনহার্ড্‌ট্‌···ভাল লোক। বছর দুয়েক হল আছে আমার সাথে।' আচমকা আমার দিকে তাকাল ওলি। 'তোমাকে বোধহয় বলিনি, অ্যাঞ্জেল ওসমানের একটা শেয়ার আছে এই আউটফিটে—এক-তৃতীয়াংশ।'

'ভালই করছে, নিশ্চয়।'

'করছে। অ্যাঞ্জেল এখন এই অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক।'

ওয়াগনের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পেনিলোপ আসার অপেক্ষায় রইলাম আমি, তেতো হয়ে আছে মন। অ্যাঞ্জেল যখন পশ্চিমে আসে তখন আমার চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না ওর অবস্থা। নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়েছে ওরা, ও'নীল আর ও, দুজনই এখন পশ্চিমের গণ্যমান্য লোক। আর আমি, আমার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ধুলিধুসর ট্রেইল, বাররুমের মারামারি, পাহাড়-পর্বতের নিঃসঙ্গ

হাইড-আউট।

শিগগিরই আমি যথেষ্ট সোনা পেতে যাচ্ছি, আমার জীবন বদলে যাবে তাতে, একটু চিন্তাভাবনা করলে এর আনন্দ যেন মিথ্যে হয়ে যায়। মানুষ নিজের মাথা খাটিয়ে, তার দুটো হাত ব্যবহার করে কতটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে শেষ বিচারে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। এই অভিযানে যা কিছু লাভ হয়েছে আমার তা নিছক বরাতের জোরে এবং পিস্তলে আমার হাত চালু বলে। আর তাছাড়া, ঠিক এ মুহূর্তে সোনাটা নেইও আমার কাছে।

আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল পেনিলোপ। 'ওহ্, মিস্টার শ্যাডক, আমি সত্যি খুব দুঃখিত দেরি হয়ে গেল আসতে, কিন্তু উপায় ছিল না। হঠাৎ করে কিছু বন্ধুবান্ধব এসে পড়ল, তাই কথাবার্তা বলতে হল ওদের সঙ্গে। তা, আমরা কি এখুনি রওনা হচ্ছি?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। তুমি তোমার ওয়াগনে গিয়ে ওঠ। এর নাম অস্কার রেইনহার্ড্‌ট্‌। তোমার ড্রাইভার।'

'ধন্যবাদ।' আমি দেখতে পেলাম ঘন ঘন আমার দিকে আড়-চোখে তাকাচ্ছে পেনিলোপ, আধো-অন্ধকারে চেহারা দেখতে পাচ্ছে না।

ওলি ঘুরে বাতাসে হাত খেলিয়ে দেখাল আমাকে। 'নোয়েল ওসমান শেষ ওয়াগনটা চালাবে।'

ওলি ট্রেনের সামনের অংশে চলে গেল, পেনিলোপ এগিয়ে এল আমার কাছে। 'তুমি এসেছ তাহলে? আমি খুশি হয়েছি।' একটু ইতস্তত করল পেন। 'স্বীকার করতে দোষ নেই, আমার খুব ভাল লাগছে এখান থেকে চলে যেতে পেরে।' তারপর ঝটপট যোগ করল, 'আমি বাঁচতে চাই এ···এই খুনখারাপি থেকে।' আমার

দিকে পলক তুলল ও। পেনিলোপের ফ্যাকাসে ডিম্বাকৃতি মুখখানা অন্ধকারে অনুভব করতে পারলাম আমি। 'বেচারা মিস্ট'র লুমিস, গুলি খেয়েছে। মারা যায়নি—তবে চোট পেয়েছে মারাত্মক। কিভাবে ঘটল আমার মাথায় আসছে না কিছুতেই।'

'এই দেশটা ভয়ঙ্কর,' বললাম আমি। 'কেউ হয়ত অন্ধকারে ওকে ঘুরঘুর করতে দেখে ভেবেছিল নিশ্চয় কোন কুমতলব আছে ওর। গুলির আওয়াজ পেয়েছিলাম আমি। দুটো গুলি হয়েছিল, তাই না?'

'আমি জানি না।' ঘুরে পেনিলোপ তার ওয়াগনের দিকে চলে গেল। রেইনহার্ড্‌ট উঠে বসতে সাহায্য করল ওকে। কয়েক মিনিট পর প্রথম ওয়াগনটা ছাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমি। এধরনের ফ্রেইট আউটফিটে যা হয়, প্রথমে আলাদা আলাদাভাবে রওনা হবে প্রত্যেকটা ওয়াগন, তারপর যখন ট্রেইলে উঠবে তখন একসঙ্গে এগোবে। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ওয়াগন, এক এক করে সারিতে ঢুকবে ওগুলো। সার বাঁধার আগে বহুবার আগু-পিছু করবে প্রতিটা ওয়াগন, সারির নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে ঝামেলা পোয়াতে হবে অনেক। তাই পথে কোন ওয়াগন থামলে সন্দেহ জাগবে না কারো, চূড়ান্ত যাত্রাপর্বের আগে অনেক ওয়াগনই থামবে স্বল্পসময়ের জন্য, অন্যগুলো তখন এগিয়ে যাবে ওদের রেখে।

রেইনহার্ড্‌টের ওয়াগন রওনা হল, ওদের কিছুদূর এগিয়ে থাকার সুযোগ দিলাম আমি। আমার ওয়াগন টানছে আটটা খচ্চর, সব-গুলোই মিসৌরির, শান্ত। এরকম জানোয়ার সামনে আরাম আছে, অহেতুক খাটুনি বাড়ে না পথে।

ধীরগতিতে এগোলাম আমরা, একই সাথে সোজা করছি সারি। এত আস্তে এগোচ্ছি যে এখন যেকোন শক্ত-সমর্থ লোক পায়ে হেঁটে

এগিয়ে যেতে পারবে আমাদের পেছনে ফেলে। সোনা লুকিয়ে রাখার সময়েই জায়গাটা আবার যেন চিনতে পারি তাই কিছু নিশানা রেখেছিলাম আমি, এবার সেগুলো দেখার আশায় দৃষ্টি মেলে দিলাম অন্ধকারের ভেতর। মিনিট পনের পর রাশ টানলাম। ঘর্ঘর করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের ওয়াগনগুলো। কান পাতলাম, কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না।

লাগাম জড় করে ব্রেক-লিভারের সাথে পেঁচিয়ে বাঁধলাম আমি, তারপর যতটা নিঃশব্দে পারি নেমে পড়লাম।

পেনিলোপ হয়ত হাত মিলিয়েছে সিলভিদের সঙ্গে, কিন্তু যদি তা না করে থাকে তবে ওরা অবশ্যই নজর রাখবে ওয়াগন ট্রেনের গতি-বিধির ওপর। ওরা আন্দাজ করবে পেনিলোপের কাছে আছে সোনা, এবং যাত্রাপথে কোথাও থেমে সেটা তুলে নেবে ও। কিন্তু আমার ওপরেও কি নজর রাখবে?

রাস্তার পাড়ে নেমে জঙ্গলের ভেতর ঢুকলাম আমি, মাঝে মাঝে থেমে কান খাড়া করছি। অচেনা কোন শব্দ শুনতে পেলাম না, উবু হলাম প্যাক স্যাডল দুটো তুলতে। হঠাৎ মনে হল পেছনে যেন নড়ে উঠল পাইন ঝোপ। হাঁটু গেড়ে বসে কান পাতলাম, কিন্তু শুনতে পেলাম না আর কিছু।

গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে প্রথমে একটা প্যাক স্যাডল বের করলাম, তারপর অন্যটা। দুটোই বইতে পারব একসাথে, কিন্তু তা করলে আচমকা যদি কোন আক্রমণ আসে অসহায় হয়ে পড়ব। এরকম ভারি জিনিস ঝট করে ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করা সম্ভবপর হবে না···কাজেই দুবারে নিতে হবে।

প্রথমটা তুলে নিয়ে কাঁধে চাপলাম আমি, তারপর মুক্ত হাতটা

পিস্তলের বাঁটে রেখে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম রাস্তার পাড়ে। এক হাতে ভর দিয়ে চড়লাম ওয়াগনে, পাটাতনের একপাশে সোনা রেখে আবার ফিরে গেলাম দ্বিতীয় থলেটা আনতে।

গর্তের ধারে পৌঁছে ফের কান পাতলাম। ওয়াগন চলার দূরাগত অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে এখন—পেনিলোপের ওয়াগন থেকে আলাদাভাবে বিশেষ কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হল সামনে যেন নড়াচড়া করছে কিছু। দ্বিতীয় থলেটা কাঁধে তুলে ধীরপায়ে সাবধানে ট্রেইলের ধারে ফিরে এলাম আমি। থলেটা মাটিতে নামিয়ে তাকালাম আশপাশে, কান সজাগ।

কোনকিছু নড়ছে না। ঝটপট রাস্তায় উঠে সোনা তুললাম ওয়াগনে, ঢেকে দিলাম তেরপল দিয়ে।

খচ্চরগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছি এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। কাছে আসতে দেখলাম লোকটা রেইনহার্ড্ট।

'ওসমান? মেয়েটা প্রায় দশ মিনিট হল জঙ্গলে ঢুকেছে। ব্যাপার কি, তুমি জান কিছু?'

'মনে হয় কোন মাল তুলবে ওখান থেকে। অন্ধকারে হয়ত বুঝতে পারছে না কোথায় রেখেছিল।'

'ব্যাস এই?'

ঠিকই বলেছিল ওলি, লোকটা ভাল, সৎ। 'শোন,' বললাম আমি, 'তুমি বরং ওয়াগনের কাছে থাক। গোলমাল আছে এর মধ্যে, খামোকা জড়াতে যেয়ো না নিজেকে, গুলি খেয়ে মরবে।'

'ওসব গুলি-টুলির ভয় করি না আমি।'

'জানি, কর না। কিন্তু কথা সেটা না। ওখানে গেলে তুমি মারা

দিল কবজিতে, একই সাথে মেয়েটার ধাক্কা অনুভব করলাম শরীরে।

আমার গানবেল্টের চওড়া সিলভার বাক্‌ল্ আর আমার সহজাত প্রতিক্রিয়া বাঁচিয়ে দিল আমাকে। রুপোর পাতে ঘষা খেয়ে ওপর দিকে উঠে গেল ছুরির ফলা, এবং সেই মুহূর্তে সবেগে নিচে নেমে গেল আমার হাত, আঘাত করলাম ওর কনুইয়ের ওপর।

যেমনটা বলেছি, আমি বেশ বড় মাপের মানুষ, গায়ে প্রচুর শক্তি, ফলে আকস্মিক আঘাতে অবশ হয়ে গেল মেয়েটার হাত, ছুরিটা খসে পড়ল মাটিতে। পরমুহূর্তে দিন হয়ে গেল জায়গাটা। মরা পাইনের ডালে ম্যাচের কাঠি ফেলেছে কেউ।

শুকন পাইন কাঠে আগুন ধরতে যারা দেখেছে তারা বুঝতে পারবে কি ঘটল এরপর। কাঠ ফাটার প্রচণ্ড একটা শব্দ হল প্রথমে, তারপর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল লেলিহান শিখা, আলোকিত করে তুলল গোটা এলাকা। দেখলাম গাছটার ওপাশে আমার মুখোমুখি র‍্যালফ কার্নস দাঁড়িয়ে, তার সামান্য তফাতে নোব্‌ল্ বিশপ।

আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠতেই বিশপ দেখতে পেল আমাকে আর আমি ওকে, এবং আমরা দুজনই বুঝলাম এবার কি ঘটবে। ওর হাত চলে গেল পিস্তলের কাছে, কিন্তু ততক্ষণে আমার সহজাত অনুভূতি সচল করেছে আমাকে, তড়াক করে হাতে উঠে এল পিস্তল ...বিশপের এক সেকেণ্ড আগে।

ঘাড়ের কাছে তপ্ত সীসার বাতাস অনুভব করলাম আমি, দেখলাম বাঁকা হয়ে গেছে বিশপ, পড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে টাল সামলাল ও, পিস্তল তাক করার চেষ্টা করল আমার দিকে। আমি আবার গুলি করলাম।

কার্নস গুলি করল, কিন্তু ও পিস্তলবাজ না, তাড়াহুড়ো করল

পড়তে পার—অকারণে।'

'কিন্তু মেয়েটার যদি কোন বিপদ—'

'আমার কথা শোন, ও ঠিক সামলে নেবে। আর আমি তো আছিই। তুমি চুপচাপ বসে থাক।' আমার পিস্তলটা যথাস্থানে আছে কিনা এক হাতে পরখ করে বললাম, 'আমি গিয়ে নিয়ে আসছি ওকে।'

ওই অন্ধকার জুনিপার ঝোপের ভেতর পেনিলোপের কাছে যাবার কোন আগ্রহই বোধ করছি না আমি। খোদা মালুম, এ মুহূর্তে আরও কত লোক আছে ওখানে। এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমি যেখানে আছি ঠিক সেখানেই থাকা। ক্ষমতা থাকলে নিজের চেষ্টাতেই বেরিয়ে আসুক মেয়েটা।

ওখানে গেলে শুধু শুধু ঝামেলায় পড়ব আমি। পরক্ষণে মনে হল মেয়েটা একা রয়েছে, বোকার মত এগিয়ে গেলাম ওকে উদ্ধার করতে।

এ জায়গায় কোন পাড় নেই—জঙ্গল আর রাস্তা সমান। হাঁটু ঢাকা ঝোপ জন্মেছে ট্রেইলের ধারে। টপকে পার হতে চেষ্টা করলাম যাতে কোন শব্দ না হয়, তবু হল।

প্রথমে সেই ভাঙা গাছটার দিকে এগোলাম যেখানে সোনা লুকিয়ে রেখেছিল পেনিলোপ। যখন প্রায় পৌঁছে গেছি কিছু একটা সরে এল আমার গায়ের কাছে, হালকা পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

'পেনিলোপ ?'

আমার গায়ের সাথে সেঁটে গেল একটা দেহ, হাত চেপে ধরল, টের পেলাম ধীরে ধীরে মেয়েলি আঙুল এঁটে বসছে আমার কব্জির ওপর। আচমকা শক্ত হয়ে গেল মুঠি, হ্যাঁচকা টান মেরে মোচড়

মারতে। নিশ্চয় টেপার বদলে ট্রিগার টেনে ধরেছিল ও, তাই মিস করল। কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম না। দুহাতে বুক খামচে ধরে পিছিয়ে গেল কার্নস, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ঘাসের ওপর, জবাই করা গরুর মত দাপাদাপি করল কিছুক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল।

আগুনের শিখা মরে আসছিল, পেনিলোপের খোঁজে এদিক ওদিক তাকালাম আমি। যেখানে সোনা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ও, দেখে মনে হয় এতকিছু ঘটে গেছে ও যেন তা জানেই না, কেবল বলছে বারবার, 'নেই···নেই।'

শহরের দিক থেকে উত্তেজিত হাঁক-ডাক শুনতে পেলাম আমি, দূরে লণ্ঠন নড়তে দেখলাম একটা, কেউ আসছে আমাদের এদিকে।

চকিতে পেনিলোপকে কোলে তুলে নিলাম আমি, বয়ে নিয়ে গেলাম আমার ওয়াগনের কাছে। 'রওনা দাও।' বললাম রেইনহার্ড্টকে। 'অন্যদের ধরার চেষ্টা কর। আমি ওকে দেখছি।'

'ওর কিছু হয়নি তো ?'

'না···যাও এখন। এখান থেকে সরে পড়তে হবে।'

সামনে এগোল রেইনহার্ড্ট, লাফিয়ে উঠে পড়ল তার ওয়াগনে। পেনিলোপকে আমার আসনে বসালাম আমি, তারপর নিজেও উঠে বসলাম ওর পাশে, ব্রেক লিভার থেকে লাগাম হাতে তুলে নিলাম।

রেইনহার্ড্ট রওনা দিয়েছে, আমরা অনুসরণ করলাম। মনে মনে আমার গুলির হিসেব করলাম আমি। আর মোটে ছটো বুলেট আছে পিস্তলে, ওয়াগন চালানর ফাঁকে বাকিগুলো ভরে নেয়া সম্ভব না। রাইফেলটা ঠিক পেছনেই আছে, আমার নাগালের মধ্যে।

হঠাৎ করে, যখন চলতে শুরু করল ওয়াগন, বাস্তবে ফিরে এল পেনিলোপ। 'না, না ! আমি পারব না যেতে ! সোনা পেছনে রয়ে

গেছে। খুঁজে বের করতে হবে আমাকে!'

'নেই,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'তুমি লুকিয়ে রাখার একটু বাদেই সরান হয়েছে।'

আমার দিকে ঘাড় ফেরাল ও। 'তুমি কিভাবে জানলে?'

'আরাম কর,' বললাম, 'স্যান্তা ফে অনেক দূরের পথ।'

'আমি স্যান্তা ফে যেতে চাই না! আমি সোনা চাই!'

'ওরাও চেয়েছিল—সিলভি, বিশপ, র‍্যালফ। দেখ, কি হাল হয়েছে ওদের।'

আবার থেমে গিয়েছিল রেইনহার্ড্‌টের ওয়াগন, এক মুহূর্ত পর ফের চলতে শুরু করল।

'ওই সোনা আমার চাই,' জেদী গলায় বলল পেনিলোপ। 'পেতে হবে আমাকে। ওটা ছাড়া চলতে পারব না আমি, মেয়েলোককে কেউ কাজ দেয় না।'

'বিয়ে করলেই পার।'

'যখন বিয়ে করব দুবেলা খাবারের জন্য করব না—আমি বিয়ে করব ভালবাসার জন্য।'

'রোম্যান্টিক,' ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি।

'হতে পারে—কিন্তু আমি ওরকমই ভাবি।'

'তোমার মধ্যেই সোনা আছে, ভালবাসা পাবে বলেই কেউ না কেউ বিয়ে করবে তোমাকে।'

রেইনহার্ড্‌ট বড্ড বেয়াড়াভাবে ওয়াগন চালাচ্ছে। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি রাশ টেনে ধরে রওনা হবার অপেক্ষায় রইলাম।

'তাছাড়া এমনিতেও খুঁজতে পারবে না এখন। লোকজন ভিড় করবে ওখানে, জানতে চাইবে কে কাকে গুলি করল। যদি একান্তই

যেতে চাও, হপ্তা কয়েক ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে।'

কিছুদূর নীরবে এগোলাম আমরা, তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল রাতে কেমন কথা হল সিলভির সাথে—ভাল?'

চমকে উঠে পেনিলোপ তাকাল আমার দিকে। 'তুমি নজর রেখেছিলে!'

'অবশ্যই। কি ঘটছে জানা দরকার না! আমি সবসময় জানতে চাই কে আমার বন্ধু, আর কে—শত্রু।'

'তার মানে আমাকে তুমি তোমার বন্ধু মনে কর না?'

'সত্যিই কি তুমি তাই?'

এক মিনিট চুপ করে রইল পেনিলোপ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অবশ্যই তাই হওয়া উচিত। আমার জন্য অনেক করেছ তুমি। তোমার সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারতাম না আমি।'

'আমাকেও তুমি বাঁচিয়েছ একবার, যখন পড়েছিলাম আহত হয়ে। র‍্যালফকে ঠেকিয়েছিলে,' খচ্চরগুলোকে আরেকটু তাড়া দিলাম আমি। 'তারপর সুন্দর একা একা চলে এসেছ এখানে।'

'তুমি যদি পেছনে কোথাও না থাকতে, পারতাম না। আমি জানতাম তুমি নিশ্চয় আছ পেছনে, তুমি হলে যা করতে আমি তা-ই করতে চেষ্টা করেছি।'

'ভালই উতরেছ।'

এরপর বেশ কিছু সময় আর কোন কথা হল না আমাদের, কেবল ওয়াগনের চাকা গড়ানর একঘেয়ে শব্দ শুনছি, তারা দেখছি। তবে আমি অন্য সব শব্দও শুনছি। ওয়াগনের আওয়াজ কেমন এখন তা জেনে গেছে আমার কান। লাগামের খসখস আর খচ্চরের পা ফেলার আওয়াজ এগুলো চিনে গেছি। সামনে এবং আশপাশে যেসব শব্দ

হচ্ছে সেগুলোও বাদ নেই।

মনে হল কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে···পেনিলোপ কি আমার পাঁজরে ঢুকিয়ে দেবার জন্য ছুরি তৈরি রেখেছে?

'সিলভি আমাকে ছুরি মারতে চেষ্টা করেছিল,' বললাম আমি।

'কোথায় ও?'

'ফেলে এসেছি ওখানে। হাতে হয়ত ব্যথা থাকবে কিছুদিন, তবে বেঁচে যাবে···ছুর্ভাগ্য।'

'খুব বাজে মেয়ে।'

'আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ওর জন্য অনেক লোককে মরতে হবে। এখন আমাদের সাথে আর দেখা না হলেই বাঁচি।'

নিজের অজান্তেই 'আমরা' শব্দটা বলে ফেললাম আমি, কিন্তু পেনিলোপ খেয়াল করেছে বলে মনে হল না।

ও বলল, 'আচ্ছা, সোনাটা গেল কোথায়?'

'রাতের বেলায় সব অন্যরকম দেখায়। তুমি হয়ত ভুল জায়গায় খোঁজ করেছ।'

'কিন্তু গাছটা। ওই মরা পাইন গাছের নিচেই তো রেখেছিলাম।'

'ওরকম অনেক মরা পাইন আছে ওখানে,' তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম আমি।

'সোনা হারিয়ে তুমি, মনে হচ্ছে, একটুও ছুঃখিত হওনি?'

'না, হইনি। জীবনে কখনও অত টাকা একসাথে দেখিনি আমি, তাই আবার যদি না দেখি কষ্ট পাব না।'

এগিয়ে চললাম আমরা, মাঝে মাঝে গল্প করছি, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল পেনিলোপ। ভোর নাগাদ উঠে বসল ও, চুল আর অগোছাল জামাকাপড় ঠিক করল হাত দিয়ে টেনে।

'ওয়াগন ট্রেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল পেনিলোপ। 'আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি।'

'আচ্ছা লোক রেইনহার্ড্ট। ভীষণ আস্তে চালাচ্ছে। সকাল হওয়ার আগে বুঝতেই পারিনি এতটা পিছিয়ে পড়েছি আমরা।'

আচমকা থেমে গেল সামনের ওয়াগন। কেউ নামল না—কেবল দাঁড়িয়ে রইল ওয়াগনটা। নেমে ওটার কাছে হেঁটে গেলাম আমি।

'রেইনহার্ড্ট,' ডাকলাম, 'কি ব্যাপার? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

একটা গান মাযলের দিকে চোখ পড়ল আমার, তার পেছনে ফ্লিঙ্ক।

'বেল্ট,' আদেশ করল ও, 'খোল।'

এ লোকের সাথে কোনরকম ঝুঁকি নেয়া বোকামি। খুব সাবধানে হাত আনলাম কোমরের কাছে, খুলে গানবেল্ট ফেলে দিলাম মাটিতে।

'বউই···স্ক্যাবার্ড থেকে বের করে ফেলে দাও···শুধু ছুই আঙুলের মাথা।'

'রেইনহার্ড্ট কোথায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়াগনের ভেতরটা দেখাল ফ্লিঙ্ক। 'ওখানে।'

'এখানে তোমার কি ভূমিকা, ফ্লিঙ্ক? কার্নসদের হয়ে কাজ করছ?'

'ফ্লিঙ্কের হয়ে। আমার দাদা···র‍্যাবিট ইয়ার্সের যুদ্ধে ছিল। ইণ্ডিয়ান। আমাকে বলেছিল সাদা সর্দার কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে ওখানে। অনেক দিন পর খুঁজতে গেছিল দাদা, কিন্তু পায়নি। তারপর ফোর্ট গ্রিফিনে যখন র‍্যাবিট ইয়ার্সের কথা শুনলাম, কাজ জুটিয়ে নিলাম একটা।'

ট্রেইলের ওপর এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল ওয়াগন ছুটো যে পেনিলোপ দেখতে পাচ্ছিল না আমাদের। ওয়াগন থেকে ওর নামার শব্দ

শুনলাম আমি, তারপর ওর পায়ের আওয়াজ পেলাম।

'তুমিও,' পেনিলোপ আসতে ক্লিঙ্ক বলল ওকে। 'ওখানে দাঁড়াও, ওর পাশে।'

এই প্রথমবারের মত ক্লিঙ্ককে হাসতে দেখলাম আমি। 'শেষপর্যন্ত ইন্ডিয়ানই পাচ্ছে সোনা।'

'সোনা এখানে নেই, ক্লিঙ্ক,' প্রতিবাদ করল পেনিলোপ। 'তোমা পার্ডায় রয়ে গেছে।'

'ওর ওয়াগনে আছে সোনা,' মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে দেখাল ক্লিঙ্ক। 'ওকে অনুসরণ করেছিলাম আমি। জানতাম ও ঠিকই খুঁজে বের করবে, তাই পিছু নিয়েছিলাম, লুকাতে দেখেছি, ওয়াগনে তুলতেও দেখেছি। দূরে ছিলাম, তাই বুঝতে পারিনি কোথায় লুকিয়েছিল, নাহলে আরও আগেই ওটা হাত করতাম আমি। যাকগে, ওয়াগনটা দরকার হবে আমার—সোনা খুব ভারি।'

ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকাল পেনিলোপ। 'সোনা তোমার কাছে? মানে তোমার কাছেই—'

'এবার আমি খুন করব,' ক্লিঙ্ক বলল। 'প্রথমে তোমাকে, তারপর মেয়েটাকে।'

'ওকে ছেড়ে দাও।'

একটা জবাব পর্যন্ত দিল না ক্লিঙ্ক। আধ-কদম ওর দিকে এগোলাম আমি। 'ওপরে,' আদেশ করল ক্লিঙ্ক। 'ম্যানোস অ্যারিবা!'

কান অবধি হাত তুললাম আমি। দোআঁশলার চোখ স্থির হয়ে রইল আমার ওপর, ওর কথার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছে। 'তোমাকে খুন করব। ওকে রেখে দেব কাল পর্যন্ত।'

'ওরা ফাঁসিতে ঝোলাবে তোমাকে,' বললাম আমি। 'শোন, ক্লিঙ্ক, এক কাজ—'

শার্টের কলার থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে ছিল আমার ডান হাত, আচমকা নড়ে উঠল সেটা। ঘাড়ের পেছন থেকে চকিতে হাতে উঠে এল লুকান ছুরিখানা, সাপের মত ছোবল মারল সামনের দিকে, ক্লিঙ্ক গুলি করল। ওর বুলেটের ধাক্কা অনুভব করলাম আমি, ঘ্যাঁচ করে শব্দ শুনতে পেলাম একটা। আমার ছুরি ভেদ করেছে ওর কণ্ঠনালী, বাঁট অবধি ঢুকে গেছে।

খাবি খেল ক্লিঙ্ক, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ও, দুহাতে বাঁট চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করল ছুরিটা টেনে বের করতে, কিন্তু আমি সারা শরীরের জোর খাটিয়ে ছুঁড়েছিলাম, এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ ছটফট করল ক্লিঙ্ক, তারপর দুবার হিক্কা তুলে কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে হাতে।

ঝুঁকে পড়ে ক্লিঙ্কের আঙুল থেকে ওটা ছাড়িয়ে নিলাম আমি, বালুতে ঘষে সাফ করলাম ফলা। ওর দিকে তাকিয়েছিল পেনিলোপ, দৃষ্টিতে নগ্ন আতঙ্ক।

'দেখ, রেইনহার্ড্টের কি অবস্থা,' তীক্ষ্ণ সুরে বললাম আমি। 'জলদি!'

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল পেনিলোপ, দ্রুতপায়ে এগোল ওয়াগন বরাবর। আমি যখন চোখ ফেরালাম ক্লিঙ্কের দিকে ও তখন মারা গেছে।

আবার কোমরে জড়ালাম আমার গানবেল্ট, খুলে নিলাম ক্লিঙ্কেরটা, ওয়াগনের ভেতর ছুঁড়ে দিলাম।

রেইনহার্ড্ট বেরিয়ে এল তার ওয়াগনের ভেতর থেকে, কবজি

ডলছে। 'আমাকে বোধহয় মারত না,' বলল ও। 'কয়েকবার ওর জীবন বাঁচিয়েছি আমি।'

'চল, রওনা হই তাড়াতাড়ি। গুলি শ্যাডক নিশ্চয় চিন্তা করছে।'

একনজর আমাকে দেখল রেইনহার্ড্ট, তারপর মরা লোকটার দিকে তাকাল। 'বাঁচলে কিভাবে? ও তোমাকে নির্ঘাত খুন করত।'

কলারের নিচ থেকে ছুরিটা আবার বের করলাম আমি। 'এটা দিয়ে,' বললাম। 'সীমান্তের দক্ষিণে শিখেছি।'

ঘুরে হাঁটা দিলাম ওয়াগনের উদ্দেশে। পেনিলোপ যোগ দিল আমার সাথে, ওকে সাহায্য করলাম উঠতে। রেইনহার্ড্ট ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে।

বেশ কিছুদূর যাবার পর পেনিলোপ বলল, 'তাহলে তোমার কাছেই আছে সোনা।'

'হ্যাঁ।'

'কি করবে?'

'সেটাই ভাবছি। সম্ভবত অর্ধেকটা দিয়ে দেব তোমাকে।'

'দিয়ে দেবে—!'

'বাকিটা রাখব আমি নিজে। এভাবে,' বলে চললাম আমি, 'ভালবাসা পাবার জন্য বিয়ে করতে আর কোন বাধা থাকবে না তোমার। আর ওই সোনার অর্ধেক আমার কাছে থাকায়, আমারও আর কারো সাহায্য লাগবে না আমাকে দেখাশোনা করার জন্য, ফলে টাকার লোভে তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি এটা মনে হবে না তোমার।'

এ কথার উত্তর দিল না পেনিলোপ, অবশ্য যেভাবে ঘটনা এগোচ্ছে তাতে আমিও কোন জবাব আশা করছিলাম না।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার গুলি লেগেছে,' একটু বাদে বলল পেনিলোপ।

কাজেই ওকে দেখালাম আমার বাঁ কোমরে কার্তুজ বেল্টের কোথায় আঘাত করেছে বুলেট। ছুটো বুলেটের সীসার মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে। 'বিচ্ছিরি একটা দাগ থাকবে,' বললাম, 'তবে বেঁচে আছি এই যথেষ্ট।'

এ মুহূর্তে একটা ইচ্ছেই হচ্ছে আমার—দাড়ি কামান। আর স্যান্তা ফে-তে যখন পৌঁছালাম আমরা তখন পেনিলোপও সে কথাই বলল আমাকে।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com